

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/50	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1875
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Thacker, Spink & Co's School Series (Publisher to the Calcutta University)
Author/ Editor:	E. Lethbridge	Size:	13x21cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Bangalar Bhugol o Itihas	Remarks:	Translated from E. Lethbridge's <i>An Easy Introduction to the History and Geography of Bengal.</i>

THACKER, SPINK AND CO.'S SCHOOL SERIES

No. 2.

AN EASY INTRODUCTION

TO THE

HISTORY & GEOGRAPHY OF BENGAL.

FOR THE JUNIOR CLASSES IN SCHOOLS.

BY

E. LETHBRIDGE, M.A.,

LATE SCHOLAR OF EXETER COLLEGE, OXFORD; OFFICIATING PRINCIPAL OF
KRISHNAGAR COLLEGE, BENGAL.

PRICE, EIGHT ANNAS.

থ্যাকার, স্পিন্ক এণ্ড কোম্পানির বিদ্যালয়-ব্যবহার্য পুস্তক।

বঙ্গদেশের ভূগোল ও ইতিহাস।

কৃষ্ণনগর-কালেক্টর ই. লেথব্রিজ, এম. এ.

মহোদয়ের আদেশানুসারে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

মূল্য আট আনা।

CALCUTTA:

THACKER, SPINK AND CO.,

Publishers to the Calcutta University.

1875.

[All rights reserved.]

CALCUTTA:
PRINTED BY THACKER, SPINK AND CO.

ভূমিকা।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে যে কয়েক খানি গ্রন্থ আছে তাহা রচিত হইবার পর এতদেশের ইতিহাস রচনার অনেক নূতন উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অল্লবাদ ও অন্যান্য নানাবিধ উপায় দ্বারা ইদানীং আমরা অনেক প্রাচীন ইতিহাস পাঠে সমর্থ হইয়াছি। পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা সহস্র ২ খোদিতলিপি ও প্রাচীনমুদ্রাক্ষর পাঠ করিয়া তাহাদের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলিকাতায় এবং অন্যত্র অনেক রাজকীয় কাগজপত্র অল্লসন্ধানপূর্বক আমরা এক্ষণে বিবিধ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেছি। ফলতঃ বিংশতি বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার ইতিহাসের যে ২ ভাগ ভ্রূকোধ্য বলিয়া বোধ হইত এখন তাহা স্পষ্ট রূপিতে পারা যাইতেছে। অধ্যাপক ল্যাসেন্স, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ই, ভি, ওয়েষ্টম্যাক্ট সাহেব বাঙ্গালার হিন্দু-শাসনবিষয়ক অনেক গুলি গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছেন। সার্ হেনরি এলিয়ট, অধ্যাপক ব্রুকম্যান্স, ই, টমাস্ এবং অধ্যাপক ডাউসন্ সাহেব বাঙ্গালার মুসলমান-শাসন সম্বন্ধে পুস্তক সকল রচনা করিয়াছেন। ডাক্তার হণ্টর, টয়ম্বি সাহেব, যুত ত্রিমুক্ত বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র এবং ওয়েষ্টম্যাক্ট সাহেব এতদেশের ইংরাজ-শাসন সম্বন্ধে অনেক গুলি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণীত হইল। মুসলমান-শাসনকালের বিবরণ ষ্টিওয়ার্টসাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হইল। যে সকল এডমিনিস্ট্রেশন্ রিপোর্ট সম্ভ্রুতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং “বাঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস” নামক ব্রুকম্যান্স সাহেবের রচিত চমৎকার প্রস্তাব অবলম্বনপূর্বক প্রথম অধ্যায়টি প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বাঙ্গালার ইতিহাসের স্কুল ২ বিষয় মাত্র সম্বিবেশিত হইল। স্বকুমারমতি বালকদিগের চিত্ত রঞ্জন করিবার নিমিত্ত ফেরিস্তা প্রভৃতি পারদীক গ্রন্থ হইতে অনেক গুলি সুন্দর ২ গল্প পুস্তক মধ্যে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এরূপ গল্প থাকিলে পুস্তক পাঠে বালকদিগের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়; ইতিহাসোক্ত ঘটনাবলী সম্যক্‌স্বদয়ঙ্গম হইবার এবং নানাবিধ নীতিগত উপদেশ পাইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

সূচী পত্র ।

অধ্যায় ১ম—বাক্সালার ভূগোল	পৃষ্ঠা ১
” ২য়—বাক্সালার হিন্দু-শাসন	৯
” ৩য়—বাক্সালার মুসলমান-শাসন ।	
১ পরিচ্ছেদ ।—দিল্লীর পাঠান সম্রাটদিগের অধীনস্থ লক্ষ্যোত্তীর্ণ শাসনকর্তাগণ	১৬
” ৪র্থ—ঐ	
২ পরিচ্ছেদ ।—বাক্সালার স্বাধীনরাজগণ	২৪
” ৫ম—ঐ	
৩ পরিচ্ছেদ ।—সের শাহের বংশ	৩২
” ৬ষ্ঠ—ঐ	
৪ পরিচ্ছেদ ।—দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনস্থ মোগল স্ববাদার- গণ	৪০
” ৭ম—ঐ	
৫ পরিচ্ছেদ ।—বাক্সালার নবাবগণ নামমাত্র দিল্লীর সম্রাটের অধীন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন	৭৪
” ৮ম—বাক্সালার ইংরাজ-শাসন ।	
১ পরিচ্ছেদ ।—পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) হইতে রেওলেট্‌স্‌ এক্ট (নিয়ামক বিধি) পর্য্যন্ত (১৭৭৪)	৮৭
” ৯ম—ঐ	
২ পরিচ্ছেদ ।—ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল- দিগের বাক্সালাশাসন	৯৭

No. 85.

Lahirpur Library.

বঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

বঙ্গালার ভূগোল।

[টিকা। এই অধ্যায় পাঠকালে বঙ্গালার নিম্ন প্রদেশের এক খানি মানচিত্র সম্মুখে রাখা আবশ্যিক।]

§ ১—বিস্তৃতি ও বিভাগ। § ২—নিজ বঙ্গালা। § ৩—বিহার। § ৪—উড়িষ্যা। § ৫—ছোটনাগপুর। § ৬—আসাম। § ৭—নদী-সংস্থান-প্রণালী। § ৮—পর্বত ও উপপর্বত। § ৯—সমতল প্রদেশ। § ১০—হ্রদ। § ১১—জল বায়ু। § ১২—উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ। § ১৩—শিল্পনির্মিত দ্রব্য সমূহ। § ১৪—ভিন্ন ২ জাতি ও ধর্ম।

§ ১। বিস্তৃতি ও বিভাগ। — ইংরাজেরা এক কালে প্রায় সমুদায় উত্তর ভারত-বর্ষকে বঙ্গালা বলিতেন। ইহার নাম প্রেসিডেন্সি অব ফোর্ট উইলিয়ম্ ইন্ বেঙ্গল্ ছিল। কিন্তু এক্ষণে বঙ্গালার লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন দেশকেই বঙ্গালা এবং কখন ২ বঙ্গালার নিম্ন প্রদেশও বলে। আসাম প্রদেশ পূর্বে বঙ্গালার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইহাকে বঙ্গালা হইতে পৃথক্ করিয়া এক জন চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীনে রাখা হইয়াছে। এই পরিবর্তন সংপ্রতি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এস্থলে আসামকে বঙ্গালার অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া গ্রহণ করিব।

নিজ বঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, এবং অন্যান্য কতকগুলি অধীনস্থ প্রদেশ বঙ্গালার অন্তর্গত এবং একজন লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর কর্তৃক শাসিত। আসাম ও তাহার অধীনস্থ কতকগুলি প্রদেশ একজন চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন। এই প্রদেশ-গুলি নিরক্ষান্তর ১৯° ১৮' উত্তর এবং ২৮° ১৫' উত্তর মধ্যে, এবং দ্রাঘিমান্তর ৮২° পূর্ব এবং ৯৭° পূর্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের পরিমাণ ফল ২৫০,০০০ বর্গমাইল, এবং লোক সংখ্যা ৬৭,০০০,০০০।

§ ২। নিজ বঙ্গালা। — পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয় হইতে বঙ্গোপ-সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বৃহৎ সমতল ভূমিকে নিজ বঙ্গালা বলে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বহল

শাখা প্রশাখায় এই দেশ শতধা খণ্ডিত হইয়াছে। এই দেশের যুক্তিকার অধিকাংশই উক্ত নদীসমূহ দ্বারা প্রবাহিত ও সংগৃহীত কর্দম হইতে সম্ভূত। এই দেশের প্রচলিত ভাষার নাম বাঙ্গালা, এবং উক্ত ভাষায় এই দেশকে বাঙ্গালা অথবা বঙ্গদেশ বলে। ইহার পরিমাণ ফল ৯৪,০০০ বর্গমাইল, এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০,০০০। ইহা ছয় বিভাগ অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত; প্রতি বিভাগের উপর এক ২ জন কমিসনর কর্তৃত্ব করেন। এই ছয় বিভাগের মধ্যে, মধ্য অংশে তিন পূর্বের দুই, ও পশ্চিমে এক বিভাগ।

মধ্য অংশের তিন বিভাগের মধ্যে সর্বদক্ষিণ বিভাগ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার নাম প্রেসিডেন্সি বিভাগ। পূর্বের কলিকাতায় একজন ইংরাজ প্রেসিডেন্ট থাকিতেন বলিয়া কলিকাতাকে প্রেসিডেন্সি বলে। কলিকাতা এই বিভাগের অন্তর্গত বলিয়াই ইহার উক্ত নাম হইয়াছে। গঙ্গার ভাগীরথী ও জলঙ্গী নামক শাখাদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে নদীয়া বা নবদ্বীপ নগর অবস্থিত। এই নবদ্বীপ পূর্বের এতদেশীয় হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী ছিল। ইহা প্রেসিডেন্সি বিভাগস্থ নদীয়া অথবা কুচনগর জেলার অন্তর্গত। এই জেলার আরও উত্তরে ভাগীরথীতীরে সুপ্রসিদ্ধ পলাশী (প্ল্যাসি) ক্ষেত্র। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের যে মহাযুদ্ধে ইংরাজেরা বাঙ্গালা দেশের অধীশ্বর হন সে যুদ্ধ এই ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমুদ্রোপকূলবর্তী অংশ জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পূর্বের ইহাকে ভাতী বলিত। ইহার আধুনিক নাম সন্দরবন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তরে রাজসাহী বিভাগ। ইহা বাঙ্গালার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পূর্ব নাম বরেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ এই বিভাগের অন্তর্গত। এই নগর এককালে মুসলমান নবাবদিগের রাজধানী ছিল। মালদহ জেলাও এই বিভাগের অন্তর্গত। এই জেলাতে হিন্দুরাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী গোঁড় বা লক্ষৌতীর (লক্ষণাবতী) ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসাহী বিভাগের উত্তরে কুচবিহার বিভাগ। এই বিভাগ হিমালয় পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। দার্জিলিং এই বিভাগের অন্তর্গত। উচ্চপর্বতের উপর অবস্থিত বলিয়া দার্জিলিংয়ের জলবায়ু অত্যন্ত শীতল।

বাঙ্গালার পূর্ব বিভাগবৃন্দের নাম ঢাকা ও চট্টগ্রাম। ঢাকা বিভাগের অন্তঃপাতী নারায়ণ গঞ্জের নিকট পূর্ব বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী সুরগরামের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানেরা ঢাকা নগরকে জাহাঙ্গীর নগর এবং চট্টগ্রাম নগরকে ইসলামাবাদ বলিত।

বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগের প্রধান নগরের নাম বর্ধমান। এইজন্য এই বিভাগকে বর্ধমান বিভাগ বলে। উক্ত নগরের নামে এই বিভাগের এক প্রধান জেলার নামকরণ হইয়াছে। অতি পূর্বকালে হিন্দুরা ইহাকে রাত্তদেশ বলিত। এই রাত্তদেশের পূর্বসীমা ভাগীরথী বা হুগলী নদী। এই বিভাগস্থ পাঁচটি জেলার

মধ্যে একটির নাম হুগলী। পশ্চিম বাঙ্গালার পূর্বতন রাজধানী সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ এই জেলার অন্তর্গত ও বর্তমান হুগলী নগরের অদূরে অবস্থিত।

§ ৩। বিহার।— বিহারের পরিমাণ ফল ৪২,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ২০,০০০,০০০। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তী গঙ্গানদীর উভয় তীরস্থিত সমতল ভূমিকে বিহার প্রদেশ বলে। বিহার দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ ভাগলপুর অথবা পূর্ব বিহার এবং পাটনা অথবা পশ্চিম বিহার। এই প্রদেশে হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলিত। বিহার প্রদেশ এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্থল ছিল। সংস্কৃত ভাষায় বিহার শব্দের অর্থ মঠ। এই প্রদেশে অনেক বৌদ্ধ মঠ ছিল বলিয়া ইহার নাম বিহার হইয়াছে।

ভাগলপুর বিভাগ বা পূর্ব বিহারের একটা প্রদেশের নাম সাঁওতাল পরগণা। সাঁওতাল নামক আদিমজাতির বহুসংখ্যক লোক এস্থলে বাস করে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। এই প্রদেশের অন্তর্গত রাজমহলের পাঁচাড়ে পাঁচাড়িয়া নামক আর এক আদিম জাতি বাস করে। বাঙ্গালাদেশে মোগলদের রাজত্ব সময়ে রাজমহল অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। [৫ অধ্যায়, § ৪, এবং ৬ অধ্যায়, § ৪ দেখ]। আকবর বাদশাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ এই নগর নির্মাণ করেন। আকবর বাদশাহের সম্মানার্থে পরে এই নগরের নাম আকবর নগর হয়। এই স্থলে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ রাজা আকবরের সৈন্য কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হন। রাজমহলের উত্তর-পশ্চিমে যে স্থলে রাজমহল-পাঁচাড় গঙ্গার তীরস্থ হইয়াছে, সেইখানে তেলিয়াগড়ী নামক প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল। ইহাকে লোকে বাঙ্গালার দ্বার স্বরূপ জ্ঞান করিত। [৫ অধ্যায়, § ৪; ৬ অধ্যায়, § ১০ দেখ]।

পাটনা বিভাগ বা পশ্চিম বিহারের তিনটা প্রধান জেলার নাম পাটনা, ত্রিহুত ও সাহাবাদ। পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র (গ্রীকভাষায় ইহাকে পালিবোথ্রা বলে)। ইহা প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী ছিল। বকুশর্ নামক স্থান সাহাবাদের অন্তর্গত। এই স্থানে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে যে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরাজদের সেনাপতি সার্ হেস্টার্স মনরো মিরকাসিম ও অযোধ্যার উজীরকে পরাভূত করেন। চৌসা, সাসেরাম এবং রোহতাস্ নামক তিনটা প্রসিদ্ধ স্থানও এই জেলার অন্তর্গত। পরে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যাইবেক। ত্রিহুত জেলার প্রাচীন নাম কৌশল দেশ। পৃথিবীর মধ্যে ত্রিহুতের ন্যায় জনপূর্ণ স্থান অতি অর্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

§ ৪। উড়িষ্যা।— উড়িষ্যার পরিমাণ ফল ২৪,০০০ বর্গ মাইল; অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪,৫০০,০০০। ইহা একটা কর্দমময় সুদীর্ঘ অথচ সংকীর্ণ সমতল ভূমিখণ্ড। ইহার মধ্য দিয়া মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। মহানদী ও গঙ্গার মধ্যে অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র নদীও আছে। উড়িষ্যার অভ্যন্তরে একটা জঙ্গল ও পাঁচাড়-

পূর্ণ প্রদেশ আছে। উড়িষ্যা বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে পূর্বত, পূর্বে বঙ্গোপসাগর। উড়িয়া ভাষা ইহার প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। কিন্তু পার্বত্য প্রদেশে খন্দপ্রভৃতি অনেক গুলি আদিম জাতি বাস করে; তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে। হিন্দুশাসনকালে উড়িষ্যার নাম উদ্র বা উৎকল ছিল।

দক্ষিণ উড়িষ্যাকে পুরী জেলা বলে। পুরী জগন্নাথদেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এখানে রথযাত্রার উপলক্ষে সহস্র ২ যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে। মধ্য-উড়িষ্যার নাম কটক। যাজপুর ও মহানদীর দক্ষিণ তীরবর্তী কটক বনারস নগর ইহার অন্তর্গত। উক্ত নগরদ্বয় অনেক সময়ে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। পূর্ব-উড়িষ্যা বা বালেশ্বর জেলার মধ্য দিয়া সুবর্ণরেখা ও বৈতরণী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই দুইটী নদী ছোটনাগপুর হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যার মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

§ ৫। ছোটনাগপুর।—নিজ বাঙ্গালা ও বিহারের পশ্চিমে এবং মধ্য-প্রদেশের পূর্বে যে পার্বত্য প্রদেশ আছে তাহার বর্তমান নাম ছোটনাগপুর বা হাজারিবাগ। ইহার প্রাচীন নাম ঝাড়খণ্ড। রাঁচির নিকট ছুটিয়া নামে একটা নগর আছে; ইহা হইতেই সমুদায় প্রদেশটির নাম ছুটিয়ানাগপুর (ছোটনাগপুর) হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিমজাতি। এই কোলেরা আবার ওরাও এবং মণ্ডা নামক দুই জাতিতে বিভক্ত। ছোটনাগপুর হইতে যে সকল নদী উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উত্তর ও পূর্ব বাহিনী হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে; কতক গুলি আবার দক্ষিণবাহিনী হইয়া উড়িষ্যা দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে; আরও কতক গুলি ঐ মত দক্ষিণবাহিনী হইয়া মহানদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের পরিমাণ কল ৪৪,০০০ বর্গমাইল, এবং ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। এই প্রদেশের অন্তর্গত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। ইহার রাজারা গবর্ণমেন্টকে কর দিয়া থাকেন। রাজ্যের প্রায় সকল কার্যই ইহার স্বয়ং সম্পাদন করিয়া থাকেন, কেবল কোন গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলেই তাহার বিচারভার তৎপ্রদেশীয় কমিশনার সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে করদ-সহল বলে। উড়িষ্যার এলাকাঁয়ও এইরূপ অনেক গুলি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে।

§ ৬। আসাম।—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী স্বদীর্ঘ ভূমিখণ্ড ও তাহার নিকটস্থ অনেক গুলি পর্বতময় স্থান লইয়া যে প্রদেশ হইয়াছে তাহার নাম আসাম। ইহার পরিমাণ কল ৪৩,০০০ বর্গমাইল, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ২,২৫০,০০০। পশ্চিম আসাম ও তাহার নিকটস্থ বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব ভাগের কিয়দংশকে পূর্বে কামরূপ বলিত। এই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা আসামী। বাঙ্গালা ভাষার সহিত আসামী ভাষার অনেক সাদৃশ্য

আছে। কিন্তু তত্ত্ব পার্বত্য জাতিদের স্বতন্ত্র ২ ভাষা আছে। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কুলের নাম উত্তরকোল, ও দক্ষিণ কুলের নাম দক্ষিণকোল।

আহোম নামক কোন আদিম জাতি উত্তর আসামে সাড়ে চারি শতবৎসর কাল আধিপত্য করে। এই আহোম জাতি হইতেই আসাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও এই প্রদেশে আহোম জাতির অনেক লোক বাস করে। ইহাদের ধর্ম এবং আচার ব্যবহার সাধারণ হিন্দুদিগের মত, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে বিলং নামে তাহাদের নিজের এক পুরোহিতবংশ আছে।

§ ৭। নদী-সংস্থান-প্রণালী।—বাঙ্গলাদেশের নদী-সংস্থান-প্রণালী হইতে বিস্তর উপকার সংসাধিত হয়; কেন না নদী সকল এই দেশে সচরাচর পথের কাজ করে। দেশের সর্বত্র বাহিনী নদী সকল দিয়া নৌকাযোগে অধিকাংশ আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কার্য নিরূহ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা প্রদেশের প্রধান নদীগুলির নাম :—

(ক)। গঙ্গা। এই নদী উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ হইতে গাজিপুুরের নিকট বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করে। ইহার পর কিছু দূর আসিয়া বামে বা উত্তরদিকে যোগরা, তদনন্তর দক্ষিণে শোণ এবং তাহার পর আবার উত্তরে (পাটনার অপরপারে হাজিপুরের নিকট) গণ্ডক আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হয়। ইহার এক একটা বৃহৎ নদী। গঙ্গা এই অংশে প্রায় বরাবর পূর্ববাহিনী। ভাগলপুরের নীচে কুশী নামক উপনদী আসিয়া ইহাতে পতিত হয়। তৎপরে ইহা রাজমহল-পাহাড়ের কোণ পরিবেষ্টন করিয়া দক্ষিণবাহিনী হয়, এবং এইরূপে কিছু দূর গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক ভাগ দক্ষিণ-পূর্বদিকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত গিয়াছে; ইহার নাম অদ্যাবধি গঙ্গা আছে। এবং অপরটা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে হুগলী ও কলিকাতার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার প্রথমভাগের নাম ভাগীরথী, শেষভাগের নাম হুগলী।

(খ)। হিমালয়ের উত্তর ও পূর্ব ক্রম-নিম্ন ভাগ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ২ নদী উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের একত্র যোগে ব্রহ্মপুত্র নদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নদ উত্তর-পূর্বকোণ দিয়া আসামে প্রবেশ করে এবং বরাবর আসাম উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। পরে গারোপর্বতের পার্শ্বদ্বারা ঠিক দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। এই দুই একত্র সম্মিলিত নদী বহু মুখে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

[টিকা।—কোন নদীর ভিন্ন ২ মুখের অন্তর্কর্তী দেশকে বদ্বীপ বলে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা যে বদ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অতি বৃহৎ; প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমুদায়, এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কিয়দংশ এই বদ্বীপের অন্তর্গত।]

(গ)। উড়িষ্যা প্রদেশে মহানদীই প্রধান নদী। ইহা মধ্য-প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এবং উড়িষ্যার ভিতর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে

প্রবেশ করিয়াছে। উড়িষ্যার নিম্ন প্রদেশের অধিকাংশ ভাগ এই রহৎ নদীর বদ্বীপের অন্তর্গত। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৫২০ মাইল। ইহার মধ্যে ৪৬০ মাইল নৌকা দ্বারা গমনাগমন করা যায়। কটকের নিকট ইহার প্রস্থ প্রায় দুই মাইল।

(ঘ)। বাঙ্গালার অন্যান্য নদীগুলি তত উপকারে আইসে না। সুরমা নামক নদী ক্রীষ্ণের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী দিয়া কাছাড়ে যাওয়া যায়। ইহা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দুইয়ের একত্র সংযোগে মেঘনা নদী উৎপন্ন হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে ফেনী ও কর্ণফুলী নামে দুইটা নদী আছে। ফেনী নদী চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা হইতে পৃথক্ করে। চট্টগ্রাম নগর কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত।

বর্তমান বিভাগের প্রধান নদী সমূহ। (১) দামোদর বর্ধমানের, (২) রূপনারায়ণ বাঁকুড়ার, (৩) কসই মেদিনীপুরের, ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কলিকাতা ও সাগর দ্বীপের মধ্যে লুগলীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার একত্র মিলিত হইয়া সাগর-দ্বীপের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে।

মহানদী ব্যতীত উড়িষ্যাতে আরও দুইটা নদী আছে। তাহার একটার নাম বৈতরণী। বৈতরণী পরেন্ট পাল্‌মায়রা নামক একটা ক্ষুদ্র অন্তরীপের নিকট বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। অপরটির নাম সুরগেরখা। এই নদীটা জলেশ্বরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই উত্তর নদীই ছোটনাগপুর হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যার ভিতর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

§ ৮। পর্বত ও উপপর্বত। — পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী হিমালয়ের অতি অল্প অংশই নিম্ন বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে আছে। এই পর্বতশ্রেণীর শিখর-গুলির উচ্চতা সর্বত্র সমান নহে। দক্ষিণে দার্জিলিং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭,০০০ ফিট, এবং উত্তর-পশ্চিমে কচিগুঙ্গা ২৮,০০০ ফিট উচ্চ। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের নাম এভারেস্ট। ইহা নেপাল দেশে স্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯,০০০ ফিট উচ্চ।

রাজমহলের পাহাড়সকল পূর্ব-বিস্ফার প্রদেশে বিরাজমান। পর্বতময় মধ্য-ভারতবর্ষ প্রদেশ হইতে রাজমহলের পাহাড় পূর্বাভিমুখে প্রসৃত হইয়াছে। সমুদায় ছোটনাগপুর প্রদেশ পর্বতময় এবং ইহার অধিকাংশই উচ্চ সমতল ভূমি। রাজমহলের পাহাড় এবং এই সমতল ভূমির মধ্যে অনেকগুলি পৃথক্ ২ বিস্তীর্ণ পর্বত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সমতল প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠে নাই। ইহাদের মধ্যে জৈনদিগের তীর্থস্থান পরেশনাথ সর্বোচ্চ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪,৫০০ ফিট উচ্চ।

উড়িষ্যার অভ্যন্তর প্রদেশ পর্বতময় এবং প্রান্তর ও জঙ্গলে সমারত। অত্রতা উপপর্বত সমূহের মধ্যে কেওজুর ও তালচীর পাহাড় সর্বাপেক্ষা উচ্চ।

আসাম ও পূর্ববাঙ্গালার অনেকগুলি উপপর্বতশ্রেণী আছে। ইহার আসামের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে চট্টগ্রাম বিভাগের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থল বিশেষে ইহাদের ভিন্ন ২ নাম আছে। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে যে সকল উপপর্বত আছে তাহার তত্রতা অধিবাসী জাতিদিগের নামে আখ্যাত। ইহাদের নাম অকা, দুফলা, মীরী ও মিশমি পাহাড়। ইহার সকলেই হিমালয়পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণেও অনেকগুলি উপপর্বত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-পূর্ব কোণের প্রান্তভাগে আবর ও সিংফু নামক দুই পাহাড় আছে। তাহার পর আসাম উপত্যকার দক্ষিণদিকে নাগা পাহাড়। মণিপুর, কাছাড় এবং ত্রিপুরার উপপর্বত সকল নাগা পাহাড়কে চট্টগ্রামস্থ পার্বত্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। আর গারো, খামিয়া ও জৈন্তিয়া উপপর্বতশ্রেণী ব্রহ্মপুত্রের বাঁক পর্যন্ত হিমালয় পর্বতের সমান্তরাল হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

§ ৯। সমতলভূমি। — বাঙ্গালা ও বিহারের অধিকাংশই অবিচ্ছিন্ন সমতল ভূমি। এই সকল প্রদেশে মধ্যে ২ জলপ্রাবন হয় এবং তদ্বারা ভূমির উপর যে কাল পলি পড়ে তাহাতে মৃত্তিকা সাতিশয় উর্বরা হয়। কোন ২ অংশ অপেক্ষাকৃত সমধিক উর্বর। ঢাকা বিভাগের মৃত্তিকা এতাদৃশ উর্বরা যে ইহাকে বাঙ্গালার শস্যাগার বলা যায়।

এই সমতল ভূমির পূর্বাংশের মৃত্তিকা পলিল এবং বায়ু সজল। পশ্চিমাংশের মৃত্তিকা অনেকাংশে উচ্চ সমতলভূমি ছোটনাগপুরের সদৃশ। ইহার মৃত্তিকাতে গ্রানাইট নামক প্রস্তর এবং মধ্যে ২ পাথরিয়া কয়লা দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকার বায়ু অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ শুষ্ক। আসাম উপত্যকা প্রায় সম্পূর্ণ সমতল। এই সমতলের উপর স্থানে স্থানে ২০০ হইতে ৭০০ ফিট উচ্চ ক্ষুদ্র ২ শুণ্ডাকার উপপর্বতপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি নদী এই সমতলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার মৃত্তিকাতে অনেক খনিজ দ্রব্য বহুলপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার জলবায়ু চা জমাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

§ ১০। হ্রদ। — উড়িষ্যার দক্ষিণসীমান্তবর্তী সমুদ্রতীরসমীপে চিলকা নামে এক লবণায়ু হ্রদ আছে। মহানদীর কতকগুলি শাখা এই হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার নানা স্থানে অনেকগুলি স্বল্প গভীর হ্রদ আছে। ইহাদিগকে ঝিল বলে। এই সকল ঝিলের জল প্রায়ই ঈষৎলবণাক্ত।

§ ১১। জল বায়ু। — বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ স্থলের জল বায়ু উষ্ণ ও সজল। পার্বত্য প্রদেশে, বিশেষতঃ কাছাড় এবং আসামের উচ্চভূমিভাগে, প্রতি বৎসর ভয়ানক রুষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে হাজারিবাগের জল বায়ু বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সমধিক শীতল হয়। হিমালয় পর্বতের (যেমন দার্জিলিংয়ের) জলবায়ু বারমাসই

শীতল। সচরাচর ফেব্রুয়ারি হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম-মৌসুম নামক বায়ু বহিতে থাকে। এই বায়ু সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ কিম্বা দক্ষিণ-পশ্চিমদিক্ হইতে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। অপর কয়েক মাস উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমদিক্ হইতে বঙ্গোপসাগরাভিমুখে শীত-মৌসুম নামক বায়ু বহিয়া থাকে। কখন ২ গ্রীষ্ম-মৌসুমের সময়, বিশেষতঃ উষ্ণার প্রারম্ভে এবং শেষে, সাইক্লোন নামক তরানক ঝড় উপস্থিত হয়। এই ঝড় চক্রাকারে বহিতে থাকে বলিয়া ইহাকে ইংরাজিতে সাইক্লোন অর্থাৎ চক্রবাত্যা বলে। গ্রীষ্মকালে অন্যান্য প্রকার তরানক ঝড়ও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহারা সাইক্লোনের ন্যায় হানিজনক নহে। এই সকল ঝড় নরওয়েষ্ট অর্থাৎ বায়ুকোণ হইতে বহে বলিয়া ইংরাজেরা ইহাদিগকে “নরওয়েষ্টার” বলেন।

§ ১২। উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ। — তণ্ডুলই নিম্ন বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য শস্য। ইহা উড়িয়া এবং পূর্ব ও মধ্য বাঙ্গালায় অপরিপূর্ণ পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ধান্যের দুই প্রধান ফসল হয়, আশু এবং আমন। আশু ধান্য জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে এবং আমন ধান্য ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সংগৃহীত হয়।

বিহারেও তণ্ডুল প্রধান খাদ্য শস্য। কিন্তু তথায় গম, যব, মটর, ভুট্টা প্রভৃতি অন্যান্য প্রকার শস্য উৎপাদিত ও ভক্ষিত হয়। ছোটনাগপুরের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা মাড়ওয়া ও ভুট্টা প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়াই প্রায় জীবনধারণ করে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। পাট :— ইহা পূর্ব-বাঙ্গালায় অধিক পরিমাণে জন্মে এবং প্রধানতঃ দেশান্তরে রপ্তানি হয়। নারিকেল, স্থপারি, কলা এবং অন্যান্য ফল ও তরকারি, বাঁশ, খড় এবং উলু এই সকল দ্রব্য প্রধানতঃ দেশ মধ্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। গাঁজা, সর্বপ প্রভৃতি তৈলোৎপাদকবীজ, ইক্ষু এবং খেজুরে গুড়ের চিনি দেশের অনেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আসাম, কাছাড় ও সিকিমে এবং কিয়ৎপরিমাণে চট্টগ্রামে চায়ের আবাদ হইয়া থাকে। আসামে কিয়ৎপরিমাণে তুলাও জন্মে। ছোটনাগপুর এবং মধ্যবর্তী জেলা সকল হইতে রেসম ও লাক্ষা রপ্তানি হয়। বিহার প্রদেশে গঙ্গার উত্তরে নীলের যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। অধিকেষণ বিহারপ্রদেশে অধিক পরিমাণে জন্মে। ইহা গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া বাণিজ্য দ্রব্য।

§ ১৩। শিল্পনির্মিত দ্রব্যসমূহ। — প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, বর্ধমান, ও ঢাকা বিভাগে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বিহারে নীল, পশ্চিম বিহারে অধিকেষণ, রাজসাহী ও বর্ধমানে রেসম, প্রেসিডেন্সি বিভাগে চিনি, ও উড়িয়ায় লবণ প্রস্তুত হয়।

§ ১৪। ভিন্ন ২ জাতি ও ধর্ম। — বাঙ্গালাদেশে যত প্রকার জাতি বাস করে ভারত-বর্ষে আর কুত্রাপি এত নাই। অধিবাসীদিগের অধিকাংশই আৰ্য্যবংশীয়; কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত আদিমজাতীয় অনেক লোক মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণের নীচে কায়স্থ সর্ব প্রধান জাতি। ইহাদের সংখ্যাও সর্বাপেক্ষা অধিক। মুসলমানদিগের সংখ্যা দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্গালায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বতন বঙ্গবিজয়ী আফগানদিগের বংশ হইতে সমুদ্ভূত [২ অধ্যায়, দেখ;] অতি অল্প ভাগই মোগল। আবার ইতর হিন্দু, আরাকানীয় এবং আদিম জাতিরও বহুসংখ্যকলোক স্বধর্ম পরিভ্রাণপূর্বক মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে শ্রমতলপ্রদেশস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অধিকাংশই আদিমজাতীয়; কিন্তু আদিমজাতিদিগকে আসাম, পূর্ব-বাঙ্গালা, ছোটনাগপুর, উড়িয়া ও পূর্ব-বিহার এই সকল পার্বত্য প্রদেশেই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা লৌহিতিক, কোলরিয়ান্ ও ডাবিড়িয়ান্ নামক তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত। আসাম ও সিকিম অঞ্চলস্থ আদিমজাতিদিগের অধিকাংশই, অর্থাৎ মিশ্মি, হুফলা, গারো, নাগা, কাছারী, জৈন্তীয়, লুসাই, কুকী এবং লেপ্চা জাতি, লৌহিতিক বিভাগের অন্তর্গত। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির কোলরিয়ান্ বিভাগের, এবং উড়িয়ার খন্দ ও রাজমহলের পাছাড়িয়ারা ডাবিড়িয়ান্ বিভাগের অন্তর্গত।

বাঙ্গালার অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে ৩১ই কোটি হিন্দু, ২১ কোটি মুসলমান, এবং ১৪ কোটি আদিম জঙ্গল জাতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালায় হিন্দু-শাসন।

§ ১—আর্য্যদিগের আক্রমণ। § ২—পূর্বতন ইতিহাসের ঔপন্যাসিক ভাব। § ৩—ভারতবর্ষের রাজাধিরাজগণ। § ৪—বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম। § ৫—বাঙ্গালার প্রাচীন রাজবংশ সকল। § ৬—পালবংশ। § ৭—সেনবংশ এবং রাজা আদিশুর। § ৮—রাজা বল্লাল সেন। § ৯—বাঙ্গালার শেষ রাজগণ। § ১০—বাঙ্গালার হিন্দু ক্ষমতার নষ্টাবশেষ। § ১১—আসামের পূর্বতন ইতিহাস। § ১২—উড়িয়ার পূর্বতন ইতিহাস।

§ ১। আর্য্যদিগের আক্রমণ। — ইহা অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে বহু শতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালা দেশ কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি পুর্বোল্লিখিত আদিম-অসভ্যজাতি-দিগের আবাসভূমি ছিল। অবশেষে ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী হিন্দুরা পঞ্জাব এবং উচ্চ-ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশ জয় করিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। ইহারা আদিম অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া কিয়দংশ লোককে পাছাড় ও জঙ্গলে তাড়িত করেন, এবং কিয়দংশকে আপনাদের দাস করিয়া রাখেন। এই হিন্দুদিগের পুরোহিতদিগকে ব্রাহ্মণ বলিত বলিয়া ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী হিন্দু বলা হইয়াছে।

ইহারা মধ্য-আসিয়া-নিবাসী প্রবলপরাক্রান্ত আৰ্য্যজাতির শাখা মাত্র। আৰ্য্যজাতির এই বিভাগ বর্তমান উচ্চবর্ণ হিন্দুদিগের পূর্বপুরুষ। এই জাতির অন্যান্য বিভাগ মধ্য-আসিয়া হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া ইউরোপে প্রবেশ করে। ইহারা ইংরাজ, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি অধিকাংশ ইউরোপীয়জাতির পূর্বপুরুষ।

কোনু সময়ে আৰ্য্যগণ এই দেশ আক্রমণ করেন তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, যে ইহার পর বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত (ফলতঃ ১২০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগের বাঙ্গালা জয় পর্য্যন্ত) বাঙ্গালা আৰ্য্যবংশীয় হিন্দুরাজগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল।

§ ২। পূর্বতন ইতিহাসের ঔপন্যাসিক ভাব। — বাঙ্গালা যে সময়ে দেশীয় হিন্দুরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, সেই সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষিত হয় নাই। পুরাণে যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, অথবা যে সকল বিষয় পুরস্ক-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই কবির কল্পনা বা উপন্যাস মাত্র। এই দেশের নানা স্থানে প্রাচীনকালের অনেক প্রস্তরখণ্ড ও ধাতুনির্মিত ফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ইহাদিগের খোদিতলিপি সকল (ইহাদিগকে আজও পর্য্যন্ত স্পষ্ট পড়া যায়) পাঠ করিয়া তৎকালের প্রকৃত ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু, ইতিহাসরচনাপ্রিয় মুসলমানেরা বাঙ্গালা অধিকার করিবার কিছুকাল পরে পুরাতত্ত্বসম্বন্ধে যে সকল বিষয় তদানীন্তন লোকদিগের স্বরণ ছিল তাহা লিপিবদ্ধ করেন। এই রূপ বিবিধ উপায়ে আমরা সেই পুরাকালের ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়াছি।

§ ৩। ভারতবর্ষের রাজাধিরাজগণ। — ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজ্য সংস্থাপনের বহুকাল পূর্বে এই দেশ অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য ও উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃহৎ ও প্রতাপশালী এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ও হীনবীৰ্য্য। কিন্তু ইহারা প্রায় সকলেই স্বাধীন ছিল। মধ্যে মধ্যে কোন কোন রাজা অন্যতম রাজগণকে পরাজয় করিয়া আপনারা মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিতেন।

কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে বাঙ্গালার পূর্বতন রাজ্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত একজনও মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার নাম দেবপাল। জনন সময়ে বাঙ্গালার রাজারা যে মধ্যে ২ উক্ত উপাধিধারী রাজ্যদিগের অধীন হইয়াছিলেন তাহা সম্ভব। প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্বে এবং তাহার পর বহু শতাব্দীপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা প্রতাপশালী মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিহারের অন্তর্গত পাটলীপুত্র (বর্তমান পাটনা নগর) ইহার রাজধানী ছিল। গ্রীকেরা ইহাকে পলিবোথ্রা বলিতেন।

§ ৪। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম। — মগধের সম্রাটগণ ও তাঁহাদের অধিকাংশ প্রজাবর্গ ব্রাহ্মণদিগের কল্পিত হিন্দুধর্ম পরিভ্যাগপূর্বক বৌদ্ধ নামক নূতন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ অশোক রাজা মগধের প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট (পূ. খৃষ্টাব্দ ২৬৩—২২৩)। অশোকের আজ্ঞাহুসারে প্রস্তরখণ্ডে খোদিত শাসনপত্র সকল উড়িষ্যার ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক দেশে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই নূতন ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। তাহার পর দেশীয় রাজগণ ও তাঁহাদের প্রজারা ক্রমে ২ আদি ধর্মের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া তাহাই পুনর্গ্রহণ করিলেন। এই পরিবর্তিত ধর্মের নাম হিন্দু বা ব্রাহ্মণ ধর্ম। বর্তমান হিন্দুধর্মের সহিত ইহার কোন বিশেষ প্রভেদ নাই।

§ ৫। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজবংশ সকল। — বাঙ্গালা দেশের পূর্বতন রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে মগধের মৌর্য্যবংশ-সম্ভূত অধিরাজদিগের অধীন ছিলেন তাহা সম্ভব। মৌর্য্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে অশোক সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তদনন্তর অন্যান্য রাজারা ঐ মগধের অন্ধ বংশীয় নরপতিগণের অধীন হন। তাহারও পরে আর কতকগুলি রাজা সম্ভবতঃ কাশ্মীরাদিধিপতি এবং তৎপরে কান্যকুব্জাদিধিপতিগণের অধীন ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্বতন রাজাদিগের সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই জানি না।

§ ৬। পালবংশ। — অবশেষে ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভূপাল নামক এক জন সম্ভরিত্র ও পরাক্রমশালী রাজা বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুপ্রজাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পর পালবংশীয় ১১ জন বৌদ্ধরাজা একাদিক্রমে এই দেশে রাজত্ব করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজার নাম দেবপাল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে কোন ২ লোকের বিশ্বাস যে ইনি নিকটবর্তী রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক কাল পরে প্রায় ৯১৩ খৃষ্টাব্দের সময় মহীপাল নামক উক্ত বংশীয় এক জন রাজা জ্ঞানাসন দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি বৃহৎ পুস্তকখনি খনন করান। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি (যেমন দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি) আজও পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা সকলেই তাঁহার নামে আখ্যাত।

§ ৭। সেনবংশ এবং রাজা আদিশূর। — কি কারণে বাঙ্গালার পালবংশীয় রাজাদিগের আধিপত্য লোপ হইল তাহা জানা যায় নাই। বোধ হয় হিন্দুধর্মাবলম্বী রাজগণ বৌদ্ধ নরপতিদিগের উপর জয়লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদসাধনপূর্বক তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করেন। সে যাহা হউক, পালবংশের পর সেনবংশীয় রাজারা এই দেশে আধিপত্য লাভ করেন। ইহারা হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং কায়মনোচিত্তে

হিন্দুধর্মের পোষকতা করিতেন। ইহাদের মধ্যে একজন সুবিখ্যাত রাজার নাম আদিশূর। ইনি বোধ হয় সেনবংশের আদিপুরুষ। আদিশূর প্রায় ৯৬৪ খৃষ্টাব্দের সময় সিংহাসনাধিরোহণ করেন।

বহুশতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধশাসন প্রচলিত থাকিতে লোকে হিন্দুধর্মের অনেক মত ও অনুষ্ঠান বিস্মৃত হয়। ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিদলিত হয় নাই, সেই সকল প্রদেশে ইহাতে আদিশূর কয়েকজন প্রাজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে সক্ষম করিলেন। অযোধ্যার প্রান্তবর্তী বর্তমান আত্রা বিভাগের অন্তর্গত কান্যকুব্জনগরেই কেবল ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব অক্ষত ছিল। তথায় হিন্দুধর্মীয়ান সকল বিলুপ্ত হয় নাই দেখিয়া আদিশূর তথায় ইহাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। ইহাদের নাম তট্টনারায়ণ, দক্ষ, ত্রিহর্ষ, ছান্দোড় এবং বেদগর্ত। ইহারা ই কুলীন ব্রাহ্মণদিগের পূর্বপুরুষ। ইহাদের সঙ্গে এক এক জন কায়স্থ পরিচারক আসিয়াছিল। তাহারা এই দেশের কুলীন কায়স্থ-দিগের পূর্বপুরুষ।

§ ৮। রাজা বল্লাল সেন। — আদিশূরের বংশসম্ভূত সেনরাজাদিগের মধ্যে বল্লাল সেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার পিতা বিজয় সেন একজন দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি কামরূপ বা পশ্চিম আসাম এবং উড়িষ্যার দক্ষিণ ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রায় ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের সময় বল্লাল সেন বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক এই সময়ে নরখানেরা ইংলণ্ড জয় করেন, এবং মামুদ গজনির জনৈক পুত্র পঞ্জাবে রাজত্ব করেন। বল্লাল অতিশয় জ্ঞানবান, বীর্যবান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজেও একজন স্থলেখক ছিলেন। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। লোকে সুবিজ্ঞ ও সুসাহস বল্লালকে অনেক গুলি সংস্কার ও অদ্ভুত কার্যের অমুঠাতা বলিয়া মনে করেন। ইহাদের মধ্যে যে কতক গুলি বল্লাল সেন কর্তৃক সংস্থাপিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু অপর গুলি বোধ হয় তিনি তৎকালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন বলিয়াই লোকে তাঁহার প্রতি আরোপিত করিয়া থাকে। তিনি যে সকল কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা মর্ত্যলোকের পক্ষে অসম্ভব; এই নিমিত্ত তিনি বিজয়সেনের পুত্র নহেন, ব্রহ্মপুত্রদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ঔরসজাত এইরূপ নানাবিধ গল্প লোকে রচনা করিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপত্ৰ নামক নগর তাঁহার প্রধান বাসস্থান ছিল। পরে তিনি মালদহ জেলাতে গৌড়ের নিকট আপন রাজধানী নির্মাণ করেন এবং নিজ পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামে এই রাজধানীর নাম লক্ষ্মণাবতী (লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশ) রাখেন।

আদিশূর যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে কান্যকুব্জ ইহাতে আনয়ন করেন তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করাই বল্লাল সেনের সর্বাপেক্ষা মহৎ কীর্তি। কাহার

কিরূপ মর্যাদা তাহা স্থির করিয়া বল্লাল কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন। বল্লালের সময়ে বাঙ্গালা দেশ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পশ্চিম খণ্ডের নাম রাঢ়; গঙ্গার বদ্বীপের নাম বাগড়ি; এবং এই বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলের নাম বঙ্গ; করতোয়া ও মহানন্দা নদীর মধ্যে এবং পদ্মার উত্তর যে খণ্ড তাহার নাম বরেন্দ্র; এবং মহানন্দার পশ্চিম দিকস্থ খণ্ডের নাম মিথিলা। এই পঞ্চ খণ্ডে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিত তাহার ১৩২ খণ্ডের নামানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। বর্তমান কমিসনারী বিভাগের সহিত এই সকল খণ্ডের অনেক ঐক্য দেখা যায় (১ অধ্যায় দেখ)। রাঢ়ের কিয়দংশের সহিত বর্তমান বিভাগের, বাগড়ির সহিত প্রেসিডেন্সি বিভাগের, বঙ্গের সহিত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের, বরেন্দ্রের সহিত রাজসাহী বিভাগের, এবং মিথিলার সহিত বিহার বিভাগের ঐক্য দেখা যায়।

§ ৯। বাঙ্গালার শেষ রাজগণ। — বল্লালের পর ১১০১ খৃষ্টাব্দের সময় তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গালার সিংহাসনারোহণ করেন। কতকগুলি খোদিতলিপি আরিষ্কৃত হওয়াতে আমরা অবগত হইয়াছি যে লক্ষ্মণ সেন কাশী, আলাহাবাদ এবং পুরীতে জয়সম্পন্ন সকল নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণাবতী নগর সুশোভিত করা ব্যতীত তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই জানি না।

১১২১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তদীয় ছই পুত্র মাধব সেন ও কেশব সেন ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। হিন্দুরা বলেন যে সুসেন বা সুর সেন বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা ইহাকে লাক্ষণিয়া (লাক্ষ্মণের) নাম দেন। ইনি ৮০ বৎসর কাল (১১২৩ খৃষ্টাব্দ ইহতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) রাজত্ব করেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা বলেন—“তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন এবং যখন দান করিতেন লক্ষ কড়ির নীচে কখনই দিতেন না। জগদীশ্বর নরকে তাঁহার দণ্ডের লাঘব করুন।”

লাক্ষ্মণের নবদ্বীপে বিলাসভোগে কালান্তিপাত করিতেন। মুসলমানেরা দিল্লী অধিকার এবং উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজাদিগকে জয় করিয়া এই সময়ে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিল। তিনি ব্রাহ্মবাহুয় তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে নিতান্ত অসমর্থ ছিলেন। যখন তাঁহার নিকটে এই সংবাদ আসিতে লাগিল যে বখতিয়ার খিলিজি অনেক মুসলমান সৈন্য লইয়া বিহার বশীভূত করিয়া বাঙ্গালার দিকে আসিতেছেন, তখন জ্যোতির্বেতা ও ব্রাহ্মগণ তাঁহার নিকট আসিয়া নিবেদন করিল “এই দেশে এই সময়ে যখন রাজ্য সংস্থাপিত হইবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে; অতএব মুসলমানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত প্রজাবর্গ ও ধনসম্পত্তি লইয়া পূর্বাঞ্চলের কোন দূর প্রদেশে আপনি স্থানান্তরিত হউন। বখতিয়ারের যেরূপ দীর্ঘবাহু তাহাতে তিনিই যে শাস্ত্রোক্ত যবনবীর তদ্বিষয়ে অণুমাত্র

সংশয় নাই।” কিন্তু লাক্ষ্মণের নবদ্বীপরাজত্বের পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। এইজন্য তাঁহার অমাত্যবর্গ এবং প্রধান ২ সন্তানব্যক্তির নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কেহ বঙ্গ দেশে কেহ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। পরবৎসর ঐ দীর্ঘবাছ মুসলমান যোদ্ধা নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া সহসা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। তখন লাক্ষ্মণের অতি কষ্টে অত্যাচারবিরহিত হইয়া উড়িষ্যায় জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন এবং সেই তীর্থস্থানে অচিরকাল মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

§ ১০। বাঙ্গালার হিন্দুক্ষমতার নষ্টাবশেষ। — লাক্ষ্মণের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। তাঁহার সঙ্গে ২ বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের বংশ উচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু তাঁহার অনেক জাতি কুটুম্ব ও তাঁহাদের অত্যাচারবর্গ পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অনেক কাল হিন্দু রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক একশত বৎসর শেষ না হইতে হইতেই মুসলমানেরা সমুদায় বঙ্গ, রাঢ় ও বাগড়ি প্রদেশ গুলি আপনাদের শাসনাধীন করিল।

§ ১১। আসামের পূর্বতন ইতিহাস। — বাঙ্গালার রাজ্য সকল আসাম অপেক্ষা অনেকাংশে সভ্য ছিল বটে, কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীরা আসামীদের ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। যদিও মধ্যে ২ কামরূপের আক্রমণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এবং যদিও ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ঐ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের কিয়দংশ অবশেষে মোগলেরা জয় করিয়া লন (১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিহট্ট বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হয়) তথাপি হিন্দুশাসনকালে এবং মুসলমানশাসনের প্রারম্ভে আসামবাসীরা পূর্ব-বাঙ্গালার পুনঃ পুনঃ উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হয় নাই।

অতি প্রাচীনকালে উচ্চ এবং নিম্ন আসাম ছুটীয়া নামক কোন জাতির শাসনাধীন ছিল। এই জাতির অনেক লোক অদ্যাবধি তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানেরা যে সময়ে বাঙ্গালা দেশ জয় করে, সেই সময়ে এই ছুটীয়া জাতি নিম্ন আসামে কোচ, ও উচ্চ আসামে আহোমজাতি কর্তৃক পরাভূত হয়। পরিশেষে আহোমেরাই সমুদায় দেশে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করে।

§ ১২। উড়িষ্যার পূর্বতন ইতিহাস। — বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্থাপকের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে অর্থাৎ অতি প্রাচীনকালেই উড়িষ্যাবাসীরা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। খৃষ্টের ৩০০ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যা মগধরাজ্যের বৌদ্ধরাজ অশোকের শাসনাধীন ছিল। অদ্যাবধি এ দেশে বৌদ্ধরাজাদিগের কীর্তিচিহ্নস্বরূপ অনেক খোদিত ও উৎকীর্ণলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪৭৩ খৃষ্টাব্দে যবনবংশীয় রাজগণ উড়িষ্যা হইতে বহিস্কৃত হন। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম এখানে অত্যন্ত প্রবল ছিল। যবনবংশীয় রাজারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে ইহার বিহার হইতে, অথবা

সমুদ্র পার হইয়া, উড়িষ্যায় আগমন করেন। যবনরাজাদিগের সময়ে উড়িষ্যার উপকূল হইতে অনেক লোক যবদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে।

৪৭৩ খৃষ্টাব্দে যথাতি কেশরী নামক হিন্দুধর্মাবলম্বী কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তি-কর্তৃক যবনরাজগণ অবশেষে উড়িষ্যা হইতে তাড়িত হন। এই সময় হইতে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম ত্রাস এবং হিন্দুধর্ম প্রচলিত হইতে লাগিল। সর্ব প্রথমে লোকে শিবোপাসনা আরম্ভ করিল। যে ভুবনেশ্বর বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় স্বরূপ ছিল তথায় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। আবার কিছুকাল পরে দেখিতে পাওয়া যায় পুরী বিষ্ণুদেবালয় হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ছয় শতাব্দীতে যাজপুরনামক স্থান উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। এই স্থান ক্রমে শৈবপুণ্ড্রোহিতদিগের প্রধান বাসস্থান হইয়া উঠিল। কেশরী বংশের ৪৩ জন রাজা ক্রমান্বয়ে উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন।

পরিশেষে ১১৩২ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় রাজারা রাজ্যভ্রষ্ট হন। যকর কেশরী নামক এই বংশীয় একজন রণবীর নরপতি ১০ শতাব্দীতে কটক নগর নির্মাণ করেন। তাঁহার সময় হইতে কটক উড়িষ্যার রাজধানী হইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চোরগঙ্গা নামক কোন বিক্রমশালী পুরুষ উড়িষ্যা আক্রমণ-পূর্বক কেশরী বংশীয় শেষ রাজাকে পরাভূত করিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর চোরগঙ্গা উড়িষ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের আদি পুরুষ। এই বংশীয় রাজারা ১১৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমানদিগের উড়িষ্যা জয়ের (১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ) কতিপয় বৎসর পূর্ব পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। এই সময়ে এই দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত হয়। লোকে বলিয়া থাকে যে শৈবোপাসনা উচ্ছেদ ও বৈষ্ণবধর্ম সংস্থাপনের মধ্যে এতদূর ব্যবধান প্রবর্তিত হয়, এবং ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে স্বর্গ্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন।

জগন্নাথদেবের রহং মন্দির (১১৭৫—১১৯৮ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গাবংশীয় চতুর্থ রাজা কর্তৃক নির্মিত হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে লাক্ষ্মণের ১২০৩ খৃষ্টাব্দে স্বরাজ্য পরিত্যাগ-পূর্বক এই দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ এবং এই তীর্থস্থানে মানবলীলা সংবরণ করেন।

গঙ্গাবংশীয় শেষ রাজার নাম প্রতাপচন্দ্র দেব। ইনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার শাসনকালে প্রসিদ্ধ ধর্ম-সংস্কারক নবদ্বীপের চৈতন্যদেব ধর্মের পবিত্র ভাব সমস্ত উড়িষ্যায় প্রচার করেন — এমন কি তথাকার রাজাকেও খ্রীষ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিল্লীর পাঠান সম্রাটদিগের অধীনস্থ লক্ষ্যোত্তীর্ণ শাসনকর্তাগণ।
১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

§ ১—মুসলমানশাসনকালীন বাঙ্গালার ইতিহাসের কাল-বিভক্তি। § ২—মুসলমানদিগের দিল্লীজয়। § ৩—বখতিয়ার খিলজি এবং মুসলমানদিগের বাঙ্গালা জয়। § ৪—বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গালার প্রথম মুসলমান রাজা। § ৫—বখতিয়ারের পর খিলজিবংশীয় রাজগণ। § ৬—তুঘল খাঁ এবং তুঘল খাঁ। § ৭—সুলতান মুযিহুদ্দীন তুঘল। § ৮—বুঘরা খাঁ ও বলবনীবংশীয় রাজগণ। § ৯—বলবনীবংশীয় বহাদুর সাহ। § ১০—মহম্মদ বিন্ তোগলকের অধীন বাঙ্গালার শাসনকর্তাগণ।

§ ১ মুসলমানশাসনকালীন বাঙ্গালার ইতিহাসের কাল-বিভক্তি। — মুসলমান-শাসনকালীন বাঙ্গালার ইতিহাসকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) দিল্লীর পাঠান সম্রাটগণকর্তৃক লক্ষ্যোত্তীর্ণ যে সকল শাসনকর্তা নিয়োজিত হন তাঁহাদের শাসন সময়। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাঙ্গালা জয় হইতে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় স্বাধীনতা সংস্থাপন পর্য্যন্ত।

(২) বাঙ্গালার স্বাধীন রাজাদিগের শাসনকাল। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

(৩) সের সাহ ও তাঁহার আফগান উত্তরাধিকারীদিগের শাসনকাল। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

(৪) দিল্লীর মোগলসম্রাটগণের স্ববাদারদিগের শাসনকাল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

(৫) নাম মাত্র দিল্লীর সম্রাটের অধীন কিন্তু বাস্তবিক স্বাধীন নবাবদিগের বাঙ্গালা শাসন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ পর্য্যন্ত।

এই অধ্যায়ে প্রথম কাল-বিভাগের ইতিবৃত্ত লিখিত হইল।

§ ২। মুসলমানদিগের দিল্লী জয়। — আফগানিস্থানের আফগান ও তুর্কীরা এবং আফগানিস্থানের সম্মিলিত মধ্য-আসিয়ার অন্যান্য দেশের লোকেরা অতি প্রাচীনকালে মুসলমানধর্ম অবলম্বন করে। তাহারা জয় ও স্বধর্ম বিস্তার মানসে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে গজনির সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ বারম্বার আক্রমণ করেন এবং জয়লাভ ও দেশ লুণ্ঠনে সর্বাপেক্ষা কৃতকার্য হন।

পরিশেষে সাহাবুদ্দীন বা মহম্মদ ঘোরী নামক একজন বিখ্যাত মুসলমান সেনানায়ক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে থানেখুরের যুদ্ধে দিল্লীর হিন্দু রাজা ও তাঁহার মিত্ররাজগণকে পরাভূত করেন। আফগানিস্থানের অন্তঃপাতি ঘোর নামক কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়া ইহার নাম মহম্মদ ঘোরী হইয়াছিল। মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর প্রথম মুসলমান সুলতান।

§ ৩। বখতিয়ার খিলজি এবং মুসলমানদিগের বাঙ্গালা জয়। — উত্তর-ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে মহম্মদ ঘোরী নিজে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রায়ই স্বদেশে (আফগানিস্থানে) বাস করিতেন। ভারতবর্ষের যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য সকল স্বীয় সেনাপতিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুতুবুদ্দীন নামক জনৈক সেনানী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা এবং রাজপুতানার কিয়দংশ সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। অবশেষে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর ইনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

যে সময়ে মহম্মদ ঘোরী আফগানিস্থানে বাস করিতেছিলেন এবং কুতুবুদ্দীন তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ দিল্লীতে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেছিলেন সেই সময়ে খিলিজিজাতীয় মহম্মদ বখতিয়ার নামক এক জন আফগানসেনানী অযোধ্যাস্থিত সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কতকগুলি অতুচ্চর সঙ্গে লইয়া তিনি মধ্যে ২ বিহার প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেন। বিহার প্রদেশ তখন পর্য্যন্তও মগধের হিন্দু রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত রাজারা বিহার নগরে বাস করিতেন। কিন্তু অশৌক প্রভৃতি মগধের পূর্ব সম্রাটগণ যে প্রকার সাহসী ও প্রতাপশালী ছিলেন, ইহারা তেমন ছিলেন না। বখতিয়ার খিলজি এইরূপে দেশ লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই অর্থ দ্বারা তিনি স্বীয় অতুচ্চরবর্গের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বিহার নগর ও তত্রত্য ভূগর্ভ অধিকার করিলেন। বিহার তৎকালে হিন্দু বিদ্যার আলোচনার প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই স্থান লুণ্ঠন করিয়া তিনি যে প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সমুদায়ই দিল্লীর রাজ-প্রতিনিধি কুতুবুদ্দীনকে পাঠাইয়া দিলেন। এই জন্য কুতুবের নিকট তিনি বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে অন্যান্য পার্শ্বদৃষ্টিতে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

এই ঈর্ষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন লিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে। ছুরভিসন্ধি পারিষদেরা এই প্রস্তাব করিল যে, যে সকল মত্তহস্তী রাজাদিগের আমোদের জন্য ব্যাস্র ও অন্যান্য হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদের একটি হস্তীর সহিত বখতিয়ার নিরস্ত্র হইয়া একাকী কুতুবের সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া আপনার বল ও কৌশলের পরিচয় দিবেন।

কিন্তু যখন সকলে দেখিলেন যে বখতিয়ার অবিচলিত ভাবে বন্ধপারিকর হইয়া একটি ক্রোধাক্ত হস্তীর সম্মুখীন হইলেন এবং তাহার শুণ্ডে এরূপ কঠোর কুচারাঘাত করিলেন যে সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলায়নপর হইল, আর তিনি জয়োল্লাসিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, তখন সকলেরই বিস্ময় উপস্থিত হইল।

এই অদ্ভুত ব্যাপারের পর বখতিয়ার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রত্যাভাজন এবং রাজ-প্রতিনিধির অমুগ্রহভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্বোপায় বিহারে প্রত্যাবর্তন করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ হিন্দু রাজ্য সকল জয় করিতে অমুমতি প্রাপ্ত হইলেন। বিহারে আপনার অধিকার দৃঢ়বদ্ধ করিয়া বখতিয়ার বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে সংকল্প করিলেন। বাঙ্গালার রাজা লাক্ষ্মণেশ্বরের বার্ক্য ও হীনবীর্য্যতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি স্বীয় সংকল্পসাধনে অধিকতর প্রোৎসাহিত হইলেন। বিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি নদীয়ার দিকে এরূপ বেগে ও প্রচ্ছন্নভাবে আসিতে লাগিলেন যে কেহই তাঁহার আগমন বার্তা অবগত হইল না। নদীয়ার নিকটবর্তী কোন জঙ্গলে স্বীয় সৈন্যগণকে লুক্কাইয়া রাখিয়া তিনি কেবল ১৭ জন মাত্র অমুচর সমভিব্যাহারে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্য এক রাজার দূত বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিতে অমুমতি প্রাপ্ত হইলেন। রাজভবনে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তিনি ও তাঁহার অমুচর বর্গ সহসা তরবারি নিক্ষেপিত করিয়া লাক্ষ্মণেশ্বরের অমুচরদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। লাক্ষ্মণেশ্বরের সেনা পলায়ন করিলেন। তদনন্তর বখতিয়ারের সমুদায় সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি অনায়াসে নবদ্বীপ নগর অধিকার করিলেন।

এই যুদ্ধে বখতিয়ার রাঢ় ও বাগড়ির দক্ষিণাংশ এবং বঙ্গ ব্যতীত সমুদায় বাঙ্গালাদেশ অধিকার করেন (১২০৩ খৃঃ অঃ)। (২ অধ্যায়, § ১০ দেখ)।

§ ৪। বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার প্রথম মুসলমান রাজা। — বখতিয়ারের রাজ্য দুই প্রদেশে বিভক্ত হয়। রাঢ় অর্থাৎ বর্দ্ধমান এবং মিথিলা অর্থাৎ বিহারের কিয়দংশ লইয়া পশ্চিম প্রদেশ হয়। হিন্দু নগর নবদ্বীপ উৎসন্ন করিয়া তিনি লক্ষ্মণৌতে রাজভবন নির্মাণপূর্ব্বক উক্ত নগরকে পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী করেন। বরেন্দ্র অর্থাৎ জাজসাহী এবং বাগড়ি অর্থাৎ প্রেসিডেন্সির কিয়দংশ লইয়া পূর্ব প্রদেশ হয়। বর্তমান দিনাজপুরের সম্বিহিত দেবকোট নামক স্থান ইহার রাজধানী ছিল। তাঁহার শাসন কালের প্রারম্ভে তিনি এই প্রদেশের বন্দোবস্ত করিতে প্ররত হন এবং উত্তর হইতে হিন্দুরা তাঁহার রাজ্যে কোন উপদ্রব করিতে না পারে এই জন্য দুর্গস্বরূপ রঙ্গপুর নগর নির্মাণ করেন। বঙ্গ ও পূর্বপ্রদেশ সকল এতাবৎ কাল

পর্যন্ত লাক্ষ্মণেশ্বরের সেনার বংশোদ্ভূত হিন্দু রাজাদিগের অধিকারে ছিল। এক্ষণে বখতিয়ার ইহাদিগকে মিত্র বা করদ রাজগণের মধ্যে গণ্য করিলেন।

অবশেষে এই হিন্দু মিত্ররাজগণের, বিশেষতঃ কুচবিহার কিয়া নিম্ন আসামের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী কোচজাতীয় কোন রাজার, সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তিব্বত ও আসাম আক্রমণ করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তীর্ণ হইলে পর নানা দুর্ঘটনা উপস্থিতি হওয়াতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রত্যাবর্তনকালে যখন তিনি ব্রহ্মপুত্র পার হইতেছিলেন তখন কামরূপের রাজা তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় সৈন্য বিনষ্ট করেন। তিনি অতি অপসংখ্যক মাত্র অমুচর সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই অপমানের পর তিনি অতি অল্প কাল জীবিত ছিলেন। কেহ ২ বলেন যে তাঁহার কোন কর্মচারী তাঁহাকে হত্যা করিয়া কিছু দিন পরে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

§ ৫। বখতিয়ারের পর খিলিজিবংশীয় রাজগণ। — মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজির মৃত্যুর পর অনেক কাল পর্যন্ত অরাজকতা ঘটিয়াছিল। তাঁহার যে সকল সেনানী সর্বোপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন (ইহার খিলিজিজাতীয়) তাঁহারা ইক্রাময়ে লক্ষ্মণৌতির শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন খিলিজিবংশের শেষ রাজা। ইনি সর্বোপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইনি স্বীয় রাজ্যের মধ্য দিয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মুর নগর হইতে লক্ষ্মণৌতি পর্যন্ত, এবং তথা হইতে দিনাজপুর জেলার অন্তঃপাতী দেবকোট নগর পর্যন্ত এক প্রসিদ্ধ রাজপথ নির্মাণ করেন। তিনি সুরম্য প্রাসাদ ও অট্টালিকা সকল নির্মাণ করিয়া বিবিধপ্রকারে লক্ষ্মণৌতির শোভা বর্দ্ধন করেন। যুদ্ধ উপস্থিত না হইলে যেরূপ, উপস্থিত হইলেও সেইরূপ স্ফুটারূপে রাজ্যশাসন করিয়া তিনি স্বীয় প্রজার পরিচয় দিয়াছিলেন। পক্ষপাতশূন্য হইয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই পক্ষে একরূপ বিচার করিতেন। আসামের অন্তর্গত কামরূপ ও উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের রাজাদিগকে তিনি কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ আলতমাস্ অতিশয় প্রজার সহিত ঘিয়াসুদ্দীনের নাম সর্বদা উল্লেখ করিতেন, এবং বলিতেন যে তিনি সুলতান ও ধর্ম্মরক্ষক উপাধি পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য! কিন্তু ঘিয়াসুদ্দীন ছর্ভাগ্যবশতঃ দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। আলতমাস্ তাঁহাকে বশীভূত করিয়া তাঁহার হাত হইতে বিহার রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু আলতমাসের সৈন্যগণ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন হইতে না হইতেই ঘিয়াসুদ্দীন পুনর্ব্বার বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিলেন। আলতমাস্ তাঁহার দমনার্থে স্বীয় পুত্র নাসিরুদ্দীনকে সর্বোপায় বাঙ্গালাদেশে প্রেরণ করিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন সমরে পরাস্ত ও নিহত হইলেন। নাসিরুদ্দীন স্বয়ং ১২২৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী-শ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইলেন।

§ ৬। তুযান খাঁ ও তুয়াল খাঁ। — দিল্লীর সুবরাজ নাসিরুদ্দীন কিয়ৎ কাল বাঙ্গালার শাসনকার্য নিৰ্বাহ করিয়া তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় লক্ষ্মীতীতে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার এক শিশু ভ্রাতা নাম মাত্র বাঙ্গালার শাসনকর্তা মনোনীত হইলেন। ইনি নাসিরুদ্দীন নাম প্রাপ্ত হইয়া পরে দিল্লীর সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। আলতমাসের তিন জন সেনাপতি ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার শাসন-কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। ইহাদের তৃতীয়ের নাম তুযান খাঁ। ইনি ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের রাজার সহিত তুযানের এক মহা যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তুযান ত্রিছতের রাজাকে বশীভূত করিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ মানসে যাত্রা করিতেছিলেন এমন সময়ে যাজপুরের রাজা উড়িষ্যার পর্যন্তপ্রদেশে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। উড়িষ্যার সৈন্যদল তাহার পর বাঙ্গালা আক্রমণ করিল এবং বীরভূমের রাজধানী নাগোর লুণ্ঠনপূর্বক লক্ষ্মীতী নগর অবরোধ করিল। তুযান খাঁ এই বিপদসময়ে দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা তৈমুর খাঁ তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরিত হইলেন। তৈমুরের আগমনে যাজপুরের সৈন্যগণ উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল। তৈমুর এক্ষণে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিতে মানস করিলেন। ইহাতে তুযানের সহিত তাঁহার এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে তুযান পরাভূত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তৈমুর বাঙ্গালার রাজা হইলেন। তদনন্তর তুযান অযোধ্যায় গমন করেন এবং দিল্লীস্থর কর্তৃক তথাকার শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। তুযান আলতমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার পর বাঙ্গালায় যে তিন জন শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তাঁহারাও উক্ত সম্রাটের ক্রীতদাস ছিলেন।

তুযানের পর যে দুই জন শাসনকর্তা ক্রমান্বয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের শাসনকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। ইহাদের পর তুযানের জনৈক উত্তরাধিকারী তুয়াল খাঁ, উড়িষ্যার রাজা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত প্রতিকল দিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। তুয়াল খাঁ ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। উড়িষ্যা আক্রমণপূর্বক তিনি প্রথম দুই যুদ্ধে জয় লাভ করেন। কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কামরূপের আক্রমণকালেও তাঁহার এই রূপ ছদ্দশা হয়। তিনি প্রথমে কামরূপের রাজাকে পরাস্ত ও তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠন করেন। কিন্তু পরিশেষে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজা কর্তৃক পরাজিত, বন্দীকৃত, ও নিহত হন।

§ ৭। স্থলতান মুযিসুদ্দীন তুয়াল। — তুয়ালের পর এ দেশে ক্রমান্বয়ে তিন জন অনতিপ্রসিদ্ধ শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহাদের পর তুয়ালনামধারী আর এক ব্যক্তি

অন্যায়পূর্বক স্থলতান মুযিসুদ্দীন তুয়াল নামে বাদশাহী উপাধি গ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট বলবনের অনুগ্রহে এই স্বচতুর ও সাহসী রাজকর্মচারী বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরাদেশ আক্রমণ করিয়া তিনি বিপুল অর্থ ও বহুসংখ্যক হস্তী হস্তগত করেন। ইহাতে তাঁহার যশগৌরবও সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। বলবন বুদ্ধ ও হীনবল হইয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মিথ্যা মৃত্যুবর্তী ঘোষণাপূর্বক তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজচিহ্ন সকল ধারণ করিলেন। বাদশাহ তাঁহার এই কৃতযুতা দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অযোধ্যার শাসনকর্তাকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুয়াল তাঁহাকে এবং তাঁহার পর যে আর এক দল বলবন্তর সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকেও যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। অবশেষে বুদ্ধ সম্রাট বলবন স্বয়ং এই বিদ্রোহীকে দমন করিবার অভিলাষে সৈন্যে বাঙ্গালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তুয়াল বাদশাহের আগমনবর্তী জানিতে পারিয়া ত্রিপুরায় পলায়ন করিলেন। বাদশাহও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যে সৈনিকেরা পলাতকের অনুসন্ধানার্থ অগ্রে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা অতি অস্পকাল মধ্যেই তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া বলবনের নিকট উপস্থিত হইল। যে সকল শস্যব্যবসারী বিদ্রোহী তুয়ালের রসদ যোগাইয়াছিল তাহাদেরই মুখে তাহারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়। মহম্মদ সের নামক একজন বাদশাহী সৈন্যের অধ্যক্ষ এই সন্ধান প্রথমে প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমভিব্যাহারে যে ৪০ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল তাহাদিগকে লইয়াই তিনি তুয়ালকে ধৃত করিতে সংকল্প করিলেন এবং মহম্মদসেরের অশ্ব চালনাপূর্বক বলবনবাদশাহের জয় হউক এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তুয়ালের শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তুয়াল এবং তাঁহার অনুচরগণ বাদশাহের সমুদায় সৈন্য তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়াছে এই মনে করিয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। তুয়াল একটা নিরাসন ঘোটক দেখিতে পাইয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং অতি বেগে নদীর দিকে ধাবমান হইলেন। কিন্তু মহম্মদসেরের ভ্রাতা মালিক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার ঘোটক সন্তরণ পূর্বক নদী পার হইতেছিল এমন সময়ে মালিক তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। শরীরে শর বিদ্ধ হইবা মাত্র তুয়াল জলে পতিত হইলেন। মালিক জলমধ্যে ঝম্পপ্রদান পূর্বক তাঁহাকে তীরে টানিয়া আনিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। বলবন তুয়ালের বহুসংখ্যক সহচরবর্গ এবং তাহাদিগের স্ত্রী ও সন্তানগণকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া স্বীয় যশকে কলঙ্কিত করেন। (১২৮২ খৃষ্টাব্দ)।

§ ৮। বুঘা খাঁ ও বলবনীবংশীয় রাজগণ। — বলবন এক্ষণে আপনার দ্বিতীয় পুত্র বুঘা খাঁকে নাসিরুদ্দীন অর্থাৎ ধর্মরক্ষক এই উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গালার শাসন-

কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হওয়ার বুঘরা খাঁ দিল্লীসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। বাদসাহ ও তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু বুঘরা বাঙ্গালায় নিরাপদে ও নির্ঝঞ্ঝাটে রাজত্ব করিতে ছিলেন, স্বতরাং তিনি বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়কোবাদ দিল্লীর বাদসাহ হইলেন, বুঘরা খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইয়া লক্ষ্মীতীতে বাস করিতে লাগিলেন। *

নিজামুদ্দীন নামে কয়কোবাদ বাদসাহের জন্মক ছরাচার ও উচ্চাভিলাষী উজীর (মন্ত্রী) ছিল। বুঘরা খাঁ ছরাশয় উজীরের কুযুক্তি ও ছুষ্টাভিসন্ধির বিষয়ে কয়কোবাদকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এবং উপদেশবাক্য দ্বারা তাঁহাকে লম্পটচরণ হইতে বিরত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহাতে ছরাশয় নিজামুদ্দীন পিতাপুত্রের মধ্যে যাহাতে বিবাদ ও মনান্তর উপস্থিত হয় এরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার পরিণাম এই হইল যে পিতা ও পুত্র উভয়েই এক এক দল সৈন্য লইয়া বিহারের সমতলপ্রদেশে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। দুই দিন পর্যন্ত উভয়েরই সৈন্য পরস্পরের আদূরে শিবির সমিবেশিত করিয়া রহিল। তৃতীয় দিবসে রক্ত বুঘরা খাঁ স্বীয় পুত্র কয়কোবাদের সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে এক পত্র লিখিলেন। প্রথমে ছরাচার নিজামুদ্দীন পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকার নিবারণ করিতে কৃতকার্য হইল। অবশেষে উভয়ের সাক্ষাৎকার অবধারিত হইলে সেই ছরাচার উজীর ছুর্লচেতা কয়কোবাদকে বলিল “আপনি হিন্দুস্থানের সম্রাট, আপনার পিতা বাঙ্গালার শাসনকর্তা স্বতরাং সম্রাটপদের মর্যাদার নিমিত্ত আপনার সমক্ষে তাঁহার তিনবার সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করা উচিত”। পরস্পরের সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে পুত্র প্রথমে মহাসমারোহপূর্বক দরবারের তাঁবুতে নীত হইলেন। রক্ত পিতা ধীরে ২ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে যখন রাজসিংহাসন তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইল, তিনি প্রথম বার প্রণিপাত করিলেন। আর ও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় বার প্রণিপাত করিলেন। কিন্তু সিংহাসনের নিকটস্থ হইয়া তৃতীয় বার প্রণিপাত করিতে উদ্যত হইলে কয়কোবাদ রক্ত পিতার এই প্রকার অপমান দেখিয়া, এবং পিতার প্রতি পুত্রানুচিত ব্যবহার করিতেছেন ইহা স্মরণ করিয়া সাতিনয়ন দুঃখিত ও অনুতাপবিদ্ধ হইলেন এবং অতি ব্যগ্রভাবে পিতাকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং নীচের এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই প্রকারে ছরাশয় নিজামুদ্দীনের সকল ষড়যন্ত্র বিফল হওয়ার সে বিষপান দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল।

ইহার পর বুঘরা খাঁ নিরাপদে বাঙ্গালার রাজত্ব করিয়া ১২৯২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে জলালউদ্দীন বুঘরা খাঁর হতভাগ্য পুত্র কয়কোবাদকে

সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিল। জলালউদ্দীন খিলজিবংশের প্রথম বাদসাহ। যে ৩০ বৎসর কাল এই বংশীয় সম্রাটগণ দিল্লীতে রাজত্ব করেন সেই ৩০ বৎসর বলবনী বংশীয় রাজারা [বুঘরা খাঁ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে বলবনীবংশীয় বলে।] বাঙ্গালার শাসনকার্য নিব্বাহ করেন। হিন্দুস্থানের সম্রাটগণ ইহাদের কার্যে প্রায় কখনই হস্তক্ষেপ করিতেন না।

§ ৯। বহাছুর সাহ। — কায়কউদ্দীন ও ফিরুজ সাহ নামক বুঘরা খাঁর দুই কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার রাজত্ব করেন। সাহাবুদ্দীন ও বহাছুর সাহ নামক ফিরুজের দুই পুত্র (অর্থাৎ বুঘরা খাঁর দুই পৌত্র) বাঙ্গালা রাজ্য আপনাদের মধ্যে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া লইলেন। সাহাবুদ্দীন লক্ষ্মণাবতীর এবং বহাছুর সাহ স্ববর্ণগ্রামের রাজা হইলেন। পরে বহাছুর সাহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে, তোগলক বংশীয় প্রথম সম্রাট ঘিয়াসুদ্দীন তোগলক দিল্লীর খিলজিবংশীয় সম্রাটগণকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ইহার নিকট সাহাবুদ্দীন সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট ঘিয়াসুদ্দীন সসৈন্যে বাঙ্গালার উপনীত হইলেন এবং সাহাবুদ্দীনকে তথাকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও বহাছুর সাহকে বন্দীকৃত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে তোগলক বংশীয় দ্বিতীয় সম্রাট মহম্মদ বিন তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই বহাছুর সাহকে বাঙ্গালার রাজপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলেন। বহাছুর সাহ অত্যন্ত কলহপ্রিয় ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন, স্বতরাং তিনি অধিককাল দিল্লীর বাদসাহের অধীনতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্বনামে যুদ্ধা অঙ্কিত ও প্রচলিত করিতে লাগিলেন, এবং স্বাধীনরাজচিহ্নস্বরূপ শ্বেতচ্ছত্র স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। ইহাতে মহম্মদ বিন তোগলক ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আগমনপূর্বক বহাছুরকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন এবং বিদ্রোহীশীল ও অবিনেয় শাসনকর্তাদিগকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত তাঁহার চর্ম তৃণপূর্ণ করিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ প্রদেশে প্রেরণ করিলেন।

§ ১০। মহম্মদ তোগলকের অধীন বাঙ্গালার শাসনকর্তাগণ। — বহাছুর সাহ বলবনীবংশের শেষ রাজা ছিলেন। এক্ষণে লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম এবং স্ববর্ণগ্রামের শাসনকর্তৃত্বপদে বাদসাহ স্বীয় কর্মচারীগণকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহারা নিবিঁয়ে অধিক কাল রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। অবশেষে তোগলকবংশীয় বাদসাহগণের ছুর্লতানিবন্ধন বাঙ্গালার এক স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বাঙ্গালার স্বাধীনরাজগণ ।

§ ১—বাঙ্গালার স্বাধীনতা সংস্থাপন । § ২—ইল্‌ইয়াস্ সাহ । § ৩—সিকন্দর সাহ । § ৪—জলতান ঘিয়াসুদ্দীন । § ৫—রাজা কাসেম হিন্দুরাজবংশ । § ৬—ইল্‌ইয়াস্ সাহী বংশের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি । § ৭—হাবশি অর্থাৎ আধিসিনীয় রাজারা । § ৮—হোসেনীরাজবংশ ; জলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহ । § ৯—হোসেনীবংশীয় রাজারা রাজ্য করিতে লাগিলেন । § ১০—এই সময়ে দেশীয় লোকদিগের অবস্থা ।

§ ১। বাঙ্গালার স্বাধীনতা সংস্থাপন । — মহম্মদ বিন্ তোগলকের অধীনস্থ শাসনকর্তাদিগের মধ্যে স্ববর্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরাম খাঁ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন । ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বর্ম্মবাহক ফকরুদ্দীন মুবারক সাহ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা বলিয়া আপনাকে প্রখ্যাত করিলেন । কিছুদিন পরে আলাউদ্দীন আলি সাহ পশ্চিম বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিলেন । কথিত আছে যে আলির রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে “তুমি যদি আমার জন্যে পাণ্ডুয়ায় (ইহা লক্ষ্মণীতীর নিকট, ইহাকে কখন ২ পেড়ো বলে) একটি গুপ্ত কোঠা নির্মাণ করিয়া দাও তাহা হইলে আমি তোমাকে বাঙ্গালার রাজত্ব প্রদান করিব” । এই নিমিত্ত পাণ্ডুয়া আলী সাহের রাজধানী হইল । দেশে মহা অরাজকতা উপস্থিত হইতে লাগিল । আলী কর্তৃক মুবারক সাহ পরাভূত এবং নিহত হইলেন । আবার সমসুদ্দীন ইল্‌ইয়াস্ সাহ (ইনি সচরাচর হাজি ইল্‌ইয়াস্ নামে অভিহিত হইতেন) নামক আলীর ধাত্রীপুত্র আলীসাহের প্রাণ সংহার করিলেন ।

§ ২। ইল্‌ইয়াস্ সাহ । — ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে হাজি ইল্‌ইয়াস্ ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার অধিপতি হইলেন ; এবং ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্ববর্ণগ্রামেও আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন । পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালা এইরূপে একরাজ্যভূক্ত হইল । ইল্‌ইয়াস্‌বংশীয় রাজারা ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত অবাধে বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন ; মধ্যে কেবল অতি অল্পকাল করেন নাই । এই বংশকে কখন ২ ইল্‌ইয়াস্‌সাহী বংশ বলে ।

ইল্‌ইয়াস্ সাহ বাঙ্গালায় স্বীয় রাজ্য নিক্ষেপ্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং কানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন । তৎকালে তোগলকবংশের একজন অতি নিবীৰ্য্য সত্ৰাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁহার নাম তৃতীয় ফিরোজ সাহ । তিনি ইল্‌ইয়াস্‌কে এই পরাধিকার-

প্রবেশের জন্য শান্তি দিবেন বলিয়া বিস্তর সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মহা সমারোহে বাঙ্গালাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ফিরোজ পাণ্ডুয়া রাজধানী অধিকার এবং ইল্‌ইয়াসের পুত্রকে বন্দী করিলেন । ইল্‌ইয়াস্ একডালার ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বাদসাহও উক্ত ছুর্গ অবরোধ করিলেন ।

এই অবরোধ সময়ে লোকে একটা গম্প বলিয়া থাকে, ইহাতে ইল্‌ইয়াসের সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও নির্ভীকতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় । এই সকল গুণপ্রভাবেই তিনি একটা নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । যৎকালে ইল্‌ইয়াস্ একডালার ছুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে সেই ছুর্গের নিকট রাজাবানী নামক একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের মৃত্যু হয় । ইহাকে ইল্‌ইয়াস বিশেষ ভক্তি করিতেন । ইহার অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকিতে সক্ষম করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক তিনি ছুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন । অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে বাদসাহের শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বাদসাহ তাঁহাকে কিছুমাত্র চিনিতে পারিলেন না । তিনি ফকিরভাবে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনর্ব্বার নির্বিঘ্নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । কিন্তু বাদসাহ পরে ইল্‌ইয়াসের এই অসমসাধনিক কার্যের কথা জানিতে পারিয়া বিজোহীকে ধরিবার সুযোগ পাইয়াও যে কিছুই করিতে পারেন নাই এই জন্য মনে ২ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ; কিন্তু তথাপি তাঁহার অসাধারণ সাহসের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না ।

পরিশেষে বাদসাহ একডালার অবরোধ পরিত্যাগ এবং বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । পরে, হাজি ইল্‌ইয়াস পাটনার অপর পারে হাজিপুর নামক নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন । ইহাতে বোধ হয় যে বাদসাহ তাঁহাকে গণ্ডক পর্য্যন্ত উত্তর বিহাররাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন নাই (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে) । ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ইল্‌ইয়াস্ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন ।

§ ৩। সিকন্দর সাহ । — ইল্‌ইয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সিকন্দরসাহ উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন । সত্ৰাট্ ফিরোজ ইল্‌ইয়াসের মৃত্যুবর্তী স্বরণ করিয়া বাঙ্গালা জয় করিতে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু সিকন্দর এরূপ বলবিক্রম সহকারে একডালাছুর্গ রক্ষা করিলেন যে বাদসাহ সিকন্দরের প্রদত্ত কয়েকটি হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন লইয়া ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন । তদবধি তিনি বাঙ্গালার কোন ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করেন নাই । সিকন্দর সাহ প্রকাণ্ড আদীনা-মসজিদের নির্মাণা বাঙ্গালায় বিখ্যাত । এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি মালদহের নিকট পাণ্ডুয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহার প্রিয় পুত্র ঘিয়াসুদ্দীন ঈর্ষান্বিত জনৈক বিমাতার দৌরাত্ম্যে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন । ইহার সহিত যুদ্ধে সিকন্দরের মৃত্যু হয় ।

§ ৪। সুলতান যিয়াসুদ্দীন। — যিয়াসুদ্দীন রাজা হইয়া পিতার সহিত কলহের হেতুরূপে দুই বিমাতার পুত্রগণকে অঙ্গ করিয়া দিলেন। এই কাণ্ডটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজারা প্রায়ই আত্মরক্ষার্থে এইরূপ কার্য অপরিহার্য জান করিতেন। এই নিষ্ঠুর কার্যের পর যিয়াসুদ্দীন ধীরতা এবং ন্যায়পরতার সহিত রাজকার্য নিরূহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতার পরিচায়ক একটি মনোহর উপাখ্যান আছে। একদা বাদসাহ ধর্মুর্দিয়া অভ্যাস করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার হস্ত-নিষ্কিপ্ত একটি তীর দ্বারা জনৈক ছুঁথিনী স্ত্রীলোকের পুত্র আহত হয়। ইহাতে স্ত্রীলোক বাদসাহের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট আবেদন করিল। কাজী বাদসাহকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার আদেশ করিতে প্রথমে ভীত হইলেন, কিন্তু বাদসাহকে বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা রাজার ক্রোধে পতিত হওয়া জয়ঙ্কর জগদীশ্বরের ক্রোধে পতিত হওয়া অপেক্ষা বিবেচনা করিয়া অবশেষে বাদসাহকে অসিতে আদেশ করিলেন। বাদসাহ বিচারালয়ে বিবেচনা করিয়া অবশেষে বাদসাহকে অসিতে আদেশ করিলেন। বাদসাহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবার সময় একখানি ক্ষুদ্র তরবারি বস্ত্রের তিতর লুকাইয়া আনিয়া ছিলেন। কাজী এই বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত বিচার করিলেন এবং স্ত্রীলোকটির ক্ষতিপূরণ করিতে বাদসাহকে আদেশ করিলেন। ইহাতে বাদসাহ আপনার রাজ্যে এমত ন্যায়বান এবং নির্ভয় বিচারপতি আছে বলিয়া জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলেন এবং তরবারি নিক্ষেপিত করিয়া কাজীকে দেখাইয়া বলিলেন “তুমি যদ্যপি অবিচার করিতে তাহা হইলে এই অস্ত্রদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিতাম।” ইহাতে কাজীও, অপরাধীগণকে আশ্বত করিবার কণা হস্ত লইয়া এই উত্তর প্রদান করিলেন “যদি আপনি আমার আত্মা প্রতিপালন করিতে বিলম্ব করিতেন তাহা হইলে এই কণাঘাতে আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম” ইহাতে বাদসাহ পরিতুষ্ট হইয়া কাজীকে বিলক্ষণ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

যিয়াসুদ্দীন পারস্য দেশের অন্তর্গত সিরাজ নামক স্থানের প্রসিদ্ধ কবি হাকেককে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতে অনেক বার লিখিয়া পাঠান। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ সিরাজ হইতে অনেক দূর বলিয়া হাকেক আসিতে অস্বীকার করেন।

কেহ ২ বলেন যে গণেশ নামে এক জন প্রবল হিন্দুজমিদারের হস্তে যিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হয়। (গণেশ ভাটুরিয়া এবং দিনাজপুরের রাজা ছিলেন; মুসলমানেরা ইহাকে রাজা কান্স বলিত।) এ কথা সত্যই হউক আর মিথ্যা হউক, যিয়াসুদ্দীনের পুত্র এবং পৌত্রের রাজত্বসময়ে গণেশ যে অত্যন্ত প্রবলপরাক্রম হইয়া উঠিয়া ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। অবশেষে গণেশ যিয়াসুদ্দীনের পৌত্রের প্রাণ সংহার করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

§ ৫। কান্সরাজ বংশ (হিন্দু)। — গণেশ এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশে রাজত্ব করেন। সাত বৎসর কাল মাত্র

(অর্থাৎ কান্সরাজের মৃত্যু পর্যন্ত) এই রাজবংশ হিন্দু থাকে। গণেশের পুত্র মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেন। গণেশ নিরপেক্ষভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় প্রজাবর্গই তাঁহার প্রতি অহরহ ছিল। কিন্তু ইহাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালা রাজ্য ক্রমেই স্বীনবল ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং আসামের রাজা করতোয়া নদী পর্যন্ত সমুদায় উত্তর-পূর্ব বাঙ্গালা জয় করিয়া লন। জোয়ানপুরের প্রসিদ্ধ সুলতান ইব্রাহিম এবং ত্রিপুরার রাজারাও বাঙ্গালা আক্রমণ পূর্বক স্বাধিকার-বিস্তারে কৃতকার্য হন।

[টীকা।—ভোগলকবংশীয় শেষসম্রাটগণের দৌর্ভাগ্য দেখিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের অনেক প্রদেশ বাঙ্গালার ন্যায় স্বাধীন হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে বেনারস প্রদেশের অন্তর্গত জোয়ানপুর সর্বাপেক্ষা রহং। জোয়ানপুর নগর ইহার রাজধানী ছিল। ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ভোগলক বাদসাহের খাজাহান নামে এক জন উজীর জোয়ানপুরে শারকী নামে এক স্বাধীন রাজবংশ সংস্থাপিত করেন। এই বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা ইব্রাহিম সাহ ১৪০১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার সময়ে জোয়ানপুর রাজ্য অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি বাঙ্গালার পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ সকল বারবার আক্রমণ পূর্বক বিহার প্রদেশ জোয়ানপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।]

রাজা গণেশের পুত্র জতিমল, জেলালুদ্দীন মহম্মদ সাহ নাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রকাণ্ড স্রম্য অট্টালিকায় পাণ্ডুয়া এবং গোড়নগর (লক্ষ্মীতীর পুনর্বার এই নাম হয়) স্থাপিত হয়। ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে গোড়নগর পুনর্বার রাজধানী হইল। তাঁহার পুত্র আহম্মদ সাহ বাঙ্গালার রাজা হইলেন। ইহার সময়ে জোয়ানপুরের ইব্রাহিম বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন এবং অনেককে বন্দী করিয়া লইয়া যান; কিন্তু মোগলদিগের প্রধান সুলতান সাহরোথ ভয়প্রদর্শন করিতে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য হন। সাহরোথ তখন পারস্যদেশে থাকিতেন এবং দিল্লীবিজয়ী সুলতান তৈমুরের উত্তরাধিকারী বলিয়া নামমাত্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর ছিলেন। আহম্মদসাহ গণেশবংশীয় শেষ রাজা। ইনি প্রজাদিগকে অত্যন্ত পীড়ন করিতেন, এবং অবশেষে ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে আপনার দুই জন ক্রীত দাসের হস্তে নিহত হন।

§ ৬। ইল্‌ইয়াস সাহীবংশের পুনর্বার রাজ্যপ্রাপ্তি। — আহম্মদের হত্যার পর নাসিরুদ্দীন বা নাসের সাহ নামক ইল্‌ইয়াস-সাহী-বংশোদ্ভব কোন পুরুষ এই পুরাতন মুসলমানরাজবংশপক্ষীয় লোকদিগের সাহায্যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার রাজত্ব

* ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুর দিল্লী অধিকার করেন।

কালে দিল্লী ও জোয়ানপুরের রাজাদিগের মধ্যে অনবরত তুমুল সংগ্রাম হয়। এই হেতু জোয়ানপুরের রাজা বাঙ্গালার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই কারণবশতঃ নাসির সাহ ৩২ বৎসর বাঙ্গালায় পরম স্বখে রাজত্ব করেন। তিনি গোঁড়নগরের চতুর্দিকে পরিখা খনন ও প্রাচীর নির্মাণ করেন। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় হইতে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নাসিরের পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র ক্রমান্বয়ে এই দেশে আধিপত্য করেন। কেবল নাসিরের প্রপৌত্র অতি অল্প দিনের মধ্যেই ফাতে সাহ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ফাতে সাহ নাসিরের পুত্র ছিলেন, স্বতরাং তিনি যে পরিণতবয়সে রাজা হইয়া ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। বারবক নামক এক জন হাব্‌সি খোজা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বধসাধন পূর্বক বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করে। বারবক বাঙ্গালার প্রথম হাব্‌সি অর্থাৎ আবিসিনীয় রাজা।

§ ৭। হাব্‌সি রাজগণ। — নাসির সাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বারবক সাহের রাজত্বকালে রাজ্য, বিশেষতঃ রাজ-প্রাসাদ, রক্ষার নিমিত্ত অনেক হাব্‌সি দাস ও খোজা এদেশে প্রথমে আনীত হয়। ইঁহারা ক্রমে ক্ষমতামালাী এবং অধিনীত ও অমর্যাদক হইয়া উঠে। অবশেষে বারবক নামে একজন হাব্‌সি দাস, ফতে সাহের বধসাধন পূর্বক সুলতান সাহজাদা এই বিচিত্র উপাধি গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার রাজা হইলেন। কিন্তু ইনি আবার মলিক ইন্দিল্‌ হাব্‌সি নামক আবিসিনীয় সেনাপতি কর্তৃক নিহত হইলেন। মলিক ইন্দিল্‌ হাব্‌সি সুলতান দ্বিতীয় ফিরুজ সাহ উপাধি ধারণপূর্বক বাঙ্গালার অধিপতি হইলেন এবং তিন বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর পুরাতন ইল্‌ইয়াস্-সাহী-বংশোদ্ভব মামুদ সাহ নামমাত্র বাঙ্গালার রাজা হইলেন। কিন্তু হাব্‌সি বাঁ নামক এক জন আবিসিনীয় সেনাপতিই বাস্তবিক রাজ্যশাসন করিতেন। সীদী বদর দিওয়ানা নামক এক জন নৃশংস নরাদম ইঁহাদের দুই জনকেই বধ করিয়া মজফ্‌ফর সাহ উপাধি গ্রহণপূর্বক তিন বৎসর বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। ইনি প্রজাদের উপর যোর অত্যাচার করেন। অবশেষে উজ্জীর সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন কর্তৃক অধিনীত ইঁহা সর্দারেরা বিদ্রোহাচরণ করে। মজফ্‌ফর নিহত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ২ হাব্‌সি বংশেরও পর্যাবসান হইল। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ।

§ ৮। হোসেনী রাজবংশ; সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহ। — সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী নসরত সাহ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতামালাী ছিলেন। দিল্লী ও জোয়ানপুর রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ, দিল্লীর সম্রাটের নিকরীয়াতা, বিশেষতঃ হোসেনের নিজের যোগ্যতা ও উন্নতশ্রবণ বশতঃ ইঁহাদের ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়।

মজফ্‌ফর সাহের সহিত যে যুদ্ধ করিয়া হোসেন সাহ বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করেন তাহাতে অন্যান্য ২৬,০০০ সৈন্য বিনষ্ট হয়। যুদ্ধের পর হোসেন স্বীয় সৈন্যগণকে গোঁড় নগর লুণ্ঠন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু প্রজাগণের উপর তাহার যোর উৎপাত ও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ সহস্রকে নিহত এবং সমুদায় লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজকোষভূক্ত করিলেন।

রাজ্যরক্ষার নামে যে সফল বেতনভোগী সৈন্য (ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি আবিসিনীয় ও কতকগুলি পাইক অর্থাৎ পদাতি রক্ষক) নিয়োজিত ছিল, তাহাদের কলহকারিতাই যে হাব্‌সী রাজাদিগের শাসনকালীন অরাজকতার কারণ ছিল তাহা হোসেন বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। স্বতরাং তিনি আবিসিনীয় সৈন্যদিগকে কর্মচ্যুত করিলেন এবং পাইকদিগকে উড়িষ্যার পর্যন্তপ্রদেশে এবং অন্যান্য উপদ্রবের স্থানে এই নিয়মে কিছু ২ জমি দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন যে তাহার আশ্রয় হইলে দেশ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবে।

[টীকা। যে পাইকগণ উড়িষ্যার পর্যন্ত-প্রদেশবর্তী মেদিনীপুর জেলায় বাস করিয়াছিল, তাহার নাম উপদ্রব করিয়া ১৭৯০ ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছিল। ১০৮ পৃ. টীকা দেখ।]

হোসেন সাহ আসাম আক্রমণ করেন। কিন্তু তথায় কোন বিষয়েরই স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন নাই। হিমালয় পর্বতের ক্রমান্বয়ে ভাগের সমীপবর্তী কামতাপুরের (বা কুচবিহার) পরাক্রমশালী রাজাকেও তিনি আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজধানী বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। ঐ নগরের পরিধি ১৯ মাইল ছিল। হোসেন স্বীয় পুত্রের হস্তে এই প্রদেশের ভার্য্যাপণ করেন। ইঁহার বহুকাল পরে হোসেনের পুত্র এই রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হন। কোচবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজার বিরুদ্ধে এই পার্শ্ববর্তী প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। কোচবিহারের বর্তমান রাজা এই বংশোদ্ভব।

দিল্লীর সম্রাট সিকন্দর লোদী, জোয়ানপুরের শেষ রাজা হোসেন সাহকে বিহার হইতে দূরীকৃত করিয়া জোয়ানপুর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জয় করিলে পর সিকন্দরের পিতা বহলোল জোয়ানপুর জয় করিতে কতকটা কৃতকার্য হন। তিনি তন্মধ্যে বঙ্গাধিপের শরণাপন্ন হইলেন। বাঙ্গালার রাজা জোয়ানপুরের পলাতক রাজাকে তৎপদোচিত একটা বাসস্থল এবং তাঁহার ব্যয় নিকরীহার্থে একটা মাসিক রুত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন; হোসেন যত্ন পর্যন্ত গোঁড় নগরে পরম স্বখে বাস করেন। তাঁহার অদৃশ্য সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি ঐ নগরের প্রান্তভাগে দৃষ্ট হয়।

অনেকগুলি আবিষ্কৃত খোদিতলিপি পাঠে অনুমান হয় যে জোয়ানপুরের চিরাদিকৃত বিহার প্রদেশের কিয়দংশ এককালে হোসেনের অধিকারে ছিল। কিন্তু সম্রাট সিকন্দর লোদী ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে বিহার প্রদেশ বশীভূত করিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন এইরূপ ভয় দেখাইতে লাগিলেন। পরিশেষে এই নিয়মে সন্ধি হইল যে বিহারের যে ২ অংশ দিল্লীস্থর জয় করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই থাকিবে কিন্তু তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে পাইবেন না; এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহ পরস্পরের শত্রুর সহায়তা করিতে পারিবেন না।

ইহার পর সুলতান আলাউদ্দীন পরম সুখ ও সৌভাগ্যের সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাদিগের অত্যাচারভাজন ও প্রতিবেশী রাজাদিগের সম্মানভাজন ছিলেন। ২৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া আলাউদ্দীন ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। যদিও তিনশত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে তথাপি উড়িষ্যা হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত অদ্যাপি তিনি “পুণ্যাত্মা হোসেন সাহ” নামে খ্যাত রহিয়াছেন।

§ ৯। হোসেনী রাজবংশ।—হোসেনের পর তাঁহার পুত্র নসরৎ সাহ বাঙ্গালার রাজা হইলেন। নসরৎ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়া পিতার সাহস ও বুদ্ধির পরিণত ফল সুখে ভোগ করিতে লাগিলেন। লোকে প্রথম ২ তাঁহার কার্য দেখিয়া মনে করিল যে তিনি এই সৌভাগ্যের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র; কারণ তিনি ভাড়াগণ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া যেমন স্বীয় সৌজন্য প্রকাশ করিলেন তেমনি আবার ত্রিহুং, হাজিপুর এবং মুন্সের জয় করিয়া রণনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। এই সময়ে সম্রাট ইব্রাহিম লোদী এবং দিল্লীস্থ আফগানেরা বিখ্যাত মোগলরাজ বাবরের আক্রমণে উৎপীড়িত হওয়াতে নসরৎ সাহ ঐ সকল স্থান অনায়াসে অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশ যে কিছুকাল তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অবশেষে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে আফগানেরা বাবর কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন এবং তাঁহাদের দিল্লীর সাম্রাজ্য মোগলদিগের হস্তগত হইল। বাঙ্গালার রাজা নসরৎ সাহ সুলতান ইব্রাহিমের জামাতা ছিলেন এবং ইব্রাহিমের ভ্রাতা মামুদলোদী ও অন্যান্য আফগান সর্দারগণকে বাঙ্গালায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বাবর বাঙ্গালা জয় করিতে ক্রতসংকল্প হইলেন। নসরৎ ছুইবার বাবরকে অনেক বহু-মূল্য উপঢৌকন দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হইবে না এবং তাঁহারা পরস্পর মিত্রভাবে অবলম্বন করিবেন, অবশেষে এই মর্মে ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি সংস্থাপিত হইল। কিন্তু নসরৎ স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া বাবরের মৃত্যুর পর আফগান সর্দারগণের বিশেষতঃ

মামুদলোদীর, সাধ্যমত সহায়তা করেন এবং বাবরের পুত্র হুমায়ূনের প্রধান শত্রু গুজরাটধিপতি বহাদুর সাহের সহিত এক সন্ধি সংস্থাপন করেন।

নসরৎ স্বীয় নিষ্ঠুরাচরণবশতঃ রাজ্যস্থ সকলের, বিশেষতঃ নিজ ভ্রাতাবর্গের, বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িলেন, এবং অবশেষে রাজপুরীস্থ একজন খোজাকে সামান্য অপরাধে অধিক দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করাতে কয়েক জন খোজা মিলিয়া ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণসংহার করে। তিনি যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তাঁহার নাম নসিব খাঁ ছিল, এই জন্য অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে নসিব সাহ বলিত। নসরতের পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় ফিরুজ সাহ বাঙ্গালার রাজা হন। কিন্তু অন্যতরিলম্বে তাঁহার পিতৃত্ব তৃতীয় মামুদ সাহ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে একটা রাজবংশ কিছু কাল স্বীয় আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি মামুদ সাহের পর বাঙ্গালার আর স্বাধীন রাজা হয় নাই একথা বলা যাইতে পারে। মামুদ পরিশেষে বিখ্যাত সের খাঁ (ইহার বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে) কর্তৃক পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মোগল সম্রাট হুমায়ূনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সের খাঁকে খর্ব করিবার জন্য হুমায়ূন ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে সের খাঁর অনুচরহস্তে তাঁহার পুত্রের নিপতিত হয়; ইহাদের শোকে ও স্বীয় ছরবস্বজানিত মনঃপীড়ায় মামুদ প্রাণত্যাগ করেন। (১৫৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ)।

§ ১০। দেশীয় লোকদিগের অবস্থা।—যে সময়ের ইতিহাস এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইল সেই সময়ে এই দেশে অনেকগুলি বৃহৎ ও মনোহর অট্টালিকা নির্মিত হয়। গোঁড়, পাণ্ডুয়া এবং অন্যান্য স্থানে এই সকল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় যে উক্ত সময়ে এদেশে শিল্প বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরা, অন্ততঃ রাজা ও তাঁহার পারিষদ-গণ, সুখস্বচ্ছন্দে ও বিলাসভোগে কালযাপন করিতেন। কিন্তু উৎপীড়িত প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিয়াই এই সকল কার্য সম্পন্ন হইত। এই সময়ে দেশে নিরন্তর যুদ্ধ হইত বলিয়া ক্লয়কর্ষণ ভূমি কর্ষণ করিতে পারিত না; স্বতরাং তাহাদের আর কষ্টের সীমা ছিল না। যে হোসেন সাহকে লোকে “পুণ্যাত্মা” বলিয়া জানিত তাঁহারই সৈন্যগণ কর্তৃক যখন বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী গোঁড় নগর লুণ্ঠিত হয় তখন যে এই সকল যুদ্ধকালে প্রজাগণের ধনপ্রাণ রক্ষার্থে কাহার ও অণুমাত্র যত্ন ছিল এরূপ কখনই বোধ হয় না। ঐ ঘটনার বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গোঁড়ের ধনাঢ্যলোকেরা স্বর্ণপাত্র ভোজন করিতেন; এবং বৃহৎভোজের সময় লোকে যে পরিমাণে স্বর্ণপাত্র বাহির করিতে পারিতেন সেই পরিমাণে তাঁহাদের মর্যাদা ও সম্মান হইত। ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে সেই সময়ে লোকের বিলাসলালা অতিশয় বৃদ্ধি

হইয়াছিল। ইহাও লিখিত আছে যে হোসেন সাহ সাধারণতঃ দয়ালু ও সজ্জন ছিলেন বটে, কিন্তু গোঁড় নগরের অধিবাসীগণ হিন্দু ছিল বলিয়া তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে উক্ত নগর লুণ্ঠন করিতে অহুমতি প্রদান করা গর্হিত কার্য মনে করেন নাই। গোঁড়ের রাজারা যে সকল স্তম্ভর পুষ্করিণী খনন এবং সরাই নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন না, প্রজাগণের হিতকার্য্যেও কখন ২ মনোভিনিবেশ করিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বঙ্গালায় মুসলমান-শাসন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেরশাহের বংশ।

§ ১—সেরশাহ সুর। § ২—সেরশাহের সুরবংশীয় উত্তরাধিকারীগণ। § ৩—সোলে-মান কররানি। § ৪—বঙ্গালার শেষ আফগান রাজা দাউদ খাঁ।

§ ১। সেরশাহ সুর।—সেরশাহ এক জন সুরবংশীয় অথবা সুরজাতীয় আফগান ছিলেন। ইনি প্রথমে পশ্চিম বিহারের অন্তর্গত সাসেরামের এক জন জাইগীরদার ছিলেন। (যুদ্ধের সময় সাহায্য করিবেন বলিয়া যাঁহার রাজার নিকট হইতে ভূমি প্রাপ্ত হন তাঁহাদিগকে জাইগীরদার বলে)। যৌবন কালে ইনি পরিণামদর্শী ও সুশাসনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা তিনি সুলতান মামুদ লোহানীর সহিত যুগ্ম করিতে গিয়া এক খজাঘাটে একটা ব্যাত্তের প্রাণ সংহার করেন; এই জন্য তিনি সের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার আদিম নাম ফরিদ। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে সেরখাঁ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সময়ে বাবর মোগলাক্রমণবিরোধী রাজপুতদিগের শেষ ভরসাশ্রয় চান্দেদিগের আক্রমণার্থে সৈন্যে সজ্জিত হইতেছিলেন। এই যুদ্ধ-যাত্রায় সের খাঁ তাঁহার সঙ্গী হইলেন। সের খাঁ সঙ্গ্রে এই সময়ের একটা উপাখ্যান আছে, তাহা হইতে তাঁহার স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক দিন তিনি বাদশাহের সহিত একত্র আহার করিতে-ছিলেন। ভূত্যগণ তাঁহার সম্মুখে একরূপ কোন খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিল যে ছুরি দিয়া না কাটিলে খাওয়া যায় না। কিন্তু বাদশাহের সম্মুখে তাঁহার ন্যায় ভয়ানক লোকের হস্তে ছুরি দেওয়া অকর্তব্য বিবেচনায় তাঁহাকে ছুরি দিতে ভূত্যদিগকে পূর্বে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। স্বতরাং যখন সের এক খানি ছুরি

চাছিলেন তখন কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহাতে তিনি আপনার ছোরা বাহির করিয়া পরিতোষপূর্বক ভোজন কার্য সমাধা করিলেন, পারিষদবর্গের বিজ্ঞপ্তি বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। ইহার এই অভব্য আচরণ দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিল। বাবর এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাশ্চাত্য একজন বন্ধুকে বলিলেন “যখন এই আফগান সামান্য ব্যাঘাতে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে বিমুগ্ধ হন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইনি ভবিষ্যতে এক জন মহৎ লোক হইবেন”।

জেলালুদ্দীন লোহানী নামে এক জন আফগান কিয়ৎকালের জন্য বিহারের রাজা হইয়াছিলেন। সের বিহারে পুনরাগত হইয়া তাঁহার মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। জেলাল, সের খাঁর ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, ভয়ে বঙ্গালার পলায়ন করিলে সের অবশেষে বিহারপ্রদেশের একাধিপত্য লাভ করিলেন। সেরের বিক্রম ক্রমে এত বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে পরিশেষে তিনিই সেই প্রদেশের প্রকৃত রাজা হইলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে মামুদলোদী বিহার অধিকার করিলেন; কিন্তু বাবর সৈন্যে প্রত্যাগমন পূর্বক মামুদ লোদীকে বঙ্গালায় তাড়িত করিলেন এবং আপনার কর্মচারীর মধ্যে একজনকে শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন। সের খাঁ স্বীয় পৈতৃক জাইগীরগুলি ভোগ করিতে লাগিলেন।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে একটা আফগান বিধবাকে বিবাহ করিয়া সের, বেনারসের অন্তর্গত প্রসিক চুনার দুর্গের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই দুর্গ দিল্লীর আফগানসাম্রাজ্যের উচ্ছেদকাল হইতে এক জন আফগান সেনানীর অধিকারে ছিল। সের খাঁ এই আফগানের বিধবা রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতে কীন্ত ২ সেরের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে মধ্যে ২ দুর্ঘটনায় পড়িতে হইয়াছিল।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গোঁড় অধিকার করিলেন। বঙ্গালার অধিপতি তৃতীয় মামুদ সাহকে [৪ অধ্যায় § ৯ দেখ] পত্নীগীজেরা এই সময়ে অনেক সাহায্য প্রদান করেন বটে, কিন্তু মামুদ উক্ত নগর রক্ষা করিতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। মামুদ সের কর্তৃক তাড়িত হইয়া মোগলদিগের শরণাগত হইলেন। বাবরের পুত্র হুমায়ুন এই সময়ে মোগলদিগের অধিনায়ক ছিলেন। প্রায় এই সময়েই, অতি যুগিত বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সের বিহারের অন্তর্গত সোননদীতীরস্থ দুর্ভেদ্য রোহতাস দুর্গ অধিকার করিয়া ছিলেন। গোঁড় অধিকারকালে সের যে বিস্তর ধন পাইয়াছিলেন তাহার এবং নিজ পরিবারগণের নিরাপদে অবস্থিতির নিমিত্ত এই দুর্গটী সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া তিনি ইহা হস্তগত করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন বাদশাহ পশ্চিম বঙ্গালার অধিকাংশ জয় করিয়া গোঁড় অধিকার করিলেন। ওদিকে সের খাঁ পশ্চিমাভিমুখে গমনপূর্বক বানারস আক্রমণ করিলেন

এবং বাঙ্গালা হইতে প্রস্থান কালে হুমায়ুন যে সকল পথদিয়া আসিতে পারিতেন সেই পথগুলি রুদ্ধ করিলেন। এদিকে আবার হুমায়ুনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার এক ভ্রাতা আগ্রার বাদশাহী উপাধি প্রকাশ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। সের খাঁ এক্ষণে বাঙ্গালা ও বিহারের রাজা হইয়া সাহা উপাধি ধারণ করিলেন। হুমায়ুন কিছুদিন গোঁড়ে অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু অবশেষে শত্রুগণের প্রাচুর্য্য বিস্তারে সাতিশয় ভীত হইয়া ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। পাটনা ও বেনারসের মধ্যে গঙ্গা এবং কর্ণনাশী নদীর সংযোগস্থলে চওশা বা চুপরঘাট নামক স্থানে সের সাহের সৈন্যের সহিত বাদশাহের সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। প্রায় তিন মাস উভয় সৈন্যই পরস্পরের অনতিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল, কেহই অপরের উপর আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। যে প্রকার চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা সের রোহতাসের দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন সেই রূপ ঘণিত উপায় এস্থলেও অবলম্বন করিলেন। সের কোরান সাফলী করিয়া এই শপথ করিলেন যে মোগল সম্রাট যদি তাঁহাকে বাঙ্গালা ও বিহারের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে তিনি মোগল সৈন্যদিগকে অবরোধিত পথ দিয়া নির্বিঘ্নে যাইতে দিবেন। কিন্তু সন্ধি সংস্থাপিত হওয়াতে মোগলেরা নিশ্চিত ভাবে রাজ্যে আনন্দ করিতেছিল, এমন সময় সের হঠাৎ তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ লোকের প্রাণবধ করিলেন, অত্যন্ত সংখ্যক লোক পলায়নপূর্ব্বক বহু কষ্টে রক্ষা পাইল। বাদশাহ ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগে গঙ্গায় আশ্রয় পড়িলেন। এই সময়ে এক জন জলবাহক তাঁহাকে রক্ষা না করিলে তিনি নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইতেন। হুমায়ুন আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া একাকী আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। সের সাহ এই স্বযোগ পাইয়া যতদূর পারিলেন আপনার কার্য সাধন করিয়া লইলেন। পর বৎসর তিনি বাঙ্গালার রাজ্য দৃঢ়সম্বন্ধ ও জোয়ানপুর নগর অবরোধ করিলেন। তৎপরে ৫০ সহস্র আফগান লইয়া হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিবার মানসে যাত্রা করিলেন। সের স্ত্রী অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য হইলেন। কান্যকুব্জের যুদ্ধে তিনি হুমায়ুনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন এবং যে আফগানদিগকে মোগলাধিপতি বাবর হিন্দুস্থান-সাম্রাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন তাহাদিগকে কিয়ংকালের জন্য পুনর্ব্বার সেই সাম্রাজ্যে সংস্থাপিত করিলেন। সের সাহ এ পর্য্যন্ত কেবল বাঙ্গালার রাজা ছিলেন এক্ষণে দিল্লীর সম্রাট হইলেন।

ইহার পর বাঙ্গালার ব্যাপারে তিনি আর অধিক হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার শাসনকালে এই দেশ নিরন্তর স্থখ ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল। একজন ছরভিলাষী রাজপ্রতিনিধির দমনার্থে তিনি কেবল একবার এই দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বাঙ্গালাকে ভিন্ন ২ প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক

প্রদেশে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কালিঞ্জরের অবরোধ কালে একটা গোলা বিদীর্ণ হওয়াতে তাঁহার প্রাণনষ্ট হয় (১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ)।

সমুদায় সাম্রাজ্য ও বাঙ্গালা উভয়েরই শাসনকার্য্যে তিনি স্ত্রী বুদ্ধি, কর্তব্য-দক্ষতা এবং সদাশয়তার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতকতা দোষ তাঁহার অতুল গুণরাশিকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাঁহার শাসনকালে সকলেই নিত্যই ও নিরাপদে থাকিত, এমন কি পথিক ও ব্যবসায়ীগণ রাজপথের এক পাশে জব্যাদি রাখিয়া অকুতোভয়ে নিদ্রা যাইত। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত তিনি একটা স্থানীয় রাজপথ নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক বিশ্রামস্থানে এক একটা শরীফ নির্মাণ, ডেড় মাইল অন্তর এক একটা কুপ খনন, দুই পাশে ফলদ বৃক্ষজ্ঞেয়ী রোপণ, এবং অনেক মসজিদ স্থাপন করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ ছিল যে প্রত্যেক বিশ্রাম স্থানে সকল জাতীয় পথিক সরকারী খরচে খাইতে পাইবে। রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় সংবাদ রাজ্যের নানা স্থানে শীঘ্র পাঠাইবার জন্য এবং বাণিজ্য ও পত্রাদিপ্রেরণের সৌকর্য্যার্থে সের সাহ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাক্ বসান।

§ ২। সের সাহের স্মরণীয় উত্তরাধিকারীগণ। — সের সাহ এবং তৎপুত্র রাজার হিন্দুস্থানের সম্রাট হইয়া ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করেন। কিন্তু সেরের পুত্র ইসলাম সাহ দিল্লীস্থর হইয়া বাঙ্গালা শাসন-সম্বন্ধে তাঁহার পিতার সঙ্কল্পদেশমত কার্য্য করিতে অবহেলা করেন এবং সমুদায় বাঙ্গালা প্রদেশ মহম্মদ খাঁ স্মর নামক কোন আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। ইসলামের উপকার স্মরণ রাখিয়া মহম্মদ তাঁহার প্রতি প্রভুতক্তি প্রদর্শন করিতে কখন ক্রটি করেন নাই। কিন্তু মহম্মদ আদিল সাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে মহম্মদ খাঁ স্মর আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিলেন, এবং স্ত্রী রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া জোয়ানপুরের অন্তঃপাতী কয়েকটা প্রদেশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আদিলের প্রসিদ্ধ সেনাপতি হিমু তাঁহাকে পরাস্ত ও তাঁহার প্রাণসংহার করেন।

মহম্মদ স্মরের পুত্র বহাদুর সাহ মুঙ্গেরের যুদ্ধে (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ আদিলকে পরাজিত ও তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া পিতৃবধের প্রতিশোধ লইলেন। বহাদুরের পর তাঁহার ভ্রাতা জলালুদ্দীন এবং তাহার পর জলালের পুত্র ক্রমান্বয়ে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। একজন সামান্য ব্যক্তি শেখোজ নৃপতির প্রাণবধ করিয়া কিছু দিনের জন্য বাঙ্গালায় রাজত্ব করে।

§ ৩। সোলেমান কররানী। — দিল্লীর সম্রাট সের সাহ স্মরের পুত্র ইসলাম সাহ কররানী নামক আফগান জাতির অধ্যক্ষ সোলেমান কররানীকে, বিহারের শাসন-

কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করেন। ইসলাম সাহায্যের মৃত্যুর পর অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সোলেমান স্বাধীনতা অবলম্বন ও যুদ্ধের যুদ্ধে বাঙ্গালার রাজা বহাদুর সাহের সহায়তা করিয়াছিলেন। সোলেমান এক্ষণে স্বীয় ভ্রাতা তাজ খাঁকে এক দল বলবান সৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। তাজ খাঁ ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যপহারককে সহজে পরাজিত করিয়া আপনার ভ্রাতার প্রতিনিধিস্বরূপ এক বৎসর কাল গৌড়ে রাজত্ব করেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাজের মৃত্যু হয়। তদনন্তর সোলেমান বাঙ্গালায় আগমনপূর্বক গঙ্গার দক্ষিণ কূলে গৌড়ের অপর পারে টাণ্ডা নামক স্থানে আপনার রাজবাটী স্থাপন করিলেন। এই নগর এক্ষণে জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

মহাত্মা আকবর সাহা হুমায়ূনের পর দিল্লীর সম্রাট হইলেন। ইনি স্বীয় প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ বায়রাম খাঁর সাহায্যে সের সাহী সুরের আফগান জাতীয় অচ্যুতবর্গকে পরাস্ত করিলেন। সোলেমান বাঙ্গালার অধিকার প্রাপ্ত হইবা মাত্র আকবর সাহের নিকট এক জন দূত প্রেরণ ও বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিলেন। এই রূপ বুদ্ধির কার্য্য করিয়া সোলেমান আকবর বাদসাহের সহিত মিত্রতাব রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালা দেশ তাঁহার রাজত্বকালে (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) শান্তি সম্ভোগ করিয়াছিল।

ইহার শাসনকালে উড়িষ্যাপরাজ্য (১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ) ব্যতীত অন্য কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাবংশীয় শেষ রাজা প্রতাপ চন্দ্র দেবের মৃত্যু হয়। ইহার পর উড়িষ্যায় ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। উড়িষ্যাদেশীয় স্বাধীন রাজাদিগের গজপতি উপাধি ছিল। রাজা মুকুন্দ দেব শেষ গজপতি। ইহাকে পরাস্ত করিবার জন্য সোলেমানের প্রথম চেষ্টা নিষ্ফল হয়। পরে তিনি প্রসিদ্ধ সেনানায়ক কালাপাহাড়কে ও তাঁহার পুত্র বায়জীদকে উড়িষ্যা জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। বায়জীদ ঝাড়খণ্ডের (অর্থাৎ ছোটনাগপুরের) পাহাড়ের উপর দিয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। কালাপাহাড় পূর্বে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে বাঙ্গালার রাজার এক কন্যার রূপে মোহিত ও তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুদিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের উপর, তিনি ভয়ানক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যাজয়কালে তিনি যোঁর্গ নৃশংসচরণ করেন। হিন্দু দেবতা ও দেবালয় দেখিবা মাত্র ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িষ্যাদিগের হৃদয়ে জাগরুক ছিল। পুরীর জগন্নাথের মন্দির লুণ্ঠন করিয়া কালাপাহাড় আরও বিখ্যাত হইয়াছেন। আকবরহলের যুদ্ধে তিনি কেবলমাত্র আহত হন। বহুকাল পরে কংলু খাঁ ও মোগল সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কালাপাহাড় বিনষ্ট হন।

অতি স্থগিত বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উড়িষ্যাজয় সংসাধিত হয়। সের সাহের ভ্রাতৃপুত্র সুলতান ইব্রাহিম সুর কিয়ৎকাল দিল্লীর সাম্রাজ্যভোগ করেন। তদনন্তর তিনি দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়া উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সোলেমান তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার ছলে কোন এক সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি নৃশংস পাশেওঁর ন্যায় তাঁহাকে বধ করেন। তদনন্তর খাঁ জাহাঁকে উড়িষ্যার শাসন-কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া সোলেমান তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কংলু খাঁ পুরীতে একজন অধীনস্থ শাসনকর্তার ন্যায় রহিলেন। সোলেমান এক্ষণে কুচবিহার জয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উড়িষ্যায় ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে সে আশা ত্যাগ করিলেন। বিদ্রোহানল অতি সত্তরেই নির্বাপিত হইল। ইহার পর সোলেমান রাজ্যের অশৃঙ্খলাসাধনে মনোভিনিবেশ করিলেন।

× § ৪। বাঙ্গালার শেষ আফগান রাজা দাউদ খাঁ। — বাঙ্গালায় আফগান সর্দারেরা সোলেমানের পুত্র বায়জীদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দাউদ খাঁকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সোলেমান আকবর বাদসাহের সহিত যে প্রকার সম্ভাব রাখিয়া চলিতেন দাউদ মৃত্যুবরণতঃ তাহার বিপরীতচরণ আরম্ভ করিলেন। ইনি স্বীয় নামে খুংবা* পঠিত ও যুদ্ধা অঙ্কিত হইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সোলেমান অসুস্থ ও অশাসনশীল বিস্তার অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার ১৮০,০০০ সৈন্য, ২,০০০ কামান এবং ৩,৬০০ হস্তীও ছিল। এই সকল বিভবমতে মত হইয়া দাউদ মোগল সাম্রাজ্যে স্বাধিকার বিস্তার করিতে মনস্থ করিলেন, এবং গাজিপুরের সমিহিত জমানিয়া (এক্শে এখানে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে) হুগ্গ বলপূর্বক অধিকার করিলেন। সাম্রাজ্যের সীমাপ্রদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত আকবরের জনৈক সেনানী জমানিয়াতে এই হুগ্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আকবর অবিলম্বে তাঁহার প্রধান সেনাপতি মুনিম খাঁকে দাউদের বিরুদ্ধে বিহারে প্রেরণ করিলেন। মুনিম এক্ষণে “সাম্রাজ্যের উকিল” এবং “খানখানান” অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। দাউদের অধীনস্থ বিহারের শাসনকর্তার সহিত মুনিম সহজনীয়মে একটা সন্ধিস্থাপন করিলেন; কিন্তু আকবর এবং দাউদ উভয়েই এই সন্ধিমত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলেন। আকবর এক্ষণে প্রসিদ্ধ হিন্দু সেনাপতি ও রাজস্বনিয়ন্তা তোডরমলকে মুনিম খাঁর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যাহা হউক ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মুনিম খাঁ দাউদকে পাটনা নগরে অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু পাটনা অধিকার করিতে না পারিয়া বাদসাহকে আপনার সাহায্যার্থে নূতন সৈন্য সংগ্রহপূর্বক

* মুসলমানদিগের দেশে সাধারণ সমক্ষে রাজার নিমিত্ত যে প্রার্থনা পাঠিত হয় তাহাকে খুংবা বলে। ইহা কেবল স্বাধীন রাজাদিগের নামে পাঠিত হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলেন। আকবর নৌকাযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং পাটনার অপর পারে হাজিপুর নগর অধিকার করিলেন। আকবর প্রধান শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের মন্তক ছেদন করিয়া তাহা দাঁড়দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাঁড় সাতিশয় ভীত হইয়া রাত্রিযোগে নৌকারোহণ পূর্বক অতি বেগে টাণ্ডায় পলায়ন করিলেন। আকবর পাটনা অধিকার পূর্বক প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত পলাতকদিগের অনুসরণ করিলেন। অবশেষে মুনিম খাঁকে বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া ও তাঁহাকে দাঁড়দের অনুসরণে প্ররত্ব হইতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া আকবর আগ্রা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

দাঁড় টাণ্ডায় গমন করিবার কালে রাজমহলের সমীপবর্তী তেলিয়াগড় নামক প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কটে উত্তীর্ণ হন এবং তথাকার ছুর্গাটী দৃঢ়নির্গঠিত দেখিয়া ছুর্গা সৈন্যদিগকে উহা প্রাণপণে রক্ষা করিতে আদেশ করেন। রাজা স্ময়ং টাণ্ডায় পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়া এবং হাজিপুরস্থ সৈন্যগণের ছুর্গা স্মরণ করিয়া রক্ষকেরা চতুর্দিকে পলায়ন করিল। মুনিম খাঁ এক্ষণে নির্বিবাদে উক্ত সঙ্কট অধিকার করিলেন। দাঁড় এই ছুর্গটনার কথা শুনিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। বাঙ্গালার রাজধানী মুনিম খাঁর হস্তগত হইল।

রাজা তোড়রমল এক্ষণে দাঁড়দের অনুসরণার্থে উড়িষ্যায় প্রেরিত হইলেন। প্রথমে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অধীনস্থ কর্মচারীগণের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সাহায্যার্থে মুনিম খাঁ টাণ্ডা হইতে আসিতে বাধ্য হইলেন। ইতিপূর্বে দাঁড়দের সহিত অনেকগুলি উপযুদ্ধ হয়। অবশেষে সম্রাটের সৈন্যদল সকল একত্রিত হইয়া মেদিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যে টকুর বা মোগল-মারী নামক স্থানে দাঁড়দের সৈন্যের সম্মুখীন হইল।

বাঙ্গালার ইতিহাসে মোগলমারীর যুদ্ধ অতিশয় প্রসিদ্ধ ঘটনা। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় সমান ছিল, অতিরিক্তের মধ্যে দাঁড়দের অনেকগুলি হস্তী ছিল। যুদ্ধকালে মোগলদিগের অশ্বগণকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য যাক নামক কুম্ভবর্ণ গোঁজাতীয় পশুর লাঙ্গলে ও অন্যান্য বন্যপশুর চর্মে ঐ সকল হস্তীকে মণ্ডিত করা হইয়াছিল। মুনিম খাঁর কতকগুলি শকটাক্রুত ক্ষুদ্র কামান থাকিতে অনেক সুরবিধা হইয়াছিল। উভয় পক্ষ দীর্ঘকাল তুমুল যুদ্ধ করে। অবশেষে দাঁড়দের হস্তী সকল মুনিমের তোপধ্বনিতে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু আফগানঅশ্বারোহী সৈন্যগণ এতাদৃশ বিক্রম ও দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল যে মুনিম স্ময়ং আহত হইলেন এবং তাঁহার শত্রুহস্তে নিপতনের উপক্রম হইল। তাঁহার অধীনস্থ অনেক সুরসাহসী সেনানীও নিহত হইলেন, এবং সমুদায় মোগল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু রাজা

তোড়রমলের অধ্যবসায় এবং অসমসাহস দেখিয়া জয়ন্তী অবশেষে মোগলদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যুদ্ধস্থলে মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তোড়রমল তাহাদিগের সাহস বর্জন্যার্থে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন “যদি খাঁ আলাম মরিয়া থাকে তাহাতে কি? যদি খানে খানান পলায়ন করিয়া থাকে তাহাতেই বা কি ভয়? সাম্রাজ্য ত আমাদেরই!”। এই বাক্য শুনিবামাত্র মোগল সৈন্যগণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল এবং তাহারা পুনর্বীর আফগানদিগকে আক্রমণ করিল। ভীতস্বভাব দাঁড় কতকগুলি প্রিয়সেনানীর যত্নেতে শঙ্কিত হইয়া সত্বর রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিলেন। এইরূপে মোগলমারীর যুদ্ধে মোগলদিগের জয় হইল এবং উহার সঙ্গে বাঙ্গালার আধিপত্য আফগানদিগের হস্ত হইতে মোগলদিগের হস্তে পতিত হইল। আফগানেরা উহার পর আপনাদের রাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

তোড়রমল কটক পর্যন্ত দাঁড়দের অনুসরণ করিলেন। এই স্থানের নিকট মুনিম খাঁও আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে দাঁড় স্থায়ী তরবার সমর্পণ পূর্বক বাদসাহের শরণ গ্রহণ করিলেন। মুনিম তাঁহাকে কটকের আধিপত্য প্রদান করিলেন; দাঁড় তথায় সম্রাটের অধীন হইয়া রহিলেন। উড়িষ্যার অন্যান্য অংশে মোগল-শাসনকর্তা সকল নিযুক্ত করিয়া মুনিম টাণ্ডায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

মুনিম কিরংকাল পরে বর্ষাকালের মধ্যভাগে টাণ্ডা হইতে গোঁড় রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই আজ্ঞা দিয়া তিনি বিচক্ষণের মত কার্য করেন নাই; কারণ বর্ষাকালে এই পরিবর্তন হওয়াতে ইহার অত্যাপকাল পরেই ভয়ানক মরক উপস্থিত হইল। ইহাতে অনেক লোক ও সৈনিক এমন কি অনেক উচ্চপদস্থ ধনশালী ব্যক্তিও প্রাণ ত্যাগ করেন। অবশেষে মুনিম খাঁও এই মরকে পঞ্চ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে অতি প্রাচীন মহানগর গোঁড় পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীগণ স্থানান্তরে যাইতে লাগিল। কতিপয় বৎসর পরে বাঙ্গালার মহাসৈন্য-বিদ্রোহসম্পাতের সময় (৬ অধ্যায়, § ২ দেখ) বিদ্রোহীরা এই স্থানটী প্রধান মনে করিয়া অধিকার করিয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অতি আপকাল পর হইতেই গোঁড়ের বিষয় আর কিছু শুনা যায় না। বহু শতাব্দী পর্যন্ত এই মহানগরের ধ্বংসাবশেষ অরণ্যায়ত ও বন্যপশুদিগের আবাসস্থল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার আফগানেরা অল্প ধারণ করিল। মোগলমারীর যুদ্ধের পর সম্রাটের বশীভূত হইয়া থাকিবেন বলিয়া দাঁড় যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে একবারও স্মরণ না করিয়া ছুর্গা মোগল সৈন্যদিগকে দূরীকৃত করিতে ২ বাঙ্গালার মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। এবং পর্বত-

শ্রেনী ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী আক্কেল (বর্তমান রাজমহল) নামক স্থানে শিবির সমিবেশিত করিলেন। বাদশাহ এই সংবাদ পাইয়া খাঁ জাহাঁ উপাধিদারী হোসেন কুলী খাঁকে মুনিমের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। (মোগল সেনানীদের মধ্যে খাঁ খাঁনা সর্বোচ্চ উপাধি, তাহার নীচেই খাঁ জাহাঁ।) রাজা তোডরমল দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন। তেলিগাড়ির গিরিসঙ্কটে যে সকল আফগান সৈন্যগণ প্রহারের কার্যে নিযুক্ত ছিল, খাঁ জাহাঁ তাহাদিগকে পরাস্ত ও দুরীকৃত করিয়া আক্কেলের দিকে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়াই দাঁউদের পরিহার অবরোধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে দাঁউদের একজন অত্যন্ত সেনানায়ক একটা উপযুক্ত নিহত হওয়ায় উভয় পক্ষেরই সমগ্র সৈন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে)। এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধটিকে আক্কেলের যুদ্ধ বলে।

এই যুদ্ধে রাজা তোডরমল পুনরায় পূর্বের ন্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। উড়িষ্যা-বিজেতা জুরকখাঁ কালাপাহাড় আফগান সেনার দক্ষিণ ভাগের অধ্যক্ষ হইলেন, দাঁউদ স্বয়ং মধ্যভাগের অধিনায়ক হইলেন। সমভাবে সংগ্রাম চলিতেছিল এবং কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে স্থির হয় নাই, এমন সময়ে কালাপাহাড় আহত হইয়া রণক্ষেত্রে ভূতলশায়ী হইলেন। তাহার অধীনস্থ আফগান সৈন্যগণ পলায়নপরায়ণ হইল। খাঁ জাহাঁ এই সুযোগ পাইয়া মধ্যবর্তী মোগলসৈন্যবিভাগ লইয়া দাঁউদের উপর আক্রমণ করিলে সমস্ত আফগান সেনা যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। দাঁউদ ধৃত হইয়া খাঁ জাহাঁর সম্মুখে আনীত হইলেন। খাঁ জাহাঁ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া আগ্রায় আক্কেলের নিকট প্রেরণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনস্থ মোগল স্ববাদারগণ।

§ ১—খাঁ জাহাঁ এবং বাঙ্গালার বন্দোবস্ত। § ২—বাঙ্গালার মোগল জয়গীরদারদিগের মহাসৈন্য বিদ্রোহ। § ৩—প্রথম আফগান বিদ্রোহ। § ৪—রাজা মানসিংহ এবং আফগানদিগের বশীকরণ। § ৫—সের আফগানের রত্নান্ত। § ৬—রাজসংগ্রহ। § ৭—বাঙ্গালায় আফগানদিগের চূড়ান্ত বশীকরণ। § ৮—দেশীয় লোকদিগের অবস্থা। § ৯—বাঙ্গালায় পত্নীগৌড়দিগের যুদ্ধ। § ১০—ইব্রাহিম খাঁ এবং সাজাহাঁর বিদ্রোহ। § ১১—ইসলাম খাঁ মশহদী। § ১২—বাঙ্গালায় ইংরাজ-

দিগের বসতি। § ১৩—সুলতান শাজাহার সময়ে দেশীয় লোকদিগের অবস্থা। § ১৪—শাজাহার সাম্রাজ্যভাঙার চেষ্টা। § ১৫—মীর জুমলা। § ১৬—শায়স্তা খাঁ। § ১৭—ইংরাজ বণিকদিগের সহিত শায়স্তাখাঁর বিবাদ। § ১৮—ইব্রাহিম খাঁ নবাব; শোভা সিংহের বিদ্রোহ; কলিকাতায় ইংরাজদিগের স্থগতি নির্ধারণ। § ১৯—সুলতান আজিম উদ্দৌল্লাহ; ইংরাজদিগের কলিকাতায় জমিদারী ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্তি। § ২০—পুরাতন ও নতুন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির মিলন। § ২১—মুরশিদ কুলী খাঁ। § ২২—ইনি বাঙ্গালার গবর্নর। § ২৩—অস্ত্র চিকিৎসাবিৎ হামিলটন সাহেব এবং দিল্লীতে ইংরাজদিগের দূত প্রেরণ। § ২৪—শাজাহাঁর নবাব। § ২৫—আলীবর্দী খাঁ। § ২৬—শাজাহাঁর অবশিষ্ট রত্নান্ত এবং তাহার পুত্র সর্ফরাজ খাঁ।

§ ১। খাঁ জাহাঁ এবং বাঙ্গালার বন্দোবস্ত। — আক্কেলের যুদ্ধের পর খাঁ জাহাঁ স্থগিত জব্দ ও আফগানদিগের হস্তীসমেত রাজা তোডরমলকে আকবরের নিকট পুনরায় প্রেরণ করিলেন; এবং স্বয়ং দাঁউদের অবশিষ্ট সৈন্যগণের অনুসরণ করিয়া সপ্তগ্রামে তাহাদের শ্রেনীভঙ্গপূর্বক তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। ইহার পর দুই বৎসর কাল তিনি এ প্রদেশের নানা স্থানে আফগানদিগের ক্ষমতা লোপ এবং কোটবিহারের রাজার পরাভব কার্যে অতিবাহিত করেন। তিনি সমুদায় বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা আধিপত্য স্থাপন করিয়া ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে টাণ্ডায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

§ ২। বাঙ্গালার জয়গীরদারদিগের মহা সৈন্যবিদ্রোহ। — আকবর সাম্রাজ্যের দেওয়ান মজফ্ফর খাঁকে খাঁ জাহাঁর পদে নিযুক্ত করিলেন।

মুনিম খাঁ বাঙ্গালা জয় করিয়া মজনুন-খাঁ-কাকশালনামক আপনার এক জন কর্মচারীকে (ইনি কাকশালনামক আফগান জাতির সর্দার ছিলেন) উত্তর বাঙ্গালায় আফগানদিগকে দমন করিতে আদেশ দিয়া ঘোড়াঘাটে প্রেরণ করেন। মজনুন কৃতকার্য হইলেন এবং সম্রাটনিয়োজিত জাইগীরদারের ন্যায় ঐ অঞ্চলে বসতি করিতে লাগিলেন। সমুদায় কাকশালজাতীয় লোক একত্রিত করিয়া, আবশ্যক হইলে তাহার সৈনিক কার্য করিয়া তাহার সহায়তা করিবে এই নিয়মে তাহাদিগকে ভূমি বণ্টন করিয়া দিলেন।

• হুগলীর সন্নিকটস্থ সপ্তগ্রাম এই সময়ে একটি অতি প্রধান বন্দর ছিল। রপ্তানি এবং আমদানির শুল্কের অধিকাংশই এই স্থলে সংগৃহীত হইত। পূর্বে গঙ্গার একটি বৃহৎ শাখা সপ্তগ্রাম দিয়া (তাত্রলিপ্ত) তমোবুক পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। বহুকাল হইল এই নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং ইহার সঙ্গে ২ সপ্তগ্রামের বাণিজ্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সপ্তগ্রাম একটি সামান্য গ্রাম হইয়া পড়িয়াছে। তথায় কতকগুলি সামান্য কুটির ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। মুসলমানদিগের সময়ে লোকে এই স্থানকে বলঘাকখানা (অর্থাৎ বিদ্রোহস্থল) বলিত।

[টিকা। — কতকগুলি নির্ধারিত কার্য দ্বারা প্রভুর সহায়তা করিবেন বলিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে যে ভূমি প্রদত্ত হয়, (সাধারণতঃ ইহা কোন প্রশস্ত কার্যের পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হয়) তাহাকে জাইগীর বলে। এই জাইগীর-অধিকারীদিগকে জাইগীরদার বলে। অধিকাংশ জাইগীর যুদ্ধকালে সাহায্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত; অর্থাৎ আবশ্যক হইলে জাইগীরদারদিগকে নির্ধারিতসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রভুর অনু-বর্তন করিতে হইত। বিধিমত কার্য করিতে গেলে, জাইগীরের উৎপন্ন টাকা হইতে জাইগীরদার ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের বেতন দিয়া বাহা উদ্ধৃত হইত তাহা প্রভুকেই প্রদান করিতে হইত।

আপনার অধীনস্থ সেনানীগণকে জাইগীর দান সম্বন্ধে মজনুন বাঙ্গালায় যেরূপ ব্যবস্থা করেন, আফগানদিগের মধ্যে সেই ব্যবস্থা অনেক কাল প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় রণপ্রিয়জাতিদের মধ্যে বহুকাল হইতে ফিউডেল সিস্টেম নামে যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত জাইগীরপ্রণালীর অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।]

মজনুন খাঁর দৃষ্টান্তে অন্যান্য অনেক মোগলসৈন্যাদ্যক্ষ জাইগীর বিতরণ করেন। এই হেতু বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যা অধিকাংশ ভূমি এই সৈনিক জাইগীরদারগণের অধিকারে ছিল। ইঁহারা সম্রাটকে যৎসামান্য কর প্রদান করিতেন। এই সময়ে সম্রাটের উজীর শা-মনসুর রাজস্বের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক স্থানিয়ম সংস্থাপন করেন। জাইগীরদারেরা পাছে কেহ কোন জাইগীর দীর্ঘকাল ভোগ করিয়া তাহাতে স্থায়ী স্বত্ব লাভ করে এই আশঙ্কায় শা-মনসুরের আদেশানু-সারে মজফ্ফর খাঁ এই নিয়ম করিলেন যে কোন জাইগীর এক ব্যক্তির অধিকারে অধিক কাল থাকিবে না ও জাইগীরদারেরা আপনাদের জাইগীরের আয় সম্বন্ধীয় হিসাব তম ২ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। শা-মনসুরের এই আদেশমত কার্য আরম্ভ হইলেই অনেক প্রধান জাইগীরদার প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহচরণ করিল। এই বিদ্রোহী-দিগের মধ্যে মাসুম খাঁ কাবুলী ও বাবা খাঁ সর্বপ্রধান ছিলেন। মাসুম খাঁ কাবুলী একজন অতি বিখ্যাত সেনানী ছিলেন; তিনি কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে আহত হন। বাবাখাঁ ঘোড়াঘাটের কাক্শাল আফগানদিগের অধিনায়ক ছিলেন।

মজফ্ফর খাঁ বাঙ্গালার এই বিদ্রোহীগণকে অনেক বার পরাজিত করেন। কিন্তু পরিশেষে বিহারের জাইগীরদারগণ, মাসুম খাঁ কাবুলীকর্তৃক অধিনীত হইয়া বলপূর্বক তেলিগাড়ির গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইলেন এবং বাঙ্গালায় কাক্শাল প্রভৃতি জাতিদের সহিত মিলিত হইয়া টাণ্ডার জুগ অবরোধ করিলেন। বিদ্রোহীরা যদি সম্রাটের ক্ষমা ও উড়িষ্যার নূতন জাইগীর প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিত; কিন্তু নির্বোধ মজফ্ফর যুৎপ্রাচীর-চতুষ্টয়বেষ্টিত টাণ্ডার জুগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনার বলহীনতা প্রকাশ

করিলেন। ইহাতে বিদ্রোহীদিগের দাবি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা জুগ আক্রমণপূর্বক মজফ্ফরকে বন্দী করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে এই প্রদেশ কিঞ্চৎকাল তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকারে রহিল।

আকবর এই সঙ্কটের সময় রাজা তোডরমলকে বাঙ্গালার ও বিহারের শাসনকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে রাজা তোডরমল হিন্দু জমিদারদিগের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের রগদ বন্ধ করিলেন। ইহাতে তাহারা বাঙ্গালায় পলায়ন করিল। কেহ ২ উড়িষ্যার প্রধান জমিদার ইমার শরণাপন্ন হইল। এই প্রকারে বিহার পুনর্ব্বার সম্রাটের শাসনাধীন হইল। কিন্তু অবশেষে রাজা তোডরমল ও তাঁহার সহযোগী মুসলমান সেনানীগণের মধ্যে ঈর্ষাভাব সঞ্চারিত হওয়াতে আকবর রাজা তোডরমলকে দিল্লীতে পুনরাহূত করিয়া খাঁ আজম উপাধি দিয়া আজিজ খাঁকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিলেন।

[টিকা।—তদনন্তর তোডরমল মোগল সাম্রাজ্যের উকিল হইয়া রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অনেক স্থানিয়ম সংস্থাপন করেন। এই সকল সংস্কারসাধনের নিমিত্তই তাঁহার নাম চিরবিখ্যাত হইয়াছে। তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যের রাজস্বের একটা নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজস্ব ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ছিল। রাজা সর্বপ্রধান ভূস্বামী বলিয়া রাজস্বস্বরূপ ভূমির উপস্থরের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন। রাজস্ব শস্যের পরিবর্তে টাকায় লওয়া হইত। বাঙ্গালার রাজস্বসম্বন্ধে এই সময়ের প্রধান ইতিহাসলেখক আবুলকাজল বলেন “বাঙ্গালার প্রজারা একান্ত বশ্যদ ও রাজস্ব প্রদানে তৎপর। বৎসরের মধ্যে ৮ মাস তাহারা নির্ধারিত রাজস্ব কিস্তিবন্দি করিয়া দেয়। উহা প্রদান করিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে টাকা ও মোহর লইয়া তাহারা স্বয়ং উপস্থিত হয়। রাজস্ব প্রায়ই শস্য প্রদত্ত হইত না। কলেক্টার ও প্রজা উভয়ের সম্মতিতেই ভূমিকর নির্ধারিত হয়।”

পূর্বে গবর্ণমেণ্টের হিসাব পত্র সকল হিন্দী ভাষায় লিখিত হইত, কিন্তু তোডরমল এক্ষণে আদেশ করিলেন যে তৎসমুদায় পারস্য ভাষায় লিখিত হইবে। এই কারণ প্রযুক্ত হিন্দুরা এক্ষণে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী ও পারস্য ভাষার যোগে উর্দু নামক এক মিশ্রভাষার সৃষ্টি হইল। আকবরের সময়ের রাজা মানসিংহ প্রভৃতি অন্যান্য হিন্দুদিগের ন্যায় তোডরমলও এক জন প্রধান অমাত্য ছিলেন। ইনি ৪০০০ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।]

খাঁ আজম বিরোধী জাইগীরদার গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে এক ২ করিয়া বিদ্রোহীদের পক্ষ হইতে বিশ্লিষ্ট করিতে লাগিলেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতে হইতে আজম রাজধানী টাণ্ডা অধিকার করিলেন

এবং যে ভয়ানক বিদ্রোহ মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিলোপের উপক্রম করিয়াছিল তাহাও প্রশমিত হইল।

§ ৩। প্রথম আফগান বিদ্রোহ।—যে সময় বাঙ্গালায় সৈন্য বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সম্রাটের সেনানীগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইসময়ে বিজিত আফগানগণ কংলুখার অধীনে পুনর্ব্বার একত্রিত হইল। (৫ অধ্যায় § ৩ দেখ)। তাহার উড়িয়ায় সমুদায় এবং দামোদর নদী পর্যন্ত বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ পুনরধিকার করিল। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে কংলুখাঁ এবং আজমের কোন এক সেনানীর সহিত একটা সন্ধি সংস্থাপনের কথা হয়, কিন্তু কতকগুলি আফগানের ঔদ্ধত্য বশতঃ এই সন্ধি সংস্থাপিত হইল না। কংলুখাঁ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে খাঁ আজম বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া আশ্রয় প্রত্যাহৃত হইলেন বলিয়া মোগলদিগের জয়শ্রোত রুদ্ধ হইল। খাঁ আজমের পর সাহাবাজ খাঁ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। আফগানেরা বাঙ্গালার প্রতি আর হস্তক্ষেপ করিবে না এই নিয়মে, সাহাবাজ তাহাদিগকে সমুদায় উড়িয়া অধিকার করিতে দিলেন। ইনি কতিপয় মাস মাত্র বাঙ্গালায় স্থবাসী করেন।

§ ৪। রাজা মানসিংহ এবং আফগানদিগের বন্ধীকরণ।—এইরূপ স্থলভ নিয়মে আফগানদিগকে উড়িয়াপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, সকলেরই বিশ্বাস যে সাহাবাজ আফগানদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি পুনরাহৃত হইলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার পদে আর এক জন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই নূতন শাসনকর্তার মৃত্যু হওয়াতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আকবর অম্বর বা জয়পুরের রাজা মানসিংহকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে মোগলরাজসভায় যতগুলি বড় লোক ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মানসিংহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানসিংহ যেরূপ স্বযোদ্ধা ও রাজনীতিকুশল ছিলেন, তাহাতে হিন্দুরা যে তাঁহার নামের গোঁরব ও গর্ব্ব করিয়া থাকে তাহা অসঙ্গত নহে। কুমার মানসিংহ (ইনি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন) কচুবার রাজপুতদিগের অধিপতি রাজা বিহারীমলের পৌত্র এবং রাজা ভগবানু দাসের পুত্র ছিলেন। মানসিংহ অম্বররাজ্যসংস্থাপকের অধস্তন বিংশতিতম পুরুষ। জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজও এই বংশোদ্ভব। ইহার পূর্বে এবং মানসিংহের পর ১৩ জন রাজা রাজত্ব করেন। মানসিংহের ভগিনীর সহিত আর রাজপুত্র সেলিমের (পরে ইনি জাহাঙ্গীর বাদশাহ হন) বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে সেলিমের খোসরো নামে এক পুত্র হয়। মানসিংহ পঞ্জাবে এবং অন্যান্য স্থানে অতিশয় সখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি ৫,০০০ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।

মানসিংহের উড়িয়া জয়ের প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে তাঁহার অধীনস্থ প্রতিনিধি-শাসনকর্তা তাঁহার সাহায্যার্থে প্রয়োজনানুরূপ নুতন সৈন্যসমূহ আনয়ন করিতে অবহেলা করেন। জয়োল্লাসিত আফগানেরা তাঁহার পুত্র জগৎসিংহকে বন্দী করে; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনার কিয়দিন পরে কংলুখাঁর মৃত্যু হয় এবং আফগানেরা জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করে। ইহাতে রাজা মানসিংহ অত্যন্ত আশ্চর্য্যিত হইলেন, কারণ বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে তিনি বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে পারিতেন না। অতএব তিনি কংলুখাঁর সন্তানদিগের অভিভাবক ইশার সহিত এই বন্দোবস্ত স্থির করিলেন যে উড়িয়া আফগানদিগের অধিকারে থাকিবে, কিন্তু তাহাদিগকে মুদ্রায় ও প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্রে বাদশাহের নাম ব্যবহার করিতে হইবে এবং রাজা মানসিংহকে জগন্নাথ ক্ষেত্রের অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

ইশা যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন আফগানেরা এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিল; কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি পরলোক গত হইলে তাঁহার পুত্র ওস্মান অন্যান্য আফগান সর্দারদিগকে একত্রিত করিয়া জগন্নাথক্ষেত্র আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। রাজা মানসিংহ হিন্দু ছিলেন, তিনি এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং সৈন্যে উড়িয়া আক্রমণপূর্ব্বক স্ববর্ণরেখার তীরে আফগানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া উড়িয়া প্রদেশ পুনর্ব্বার মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। তিনি যুদ্ধসন্ধি অনুযায় ১২০ টি হস্তী আশ্রয় বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তিনি রাজমহল নাম দিয়া আক্কেলে রাজধানী স্থাপন এবং রাজপ্রাসাদ ও স্বদূত ভূগর্ভ নির্মাণ করেন। অবশেষে এই নগরের আয়তন ও খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হয় যে, মুসলমানেরা আকবর বাদশাহের নামে ইহার নাম আকবরনগর রাখে।

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারাদিধিপতি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনীর সহিত রাজা মানসিংহের বিবাহ হয়। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ইহার পূর্বে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই বিবাহ হেতু লক্ষ্মীনারায়ণের জাতি কুটুম্ব ও প্রজাগণ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে। কিন্তু মানসিংহ অতাপ্প কালের মধ্যে কুচবিহারে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে তাহারাই ইহাকে পুনর্ব্বার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। বাঙ্গালার এই অঞ্চলে মোগলদের এই প্রথম প্রবেশ।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহের আজ্ঞানুসারে মানসিংহ বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথে মোগল সেনাগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিলে, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙ্গালায় রহিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই জগৎসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই স্বযোগে উড়িয়াস্থ

আফগানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহচরণে প্রবৃত্ত হইল। ওসমানখাঁকর্তৃক অধিনীত হইয়া তাহার বালেশ্বরের অন্তঃপাতি ভদ্রক নামক স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে মোগলেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল এবং আফগানেরা বাঙ্গালার অধিকাংশ অধিকার করিল। এই সময়ে মানসিংহ আজমীরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র সত্বর বাঙ্গালাভিমুখে গমন করিলেন। স্বীয় অনুচর-বর্গকে একত্রিত করিবার মানসে তিনি পশ্চিমধ্যে রোহতাস দ্বর্গে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া আফগানদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বর্ধমান এবং মুরশিদাবাদের মধ্যবর্তী সেরপুর আটাই নামক স্থানে তিনি আফগানদিগকে পরাস্ত করেন। তাহাদের সেনানায়ক ওসমান খাঁ উড়িষ্যায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ইহার পর রাজা মানসিংহ বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। এই সময়ে বাদসাহ তাঁহাকে সপ্ত সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষপদ প্রদান করেন। তৎকালে অন্য কোন প্রজা এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা মানসিংহ স্বচািরূপে বাঙ্গালায় শাসনকার্য্য নিরূহ করেন। কিন্তু এই সময়ে আকবরের আসন্নমৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বপদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাঁহার ভগিনী-পতি সেলিম বাদশাহ না হইয়া তাঁহার ভাগিনেয় সিংহাসনে অধিরোধন করেন। কিন্তু তিনি আপনার এই অতীষ্ট স্বপ্ন করিতে পারিলেন না এবং সেলিম ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর বাদসাহ হইলেন। যদিও মানসিংহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তথাপি সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমাকরা বুদ্ধির কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে জাহাঙ্গীর স্বীয় ধাত্রীপুত্র সেখ খুবুকে কুতবুদ্দীন উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গালার কর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। মানসিংহ দিল্লীতে পুনরাহূত হইলেন।

[টীকা।—ইহার পর রাজা মানসিংহ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাজপুতানায় স্বথসম্পাদে জীবন যাপন করেন। দক্ষিণবর্ত্তের যুদ্ধে জাহাঙ্গীরের আত্মহুল্যার্থে তিনি এই দেশে সৈন্য সংগ্রহ করেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং দক্ষিণাপথে গমন করেন এবং তথায় ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকপ্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে তাঁহার ১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৬০ জন তাঁহার সহিত চিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করে। তাঁহার বহুসংখ্যক পুত্রের মধ্যে একজন মাত্র তাঁহার মৃত্যুর সময়ে জীবিত ছিলেন। ইহার নাম রাজা ভাওসিংহ। ইনি মানসিংহের সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হইলেন।]

§ ৫। শের আফকনের রত্নাভি।—সম্রাট জাহাঙ্গীর, তাঁহার পিতা আকবরের জীবদ্দশায় মিহরুমিসা নাম্নী এক রূপবতী কামিনীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে

বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। আকবর ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে শের আফকন নামক এক জন উচ্চবংশোদ্ভব পারসিক যুবর সহিত ঐ কন্যাটির বিবাহ হয়। তদনন্তর আকবর সেরকে বর্ধমানে টয়লদারী বা শাসনকর্ত্ত্বপদ প্রদান করেন। এখনও পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর মিহরুমিসাকে বিবাহ করিবার চেষ্টাশী পরিত্যাগ করেন নাই। স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে সেরকে প্ররোচিত করা বা তাঁহার প্রাণনাশ করা ব্যতীত এই চেষ্টাশী চরিতার্থ করিবার অন্য উপায় ছিল না বলিয়া, তিনি সম্রাট পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধাত্রীপুত্র কুতবুদ্দীনের সাহায্যপ্রত্যাশায় তাঁহাকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। জাহাঙ্গীর কুতবের প্রতি আদেশ করিলেন যে, তিনি সেরকে রাজসভায় প্রেরণ করেন। সের আসিতে অস্বীকার করিলেন। তদনন্তর কুতব বর্ধমানে গমন করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে কুতব স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সেরের নিকট এই বলিয়া পাঠান যে, তাঁহার প্রতি কোন অনিষ্ট আচরিত হইবে না। কুতব বর্ধমানে উপনীত হইলে সের দুই জন মাত্র অনুচর লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সের নিকটে আসিবা মাত্র কুতব তাঁহাকে কাটিয়া কেলিবার জন্য কশা উত্তোলনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারীগণকে ইঙ্গিত করিলেন। ইহাতে সের আশ্চর্যান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “এসব ব্যাপার কি?” তদনন্তর কুতব আপনার লোকজনকে ফিরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সেরের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। কুতবের লোকজন এই সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে ২ সেরের চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে সের মহাবেগে স্ববাদারের দিকে ধাবিত হইয়া তাঁহার নাভির নিম্নদেশে তরবার দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিলেন। কুতবের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল সম্রাটগণ দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি এই সিংহ-বিক্রম সেরের প্রাণ বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যেও কুতবের দশা ঘটিল। সেরের ভীষণ তরবারির আঘাতে তাঁহারা ধরাশায়ী হইলেন। অবশেষে বহুসংখ্যক লোক সেরের চতুর্দিক্ বেষ্টিতপূর্ব্বক তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। সের ভূতলশায়ী হইলেন। যখন সেরের মৃত্যু সংবাদ কুতবের নিকট পহঁছিল তখনও তিনি অশ্রোপরি আরুঢ় ছিলেন। তৎপরে তিনি সেরের পরিবার ও সম্পত্তির গতিবিধান সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন যে তাঁহার নাড়ী সকল উদর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল, কেবল তিনি হস্তদ্বারা তাহা ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাকে পালকী করিয়া লইয়া যাইতে ২ তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

[টীকা।—মিহরুমিসা অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত স্বামিবিয়োগজনিত শোক সহ্য করিলেন; এবং কিছু দিনের মধ্যে মহারাজী মুরজাহান নামে বাদশাহের সহধর্ম্মিনী

হইলেন। জাহাঙ্গীর “তজক” নামক স্মরণীয় গ্রন্থে সেরের যত্নে উদারানুচিত হই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং “সেই কালামুখ ছুরাচার সের চিরকাল নরকে বাস করিবে” এরূপ আশাও প্রকাশ করিয়াছেন।]

§ ৬। রাজস্ব সংগ্রহ।— কুতবুদ্দীনের পর জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ বাঙ্গালার স্ববাদের হইলেন। ইনি ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে গৌরকপুরের রাজা বিখ্যাত শঙ্কররামকে পরাজিত ও নিহত করেন। জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ অতি নির্দয় ও কঠোরভাবে প্রজাদিগের নিকট হইতে স্বয়ং রাজস্ব বলপূর্বক আদায় করিতেন বলিয়া তিনি সর্বজনানিত ছিলেন। যখন তিনি বাহির হইতেন, তখন তাঁহার সহিত এক জন তুরীবাদক থাকিত। রাজস্ব সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি আপত্তি উপস্থিত করিলে ঐ তুরীবাদকেরা এরূপ ভয়ানক শব্দ করিত যে, তদ্বারা আপত্তিকারীগণ ভীত হইয়া স্ববাদের আজ্ঞামত কার্য করিতে বাধ্য হইত। ইহাতেও যদি কোন ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে স্ববাদের সঙ্গে যে একশত কাস্মীরদেশীয় ধানুক্ষ থাকিত, তাহারা আজ্ঞা পাইবামাত্র যাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইত তাহার বক্ষঃস্থল শরদ্বারা বিদীর্ণ করিত। এই ধানুক্ষেরা বাণদ্বারা উড্ডীয়মান ক্ষুদ্র পক্ষী সকলকে আহত করিতে পারিত।

§ ৭। বাঙ্গালার আফগানদিগের চূড়ান্ত বশীকরণ।— জাহাঙ্গীর কুলী খাঁর পর সেখ ইসলাম খাঁ বাঙ্গালার স্ববাদের হইলেন। ইহার শাসনকালে উড়িষ্যার আফগানেরা বাঙ্গালার আপনাদের অধিকার পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে। ইহাই তাহাদের শেষ চেষ্টা। ওসমান সাধারণের নিকট কতলু খাঁর পুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন বটে, [§ ৮ দেখ] কিন্তু বোধ হয় তিনি লোহানী জাতীয় আফগানদিগের অধিপতি ইশা খাঁর পুত্র ছিলেন। ওসমান এক্ষণে আফগানদিগের অধিপতি হইলেন এবং আপনাকে স্বাধীন করিতে সক্ষম করিলেন। কিন্তু স্বজাতীয় খাঁ নামক এক জন সাহসী ও বহুদর্শী সেনাপতিকে ইসলাম খাঁ আফগানদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব বাঙ্গালার কোন এক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওসমান আপনাকে স্বাধীন করিতে দিকে চালিত করিলেন, স্বজাতীয় বর্ষাঘাতে হস্তীকে আহত করিলেন। সেই সময়ে একটা গুলি আসিয়া ওসমানের ললাটদেশে বিদ্ধ করিল, ওসমান সেই দিন রাতেই প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। ওসমানের জাতিবর্গ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বাদসাহের শরণাগত হইলেন। ওসমানের ভ্রাতা জাহাঙ্গীরের এক জন পারিষদ হইয়া রহিলেন। বাদসাহের নিকট হইতে স্বজাতীয় খাঁ সাহসের পুরস্কার স্বরূপ “রস্তমাই জামন” অর্থাৎ “তৎকালের হারকিউলিস্” উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইসলাম খাঁরও পদোন্নতি হইল।

§ ৮। দেশীয় লোকদিগের অবস্থা।— এই রূপে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আফগানদিগের ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্ত্যার খিলজী কর্তৃক

মবদ্বীপ অধিকার হইতে আকম্বলের যুদ্ধ (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত ৩৭০ বৎসর কাল আফগানেরা এই সকল প্রদেশে আধিপত্য করে। ইহার পরে আরও ৩৬ বৎসর পর্যন্ত কলহপ্রিয় আফগানেরা মোগলদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব বশতঃ গ্রামাদি অগ্নিসং ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া এতদেশ উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিল। ইহাতে চারি দিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সময়ে অধিবাসী-সংখ্যার অধিকাংশই হিন্দু-জাতীয় ছিল। ইহাদের প্রতি কেহই যত্ন প্রকাশ করিত না, সকলেই উপেক্ষা করিত। মধ্যে ২ ইহাদিগকে যোর অত্যাচারও সহ্য করিতে হইত। রাজ্যমধ্যে যত দিন শান্তি বিরাজিত থাকিত তত দিন এই হিন্দু প্রজারা নির্বিঘ্নে ভূমিকর্ষণ ও বাণিজ্যকার্য নিরীহ করিতে পারিত। কারণ রাজা ও সামন্তেরা সকলেই জানিতেন যে, প্রজারা স্বচািরূপে কৃষি ও বাণিজ্যকার্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহার বিপুল রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আফগান জাইগীরদারগণ যে নিয়মে জাইগীর ভোগ করিতেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল জাইগীরদারদের বহুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল ও লুণ্ঠনপ্রিয় অনুচর থাকিত। ইহারা যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার শ্রমকার্য ঘণিত জ্ঞান করিত। আফগানেরা যেরূপ পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিত, তাহা তাহাদের সকল ইতিবৃত্তলেখক-দিগেরই গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে তারীখ-ই-ফীরুজ-শাহী গ্রন্থকর্তা বলিয়াছেন “দেওয়ানের অধীনস্থ কলেক্টর হিন্দুদের প্রতি কোন কর দিবার আজ্ঞা প্রদান করিলে, তাহারা সেই সকল কর ভীত ও নম্র ভাবে প্রদান করিবে। তাহাদের মুখের ভিতর খুংকার করিতে কলেক্টরের ইচ্ছা হইলে, জাতিভ্রষ্ট হইবার ভয় পরিত্যাগপূর্বক তাহাদিগকে মুখব্যাদান করিয়া কলেক্টরের নিকট দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। শাসনাধীন বিধর্মী প্রজারা একান্ত বশব্দ কি না এইটা জানিবার উদ্দেশ্যেই কলেক্টরগণ তাহাদের মুখে খুংকার ফেলিতেন ও যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেন”। যুদ্ধকালে এই দেশকে শত্রুরাষ্ট্র জ্ঞান করিয়া আফগানেরা তদনুরূপ আচরণ করিত। তাহারা ইশার যত্নের পর পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির লুণ্ঠন করে। তাহারা এতদূর লুণ্ঠনপ্রিয় ছিল যে, লুণ্ঠনকাল উপস্থিত হইলে কিছুতেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিত না।

মোগলদিগের সময়ে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। আকবরের অপক্ষপাতিত্ব এবং ধর্মবিষয়ে বিদ্বেষশূন্যতাই ইহার প্রধান কারণ। ইনি আপনার মন্ত্রী ও সৈন্যধ্যক্ষ সকল নিয়োগ করিবার কালে জাতি ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি করিতেন। রাজা মানসিংহ ও রাজা তৌদরমলই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আফগানদিগের ক্ষমতা লোপ করিয়া মোগলেরা যে বাঙ্গালার আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই দেশের অধিকাংশ লোকের অনেক

বিষয়ে মঙ্গল হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালার কোনও মোগল নবাব প্রজাপীড়ন ও লাশ্পাট্য বিষয়ে পূর্বতন আফগানদিগের অপেক্ষা নূন ছিলেন না। অতরাং এই দেশে ইংরাজদিগের আধিপত্য সংস্থাপিত হওয়াতে মঙ্গল হইয়াছে; কেন না তাঁহারা যেরূপ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা সহকারে রাজ্যশাসন করেন, সেইরূপ আবার প্রজাদিগের প্রতি সকল সময়ে ন্যায়ালুগত ব্যবহার করিতে ক্রটি করেন না।

§ ৯। বাঙ্গালায় পর্তুগীজদিগের যুদ্ধ।— আফগানবিজয়ী ইসলাম খাঁর শাসনকালেই পর্তুগীজদের প্রাধিকার হয়। পর্তুগীজ ও মঘ অথবা আরাকানীয়দিগের উপদ্রব নিবারণার্থে ইসলাম উত্তরে রাজমহল হইতে দক্ষিণ-পূর্বে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে পর্তুগীজেরা আসিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বসতি করে। ১৫৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের জাহাজ গঙ্গানদীতে আসিয়াছিল। যে সময়ের রত্নাঙ্ক লিখিত হইতেছে, সে সময়ে ইহাদের অনেকে চট্টগ্রাম এবং আরাকানের উপকূলে বাস করিত এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ উপকূলবিভাগ লুণ্ঠন করিয়া কাল যাপন করিত। এই পর্তুগীজ জলদস্যুদিগের প্রধান দল সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেকে আপনাদের অধ্যক্ষ করিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগোৎপন্ন মেঘনা নদীর মোহনাস্থিত সন্দ্বীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপ অধিকার করিয়া তথায় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। গঞ্জালে পূর্বে একজন সামান্য নাবিক ছিলেন। তাহার পরে এই লুণ্ঠনশীল দস্যুরা তাঁহাকে এক্ষণে অধ্যক্ষ মনোনীত করে। আরাকানের রাজা ও তাঁহার প্রজা মঘদিগের সহিত মিলিত হইয়া গঞ্জালে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই আক্রমণের পূর্বে পর্তুগীজ ও মঘদিগের মধ্যে এই নিয়ম স্থির হয় যে, জয়লব্ধ দ্রব্য সকল তাহারা সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইবে। কিন্তু ইসলাম তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাড়িত করেন। এই জয়লাভের পর মোগল স্ববাদারের ক্ষমতা এতদূর পরিবর্তিত হইল যে, তিনি বাঙ্গালায় আফগানদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (পূর্বে পরিচ্ছেদে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে)।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার ভ্রাতা কাসিম খাঁ বাঙ্গালার স্ববাদার হন। কাসিমের রাজ্য শাসনকালে, গঞ্জালের বিশ্বাসঘাতকচরণে পর্তুগীজ জলদস্যুরা আরাকানের রাজার সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার রণতরী সকল হস্তগত করে এবং আরাকানের উপকূলবিভাগ লুণ্ঠন করে। এমন কি ইহার সমস্ত আরাকান দেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে পর্তুগীজদের ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধিকেও গোজা নগর

হইতে আত্মহীন করে। আরাকানের রাজা ওলন্দাজদিগের কতকগুলি জাহাজের সাহায্যে পর্তুগীজদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করেন। পরিশেষে সন্দ্বীপ আক্রমণ-পূর্বক গঞ্জালেকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ দ্বীপ হইতে বহিস্কৃত করেন। এক্ষণে মঘেরা বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে জাহাজীর বাঙ্গালার স্ববাদার কাসিমের উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে রাজী মুরজাখানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

বাঙ্গালায় পর্তুগীজদিগের রত্নাঙ্ক শেষ করিবার মানসে ইব্রাহিমের পরে যে পাঁচজন স্ববাদার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ আমরা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম না; একবারে কাসিম খাঁ জোয়ানীর শাসনকালের বিবরণ আরম্ভ করিলাম। (ইহাদের বিবরণ পর পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে।) সাজাহান দিল্লীস্থর হইয়া ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে কাসিম খাঁ জোয়ানীকে বাঙ্গালার স্ববাদারীপদে নিযুক্ত করেন। পূর্বোল্লিখিত কাসিম খাঁর সহিত এই কাসিমের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিছুকাল হইতে বাঙ্গালায় পর্তুগীজদিগের প্রভাব বিলক্ষণ পরিবর্তিত হইতেছিল। এই সময়ে বহুসংখ্যক পর্তুগীজ ছগলী ও চট্টগ্রামে বসতি করিত; এই দুই স্থানে তাহাদের দুইটি সুরক্ষিত কুঠী ছিল। সাজাহানপ্রাপ্তির পূর্বে সাজাহান যখন বাঙ্গালার শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে পর্তুগীজেরা দেশীয় লোকদিগকে বলপূর্বক খৃষ্টান করিত। এই সকল দেখিয়া তিনি ইহাদের উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। এক্ষণে তিনি ইহাদের কুঠী সকল একবারে নষ্ট করিতে কাসিমের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাসিম স্বীয় পুত্র ইমামুজ্জামকে ছগলী অধিকারার্থে প্রেরণ করিলেন। পর্তুগীজেরা মহা সাহস ও বিক্রম সহকারে আপনাদিগকে ছয় সাত মাস পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা শত্রুপক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্যও বিনষ্ট করে। অবশেষে মোগল সৈন্যগণ জলসিঞ্চন দ্বারা উহাদিগের গির্জার সম্মুখস্থ পরিখা শুষ্ক করিয়া ফেলিল এবং তাহার নিম্নদেশে একটি গম্বুজ খনন করিল। পরে এই গম্বুজের বারদ পুরিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান পূর্বক গির্জা উড়াইয়া দিল। এইরূপে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ ই সেপ্টেম্বর তারিখে নগর ও দুর্গ মোগল সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইল। মোগলেরা প্রায় ৪,০০০ পর্তুগীজকে বন্দী করিয়াছিল। ইহার পর পর্তুগীজেরা আর কখন বাঙ্গালায় পূর্বের ন্যায় প্রভাবশালী হইতে পারে নাই। মোগলেরা ছগলীকে রাজবন্দর করেন। তাহাতে উহা অতিসমৃদ্ধি একটি রহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে সপ্তগ্রামের অবনতি হইতে লাগিল এবং নোকে উক্ত স্থান পরিত্যাগপূর্বক ছগলীতে বাণিজ্যব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিল।

§ ১০। ইব্রাহিম খাঁ; এবং সাজাহানের বিদ্রোহ। — কাসিম খাঁ এবং কাসিম খাঁ জোয়ানীর মধ্যে বাঙ্গালায় যে পাঁচ জন স্ববাদের হন, তাঁহাদের ইতিহাস এক্ষণে আরও হইতেছে।

“ইব্রাহিম খাঁ ফৎজৎ” য়িয়াস বেগের চতুর্থ পুত্র এবং রাজী নূরজাহানের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। আগ্রার রাজসভায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া ইব্রাহিম স্বথস্বচ্ছন্দে বাঙ্গালা শাসন করেন। কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। রাজ্যের আদেশানুসারে ভদ্রবংশীয় মহিলাদিগের পরিচ্ছদপ্রথা পরিবর্তিত হওয়াতে তাহারা অতি সূচিক্রণ ও বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিল। আগ্রার সভাসদমণ্ডলী ঢাকাই মলমল এবং মালদহের পটুভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাঙ্গালার শিপ্পকার্যের সমধিক উন্নতি হয়। ঢাকায় এরূপ সূচিক্রণ মলমল প্রস্তুত হইত যে, উহার অনেক গজ ওটাইলে তাহা একটা ক্ষুদ্র অঙ্গুরীর তিতর দিয়া টানিয়া লইতে পারা যাইত।

এই সময়ে কয়েকজন ইংরাজ সওদাগর প্রথমে এই দেশে আগমন করেন। তাঁহারা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে পাটনা নগরে একটা কুঠী নির্মাণ করেন (§ ১২ দেখ)। ইহাতে বাঙ্গালার বাণিজ্যের উন্নতি শ্রোতঃ পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর হইল।

আফগান পতুগীজ এবং মঘদিগের দৌরাভ্য নিবারণিত হইলে বাঙ্গালা নিরুপদ্রব হইল। বাঙ্গালা যে এক্ষণে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সন্তোষ করিবে এরূপ আশা সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে কুমার সাজাহান স্বীয় পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিতে, পুনর্বার এতদেশ লুণ্ঠিত ও নরশোণিতে প্রাণিত হইতে লাগিল। সাজাহান দক্ষিণাপথের যুদ্ধে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি দেখিলেন যে, পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জেষ্ঠ্য ভ্রাতারই সিংহাসন অধিকার করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন তিনি দক্ষিণাপথস্থিত মোগল সৈন্যগণকে লইয়া স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতে এবং পিতার মৃত্যুর পর বলপূর্বক স্যং সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে কৃতসঙ্কপ হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি দক্ষিণাপথে পরাজিত হইলেন। পরে, বাঙ্গালার বিপুল ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইলে পিতার বিরুদ্ধে অক্লেশে যুদ্ধ করিতে পারিবে এই আশায় সাজাহান বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তেলিঙ্গানার তিতর দিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ পূর্বক সাজাহান উক্তপ্রদেশ অবধি অধিকার করিলেন এবং সৈন্যগণের শ্রান্তি দূরার্থে কিয়ৎকাল কটকে অবস্থিতি করিলেন। পরে তিনি বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া বলপূর্বক বর্জ্জমান অধিকার করিলেন এবং পতুগীজ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পতুগীজেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। (পূর্ব পরিচ্ছেদ দেখ)।

তদনন্তর রাজকুমার স্ববাদের ইব্রাহিম খাঁকে আক্রমণার্থে যাত্রা করিলেন। স্ববাদের তেলিঙ্গাগড় গিরিসঙ্কটে দুর্গ নির্মাণপূর্বক উক্ত পথ রক্ষা করিয়াছিলেন। (অধ্যায় ১, § ৩ দেখ)। কিন্তু পাছে সাজাহান উক্ত সঙ্কট এড়াইবার মানসে গঙ্গা পার হন এই আশঙ্কায়, নদীতে যতগুলি নৌকা ছিল তিনি সকলই আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপরে ইব্রাহিম সৈন্যের ক্রিয়দংশ লইয়া তেলিঙ্গাগড়ের অপর পারে শিবির সংস্থাপনপূর্বক মনে করিলেন যে, সাজাহানের আক্রমণের আর আশঙ্কা নাই। কিন্তু হুচতুর রাজপুত্র ভাগলপুরস্থ কয়েক জন জমিদারের সাহায্যে নৌকা প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যে গঙ্গা পার হইলেন এবং ইব্রাহিমের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ইব্রাহিম যখন দেখিলেন যে যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি উদ্ভেষ্টরে বলিয়া উঠিলেন “আমি সত্ৰাটের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলাম; আমার জীবনে প্রয়োজন নাই; হয় মৃত্যু, না হয় জয়লাভ!” এই বলিয়া তিনি যোরসংগ্রামস্থলে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সর্বাক্ষে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। রাজকুমারের সৈন্যগণ সেই দিনই তেলিঙ্গাগড়ের দুর্গ অধিকার করিল। সাজাহান এক্ষণে বাঙ্গালার অধিপতি হইলেন। দুই বৎসর কাল এই দেশ তাঁহার অধিকারে থাকে। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার নিমিত্ত তিনি এই দুই বৎসর বিস্তর ধন, সৈন্য এবং হস্তী সংগ্রহ করিতে সাধ্যমত ক্রটি করেন নাই। স্বদৃঢ় রোহিতাস দুর্গ অধিকার করিয়া সাজাহান স্বীয় পরিবারবর্গকে তথায় রাখিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি টনস নদীর তীরে বাদশাহের সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইলেন। তদনন্তর মহাকষ্টে পতিত হইয়া তিনি পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল; কিন্তু যে সকল স্থান তিনি ইতিপূর্বে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। সাজাহানের পর মহাবৎ খাঁ বাঙ্গালার স্ববাদারী পদ প্রাপ্ত হইলেন। (ইনিই সাজাহানকে যুদ্ধে পরাভূত করেন।) মহাবতের পুত্র খানাজাদ খাঁ পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিয়া বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

সাজাহানের পর অল্প কাল মধ্যে (১৬২৪—২৮) খানাজাদ খাঁ, মোকররম খাঁ এবং কিদারী খাঁ নামক যে তিন জন ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন তাঁহাদিগের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। কাসিম খাঁ জোয়ানীর শাসনকালের (১৬২৮—৩২) বিবরণ নবম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।

§ ১১। ইসলাম খাঁ মশহদী। — ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাসিম খাঁ জোয়ানীর পর আজিম খাঁ বাঙ্গালার স্ববাদার হন। কিন্তু মঘ এবং আসামীদিগের উপদ্রব ও আক্রমণ নিবারণে ইহাকে অশক্ত দেখিয়া বাদশাহ ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তৎপদে ইসলাম খাঁ মশহদীকে নিযুক্ত করেন।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে মকট রায় নামক চট্টগ্রামের মধ্য জাতীয় শাসনকর্তা ইসলামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন “আমি আরাকান রাজ্যের অধীনতা পরিত্যাগপূর্বক মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিব।” ইসলাম এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ রাখিলেন। এই নামে চট্টগ্রাম অদ্যাবধি মুসলমানদের নিকট পরিচিত। কিন্তু ইহার পর ২৮ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। এই বৎসরে আসামীরা বিস্তারিত সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করে এবং মেঘনা নদীর তীরস্থ নগর সকল লুণ্ঠন করে। ঢাকার নিকট উপনীত হইতে না হইতে তাহারা স্ববাদের কর্তৃক পরাভূত হয়। আসামীদের উপদ্রবের প্রতিশোধের নিমিত্ত ইসলাম খাঁ আসামে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি ছুগ্ধ অধিকার করিলেন। তিনি কুচবিহারের কিয়দংশে অনেক উপদ্রব করিতে লাগিলেন; কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে প্রত্যাহত হইতে বাধ্য হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে, ইসলাম মোগল সাম্রাজ্যের উজীরী (মন্ত্রিত্ব) পদ প্রাপ্ত হইয়া আগ্রা প্রতাগমন করিলেন। তিনি যে সকল প্রদেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন, অনেক বৎসর পরে মীরজুমলা সেই সকল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীন করেন।

§ ১২। বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের প্রথম বসতি।— ইসলাম খাঁর পর, সাজাহান বাদসাহের দ্বিতীয় পুত্র শুলতান জঙ্গা বাঙ্গালার স্ববাদের পদে নিযুক্ত হইলেন। অতিদ্রুতই তিনি ঢাকা হইতে পুনর্ব্বার রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করিলেন। তিনি ২২ বৎসর কাল বাঙ্গালা শাসন করেন। তাঁহার শাসন কালে এই দেশে ইংরাজদিগের বাণিজ্য বন্ধমূল হয়। এতদ্দেশে ইংরাজবাণিজ্যের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক লিখিতে হইলে ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিতে হয়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এলিজাবেথ একদল ইংরাজ বণিককে ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বদিকস্থ অন্যান্য দেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। এই বণিক-দল পরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিখ্যাত হয়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধিকাংশ এই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন থাকে। উক্ত বৎসরে আমাদের বর্তমান মহারাজা তিক্‌টোরিয়া স্বহস্তে এই রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বিশেষতঃ সুরাটের বন্দরে ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু ১৬১১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কতকগুলি জাহাজ বাঙ্গালার উপকূলে বালেশ্বরের নিকট পিপুলীর বন্দর পর্যন্ত আসিয়াছিল।

[টীকা।—পিপুলী বা শাহবন্দর আর এক্ষণে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত নহে, স্ববর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। কারণ সমুদ্র তরাট হইয়া এক্ষণে পিপুলী ও সমুদ্রের মধ্যে অনেক ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে।]

পূর্ব্বের (§ ১০) উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে ইংরাজেরা পাটনায় একটি কুঠী সংস্থাপন করেন। এই কুঠী এক বৎসর স্থায়ী হয়। কিন্তু ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁর শাসন সময়ে, কোম্পানি পিপুলীতে একটি চিরস্থায়ী কুঠী সংস্থাপন করিতে সম্রাট সাজাহানের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

জঙ্গার বাঙ্গালাশাসনকালে (১৬৩৮—৬১) ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়, সৌভাগ্যক্রমে কোম্পানির বাণিজ্যবিস্তারের এক সুযোগ উপস্থিত হয়। একদা বাদসাহ সাজাহানের এক কন্যার কাপড়ে আগুন লাগিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। ইংরাজদিগের সুরাটের কুঠী হইতে এক জন ইংরাজ ডাক্তার আনয়ন করিতে লোক প্রেরিত হয়। ডাক্তার বার্ডটন অতি দ্রুত সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত দিনের মধ্যে রাজকুমারীকে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করেন। সম্রাট ডাক্তারকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলে, যাহাতে স্বদেশীয় লোকেরা বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারেন, বার্ডটন তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট ঐ মর্মে আদেশ পত্র প্রদান করিলেন (১৬৩৬)। বার্ডটন সাহেব এই অনুমতি পত্র লইয়া রাজকুমার জঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। জঙ্গা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং ইংরাজদের পিপুলীর কুঠীর বাণিজ্য-বিস্তারের অনুমতি প্রদান করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে, শুলতান জঙ্গা অন্তঃপুরস্থ কোন কামিনীর পীড়ার চিকিৎসা করাইবার জন্য বার্ডটন সাহেবকে নিযুক্ত করেন। সৌভাগ্যবশতঃ বার্ডটন সাহেবের চিকিৎসায় এই কামিনীরও পীড়ার আশু শান্তি হইল (১৬৩৯)। এই ঘটনার পর ইংরাজদের প্রতি শুলতান জঙ্গার অনুগ্রহের আর সীমা রহিল না। তাঁহার লুগলী ও বালেশ্বরে কুঠী নির্মাণ এবং বিনা শুল্কে বাণিজ্য দ্রব্যজাত আমদানী ও রপ্তানী, বিশেষতঃ প্রচুর পরিমাণে শোরা আমদানী করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে শোরা অত্যন্ত বহুমূল্য ছিল।

§ ১৩। শুলতান জঙ্গার শাসনকালে দেশীয় লোকদিগের অবস্থা।— শুলতান জঙ্গা প্রায় ২২ বৎসর কাল বাঙ্গালা শাসন করেন; মধ্যে কেবল দুই বৎসর কাবুলের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। জঙ্গার শাসন কালের প্রথম ১৮ বৎসর অর্থাৎ ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এতদ্দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল। মুসলমানশাসনের আরম্ভ অবধি আর কখন বাঙ্গালার এরূপ শ্রীর্দ্ধি হয় নাই। প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাটের পুত্র শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া এ সময়ে কোন বিদেশীয় শত্রু এতদ্দেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। রাজা নিরপেক্ষ ভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন অতরাং প্রজাদিগকে দেশেও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত না। স্ববাদের উৎসাহে এই সময়ে কৃষি ও বাণিজ্য কার্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার সীমাও সমধিক বিস্তৃত হইয়া

ছিল। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষে, রাজা বাঙ্গালার রাজত্বের একটি মূভন হিসাব প্রস্তুত করেন। ইহাতে বাঙ্গালার রাজস্ব ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার অধিক নিরূপিত হয়। এই রূপে আকবরের শাসন কাল হইতে এই দেশের রাজস্ব প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ছিল।

§ ১৪। স্বজার রাজ্যপ্রাপ্তির চেষ্টা।— সম্রাট সাজাহানের সাংঘাতিক পীড়া হইলে পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশায় সম্রাটপদপ্রাপ্তির মানসে সাজাহান পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে বাঙ্গালার যে দশা হইয়াছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইল।

সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা পিতার পীড়ার কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। স্বজা রাজসিংহাসন অধিকার করিবার মানসে অবিলম্বে দারার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। দারার পুত্র জলমহলের সহিত কাশীর নিকট তাঁহার সাক্ষাৎ হইল (১৬৫৮)। সক্রিয় প্রস্তাব হইতে ছিল, এমন সময়ে জলমহল অকস্মাৎ পিতৃব্যসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ধন, হস্তী ও দ্রব্য সামগ্রী সকল পরিত্যাগ পূর্বক স্বজা পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং মুঙ্গেরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে অরংজেব ও মুরাদনামক সাজাহানের অপর দুই পুত্র আপনাদিগের সৈন্য একত্রিত করিলেন এবং প্রধান যোগল সেনাপতি মীরজুম্মার সাহায্যলাভে কৃতকার্য হইলেন। রাজকুমার দারা শত্রুদমনের নিমিত্ত আপন পুত্র জলমহলকে ডাকিয়া পাঠান। আগ্রার নিকট এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহাতে দারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তদনন্তর অরংজেব মুরাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন সম্পূর্ণ হস্তগত করিলেন।

স্বজা প্রথমে অরংজেবের সহিত প্রণয় করিয়া বুদ্ধির কার্য করেন। কিন্তু অবশেষে সাম্রাজ্য অধিকারমানসে আলাহাবাদে যাত্রা করেন। তৎসম্বন্ধে বাদসাহী সেনার অধিনায়ক অরংজেব এবং মীরজুম্মার সহিত ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আর এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এখানেও কাশীর যুদ্ধের ন্যায় স্বজা সহসা বিপক্ষকর্তৃক আক্রান্ত ও সম্পূর্ণ পরাজিত হন। মীরজুম্মা এবং অরংজেবের পুত্র রঞ্জকুমার মহম্মদ রাজমহল পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এখান হইতে স্বজা টাণ্ডায় পলাইতে বাধ্য হইলেন। বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে তিনি তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মীরজুম্মাও কয়েক মাস রাজমহলে অতিবাহিত করিলেন।

ইত্যবসরে একটি অপরূপ ঘটনার সমাবর্তন হয়; ইহাতে স্বজার বিলুপ্ত সৌভাগ্য পুনরুদিত হইবে এরূপ সম্ভব বোধ হইয়াছিল। স্বজা এবং অরংজেবের মধ্যে বৈরানল প্রজ্বলিত হইবার পূর্বে, অরংজেবের কনিষ্ঠ পুত্র ও সেনাপতি

মীরজুম্মার সহযোগী রাজকুমার মহম্মদের সহিত স্থলতান স্বজার রূপবতী কন্যার বিবাহ স্থির হয়; কিন্তু যুদ্ধ যোঁরতর হইয়া উঠিলে ঐ বাগদানবার্তা সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; অথবা সকলে মনে করিয়াছিলেন যে পিতৃবিবাদে প্রণয়ীদ্বয়ের সম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়াছে। স্বজা যে সময়ে টাণ্ডায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন, তাঁহার কন্যা আপনার প্রণয়পাত্র মহম্মদকে স্বহস্তে এক খানি করুণাজনক পত্র লেখেন। রাজকুমার অতিশয় উদার ছিলেন, তিনি ঐ রূপবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়া পূর্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার হ্রস্বস্বাস কথায় শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং পিতাকে ত্যাগ করিয়া পিতৃব্যের দলভুক্ত হইলেন। পরে, সৈন্যগণও যাহাতে অরংজেবকে পরিত্যাগ করে এরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং টাণ্ডায় গিয়া স্বজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় মহা সমারোহ ও উৎসবের সহিত বিবাহকৃত্য সমাপ্ত হইল। পিতৃপক্ষ পরিত্যাগ কালে মহম্মদ সৈন্যগণকে আপনার অনুগমন করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু মীরজুম্মা তাহা করিতে দেন নাই। তিনি স্বজা ও তাঁহার জামাতাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। টাণ্ডার প্রাচীরের বাহিরে একটি তুঘল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে স্বজা ও মহম্মদ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ঢাকায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তদনন্তর, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অরংজেব নিম্নলিখিত কোশল প্রয়োগ দ্বারা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তিনি পুত্রকে এক খানি সন্ডাবহুচক পত্র লিখিয়া এমন করিয়া পাঠাইলেন যে তাহা স্বজার হস্তে পতিত হয়। স্বজা পত্র পাইয়া জামাতা বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিতেছে এই সন্দেহ করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। মহম্মদকে হস্তগত করিয়া অরংজেব তাঁহাকে গোআলীররের বন্দী-দুর্গে অনেক বৎসর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পরিশেষে স্বজা আরাকানে তড়িত হইলেন। তত্রত্য রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার করেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চান। অবশেষে তিনি স্বজাকে বন্দী করিয়া জলমহল করেন। স্বজার স্ত্রী ও দুই কন্যা আত্মঘাতিনী হইলেন। তৃতীয় কন্যাকে রাজা বলপূর্বক বিবাহ করিলেন। হতভাগ্য স্বজার ন্যায় কোন রাজকুমার এতদূশ সর্বপ্রিয় ছিলেন না; কিন্তু অরংজেবের মত শত্রুর সহিত বিবাদ করিতে পারেন তাঁহার এমত তেজ বা ক্ষমতা ছিল না।

§ ১৫। মীরজুম্মা।— স্বজার রাজ্যলাভের আশা নিমূল করিবার নিমিত্ত অরংজেব বিখ্যাত সেনাপতি মীরজুম্মাকে বাঙ্গালার স্ববাদারীপদে নিযুক্ত করেন। ইনি ঢাকায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়া অতিশয় স্থখ্যাতি ও পরাক্রমের সহিত ১৩ বৎসর এই প্রদেশ শাসন করেন। আসামীরা সর্বদা বাঙ্গালা আক্রমণ করিত বলিয়া মীরজুম্মা তাহাদিগকে দমন করিবার মানসে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। প্রথমে কুচবিহারে অনেক উপদ্রব করিয়া তিনি তত্রত্য রাজ-

ধানী অধিকার করিলেন। অরংজেবের অপূর্ণ নাম আলমগীর ছিল বলিয়া তিনি ঐ রাজধানীর আলমগীরনগর নাম রাখিলেন। তাহার পরবৎসর, অর্থাৎ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর পর্যন্ত গমন করিয়া পরিশেষে তিনি যরগাঁও নামক রাজধানী অধিকার করিলেন।

[টিকা।—পূর্বে যেখানে যরগাঁও ছিল এক্ষণে সেইখানে নাজিরা নামক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটি শিবসাগরের সম্মিহিত। শিবসাগর এক্ষণকার একটা প্রধান সিবিল ষ্টেশন।]

তিনদেশে যাইবার পথ জয় করিয়াছেন এবং সেই বিস্তীর্ণ ও অপরিচিত দেশ পরবৎসর আক্রমণ করিতে সক্ষম করিয়াছেন, এই সংবাদ মীরজুমলা যরগাঁও হইতে অরংজেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ বৎসর জলপ্রাবন এবং মরক উপস্থিত হওয়াতে মোগল সৈন্য অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, অতএব মীরজুমলা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন হইয়া বুদ্ধির কাজ করেন। প্রত্যাবর্তনকালে গৌহাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন আপনাদের অধীনস্থ সৈন্যগণ পীড়া ও পথশ্রান্তি বশতঃ অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে মোগল সৈন্যের এই সকল দুর্দশার বিষয় অবগত হইয়া কুচবিহারের রাজা বিদ্রোহী হইয়াছেন তখন তাঁহার দমনার্থে তিনি গৌহাটী হইতে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। পরে আসামের অস্থাস্থাকর জল বায়ু এবং নানা দুর্ভাবনা বশতঃ তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং ঢাকায় প্রত্যাগমন করিবার কিয়ৎকাল পরে (১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) প্রাণত্যাগ করেন। অনেকে বিশ্বাস করিত মীরজুমলার বিক্রম এবং খ্যাতি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া বাদসাহ অরংজেব মনে ২ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন, এবং এই হেতু মীরজুমলার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

§ ১৬। শায়েস্তা খাঁ।—আসফজার পুত্র, রাজী মমতাজ মহলের ভ্রাতা এবং রাজমহিষী নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র শায়েস্তা খাঁ মীরজুমলার পর বাঙ্গালার স্ববাদারীপদ প্রাপ্ত হন। ইনি ১৬৬৪ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য নিব্বাহ করেন। কেবল মধ্যে ১৬৭৬ হইতে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর ফিদাই খাঁ এবং অরংজেবের তৃতীয় পুত্র শুলতান মহম্মদ আজিম ক্রমান্বয়ে স্ববাদারী করেন। শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে ওলন্দাজেরা চুচুড়াতে, ফরাসিরা চন্দননগরে এবং দিনামারেরা ত্রিপুরাপুরে, কুঠী সংস্থাপন করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজেরা রহনগর হুগলীতে কুঠী সংস্থাপন করে বলিয়া শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে নানা উৎপাত উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজদিগকে কিছু কালের জন্য বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে হয়।

আরাকানের রাজা হতভাগ্য হুজার প্রতি নানা কুব্যবহার করিয়াও কোন আপদে পতিত হইলেন না দেখিয়া এবং আসামে মীরজুমলার হ্রববশ্বার বিষয় অবগত হইয়া গঙ্গা ও মেঘনার মোহানাস্থিত প্রদেশ জুগুন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বাঙ্গালার নদীতীর ও উপকূল ভাগের নিরীহ অধিবাসীদিগের প্রতি যোর নৃশংসচরণ করিতে পোর্তুগীজদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। ইহাতে শায়েস্তা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিতে সক্ষম করেন। সর্বপ্রথমে তিনি প্রলোভন অথবা ভয় প্রদর্শন দ্বারা পোর্তুগীজদিগকে রাজার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে প্রবর্তিত করেন। ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা সেনার উপযুক্ত তাহা-দিগকে নিব্বাচন করিয়া লইয়া ঢাকার নিকটবর্তী ফিরঙ্গী বাজার নামক স্থানে তিনি অবশিষ্ট লোকদিগের বাসভূমি নির্দেশ করিলেন। তাহার পর শায়েস্তা খাঁ আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে গমন করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম জয় করিয়া বাঙ্গালার অন্তর্গত করিয়া লন।

§ ১৭। ইংরাজ বণিকদের সহিত শায়েস্তা খাঁর বিবাদ।—১৬৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে তিন বৎসর কাল শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন, সেই কয় বৎসর ফিদাই খাঁ ও শুলতান মহম্মদ আজিম ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নিব্বাহ করেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে অরংজেব বাদসাহের নিকট হইতে ইংরাজ বণিকেরা এক কায়েম করমান (আজ্ঞা পত্র) প্রাপ্ত হন। তদ্বারা বৎসরে ৩,০০০ টাকা মাত্র কর দিয়া তাঁহার বাঙ্গালার বাণিজ্য করিবার জন্য বিশেষ ২ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইংরাজদিগের বাঙ্গালায় যে সকল কুঠী ছিল পূর্বে ঐ সকল কুঠী মাস্তাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই কুঠীগুলিকে স্বাধীন করিতে চাহিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে হেজেস সাহেব বাঙ্গালার কুঠী সকলের প্রথম গবর্ণর অর্থাৎ প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া আইসেন। এই সময়ে হুগলী, পাটনা, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের সম্মিহিত কাসিমবাজারে ইংরাজদিগের বড় ২ কুঠী ছিল। গবর্ণর হুগলীতে থাকিতেন। ইহার অধিকারমধ্যে কোন ছর্গ ছিল না বটে কিন্তু তাঁহার পদের সম্মুখ কতকগুলি বিলাতী সৈন্য তাঁহার রক্ষক-স্বরূপ নিযুক্ত ছিল।

প্রথমতঃ অতি সামান্য কারণে শায়েস্তা খাঁর সহিত ইংরাজ বণিকদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বিহার দেশে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, অত্যাঁপ কাল মধ্যেই তাহার শান্তি হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা কোন কারণ বশতঃ কিঞ্চিৎ কাল পাটনা অবরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিন্তু তৎসম্মিহিত ইংরাজ কুঠীর কোন ক্ষতি করে নাই। ইহাতে ইংরাজেরা যে বিদ্রোহীদিগের সহিত লিপ্ত ছিল, স্ববাদারের মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি বাদসাহ-প্রদত্ত করমান সত্ত্বেও ঐ বৎসর ইংরাজদিগের

বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু, যে সকল ইংরাজ বাণিজ্য-তরীর সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন সম্বন্ধ নাই তাহারা পাছে গঙ্গার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদের বাণিজ্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করে এই ভয়ে কোম্পানি ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সুবাদারের নিকট ইহাতে গঙ্গার মোহানার নিকট একটী ক্ষুদ্র ভূগর্ভ নিখাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুবাদার এ প্রার্থনা অগ্রাহ করিলেন, এবং শান্তি স্বরূপ বাদসাহ-নির্দিষ্ট ৩,০০০ টাকা পেশকশের পরিবর্তে তাহাদের বাণিজ্যের উপর গুরুতর শুল্ক নির্দ্ধারিত করিলেন। ইংরাজদিগের প্রতি অরংজেবের বিদ্বেষভাব জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে উহাদিগের বিপক্ষে আরও অনেক কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। পরিশেষে কোম্পানি আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের নিকট শায়েস্তা খাঁর সহিত, এমন কি আবশ্যক বোধ হইলে বাদসাহ অরংজেবেরও সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম করিয়া কোম্পানি অপরিণাম-দর্শিতার কার্য করিয়াছিলেন। যে সকল ইংরাজ বণিক এদেশে অবস্থিতি করিতেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে দেশস্থ লোকের সহিত সম্ভাব রক্ষা করিয়া চলিলে বাণিজ্য ব্যবসা স্বচািরূপে চলিতে পারে। এই নিমিত্তই কোম্পানি যথোচিত উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করেন নাই।

চট্টগ্রাম আক্রমণ, তথায় একটী স্বদৃঢ় ভূগর্ভনিখাণ, তৎপরে ঢাকার নবাবকে আক্রমণ এবং তাঁহার দ্বারা ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়া প্রভৃতি কার্যের আদেশ দিয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি আড্মিরাল নিকলসনের অধীনে এক বহর রণতরী পাঠাইয়া দেন। জাহাজ গুলির মধ্যে কয়েক খান রড়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, কতক গুলি পথ ভুলিয়া গঙ্গার পশ্চিম বাহু দিয়া হুগলী পর্যন্ত গিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে কয়েক জন ইংরাজ সৈনিক আর কয়েক জন নবাবের সৈন্যের মধ্যে হুগলীর রাজপথে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রণতরী আসিয়া হুগলী তোপে উড়াইয়া দেয়। ইহাতে অনেক সম্পত্তি ও তাহার সহিত ইংরাজ বণিকদিগের কুঠীও নষ্ট হয়। নবাব এই দৌরাভ্যের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ইংরাজদিগের পাটনা, মালদহ, ঢাকা এবং কাসিম-বাজারের কুঠীগুলি অবিলম্বে বলপূর্বক অধিকার করিলেন এবং হুগলী পুনরধিকার করিবার জন্য এক দল বলবান সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা নগরের সংস্থাপক প্রসিদ্ধ জব চার্নক সাহেব বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের গবর্ণর ছিলেন। ইংরাজেরা হুগলীতে নিরাপদে থাকিতে পারিবে না ভাবিয়া ইনি বর্তমান কলিকাতা নগরের এক অংশ সূতানটী নামক গ্রামে যাইবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলেন। এই স্থান রণতরী দ্বারা রক্ষা করা যাইতে পারিত। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা উপস্থিত হয়, সূতরাং এই বৎসরেই কলিকাতা নগর

সংস্থাপিত হইয়াছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। পর বৎসরের প্রারম্ভে চার্নক কলিকাতার আরও দক্ষিণে গমন করিতে সক্ষম করিয়া ভাগীরথীর মোহানাস্থিত হিজলী নামক নিরতিশয় অস্বাস্থ্যকর স্থানে সৈন্যে অবস্থিতি করিলেন। ইহার পর নবাবের সহিত অম্পকালের জন্য সন্ধি হইলে চার্নক নিজ অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যগত হইলেন। কিন্তু নীচুই নূতন ২ বিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং কাপ্তেন হিথের (ইনি ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালায় উপনীত হন) অপরিণামদর্শিতা ও উদ্ধত-স্বভাব-দোষে বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের ব্যবসাকর্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে কাপ্তেন হিথ ইংরাজদিগকে আপনার জাহাজে তুলিয়া লইয়া ঐশ্বর্যশালী বালেশ্বর নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি একবারও ভাবিলেন না যে এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলে দেশীয় লোকেরা ইংরাজ বণিকদিগের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িবে। বালেশ্বর লুণ্ঠনকালে ৩০ টী কামান তাঁহার হস্তগত হইল। তদনন্তর তিনি চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন; কিন্তু এস্থান অধিকার করিতে কৃতকার্য হইলেন না। পরে, নবাবের নিকট যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া ইংরাজ বণিকদিগকে লইয়া মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রূপে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই দেশ কিরংকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যান।

এই সময়ে নবাব শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদারী কার্য পরিত্যাগ করেন। ইউরোপীয়দিগের প্রতি তিনি মধ্যে ২ অভ্যন্তর কর্কশ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ দোষারোপ করা যায় না, কারণ ইউরোপীয়েরাও তাঁহাকে উত্তম করিতে ক্রটি করেন নাই। এতদ্দেশীয় ইউরোপীয় বণিকেরা অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন এবং সকলেরই প্রতি তুচ্ছতাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন। শায়েস্তা খাঁর স্বদেশীয়েরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করেন। তাঁহার শাসনকালে চাউল এত দূর স্থলত হইয়াছিল যে টাকায় আট মণ পাওয়া যাইত। কথিত আছে যে তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে নগরের যে দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছিলেন সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া একেবারে বুজাইয়া কেলিতে আদেশ প্রদান করেন এবং এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করেন যে যত দিন চাউল পুনর্ব্বার এইরূপ স্থলত না হইবে তত দিন তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ যেন এই দ্বার পুনরুদ্ধাটন না করেন (§ ২৬ দেখ)।

§ ১৮। ইব্রাহিম খাঁ নবাব; শোভা সিংহের বিদ্রোহ; কলিকাতায় ইংরাজদিগের ভূগর্ভ নিখাণ। — সম্রাট অরংজেব শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁকে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। ইনি যুদ্ধকার্যে নিপুণ ছিলেন না, কিন্তু কৃষি ও বাণিজ্য কার্যে উৎসাহ প্রদান করিতে ভাল বাসিতেন।

সুতরাং যখন অরংজেব ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে মাল্দ্ভাজ হইতে ইংরাজ বণিকদিগকে পুনর্বার বাঙ্গালায় আহৃত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন ইব্রাহিমের আর সন্তোষের সীমা রহিল না। ইংরাজেরা আপনাদের রণতরীর সাহায্যে এই সময় ভারতবর্ষের উপকূলভাগের ভিন্ন ২ স্থলে যোগলদিগের অনেকগুলি জাহাজ হস্তগত করিতেন এবং মুসলমান তীর্থযাত্রীদিগকে জলপথে ভারতবর্ষ হইতে মক্কায় যাইতে দিতেন না। এই হেতু অরংজেব ইংরাজদিগের সহিত পুনর্বার বন্ধুত্বস্থাপন করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের বিশেষ সুবিধা না করিয়া দিলে চারুনক প্রথমে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ বণিক ও কর্মচারীদিগকে লইয়া এতদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবৎসর বাদশাহের নিকট হইতে আজাপত্র আসিল যে তাঁহার পেশকুশ্বরূপ বৎসর ৩০০০ টাকা প্রদান করিলে বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পাইবেন। ইহার পর চারি বৎসরের মধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য দুইবার স্থগিত হইবার উপক্রম হয়। প্রথমবার ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসর ইউরোপীয় তুর্ককের সুলতান অরংজেবকে এই মর্মে এক খানি পত্র লিখেন যে “ইউরোপীয়েরা আমার মুসলমান প্রজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বারুদ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আপনার রাজ্য হইতে শোঁরা রপ্তানি করে, অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাহাদের শোঁরা রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিউন” *। দ্বিতীয়বার ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসর বিখ্যাত ইংরাজ জন-দস্ত্য কাপ্তেন কিড্ যোগলদিগের অনেকগুলি জাহাজ বলপূর্বক অধিকার করেন। ইহাদের মধ্যে মুসলমান তীর্থযাত্রীদিগের দুই খানি জাহাজ ছিল। ইহার ভারতবর্ষ হইতে আরব দেশে গমন করিতেছিল। ইহার প্রত্যেক বারই অরংজেব ইংরাজদিগের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে তাঁহাদের কোন বিপদ ঘটে নাই। তাঁহার অবাধে বাণিজ্যকার্য নিব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালাদেশস্থ ইংরাজ বণিকেরা অনেক দিন অবধি দেখিয়া আসিতেছিলেন যে, বোম্বাই ও মাল্দ্ভাজে স্মৃদুত দুর্গ থাকিতে তত্রত্য বণিকগণ সত্রাটের কোপে পতিত হইলেও নিব্বিয়ে ও নিরাপদে বাণিজ্যকার্য নিব্বাহ করিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহারাও কলিকাতায় একটা দুর্গ নির্মাণ করিতে অত্যন্ত উৎসুক

* এই সময়ে বাঙ্গালা হইতে প্রচুর পরিমাণে শোঁরা রপ্তানি হইত।

† কাপ্তেন কিড্ বিদেশীয় কি স্বদেশীয় যে জাহাজ পাইতেন তাহাই আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেন।

হইলেন। ইহাতে বাদশাহ কিয়া নবাব কেহই ইচ্ছাপূর্বক সম্মতি প্রদান করিলেন না। কিন্তু শোঁতাগ্যবশতঃ নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি উপস্থিত হওয়াতে ১৬৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শোঁতাসিংহ-নামক বর্ধমানের এক জন হিন্দু জমিদারের প্রতি বর্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরাম কোন অত্যাচার করাতে (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে) তিনি কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। রহিম খাঁ কতকগুলি অসন্তুষ্ট আফগান সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। শোঁতাসিংহ বর্ধমানে প্রবেশপূর্বক রাজাকে বধ করিয়া নগরের চতুঃপাশস্থ স্থান সকল লুণ্ঠন করিলেন। পরিশেষে ভগলীর ফৌজদারকে* দুরীকৃত করিয়া উক্ত নগর অধিকার করিলেন। ফৌজদার সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় নবাবের নিকট পলায়ন করিলেন।

বিদ্রোহানল যখন ক্রমে ভীষণভাব ধারণ করিল, তখন বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে আপন আপন কুটী রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা কলিকাতায়, ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় এবং ফরাসিরা চন্দননগরে এক একটা দুর্গ নির্মাণ করিবার জন্য নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবাব ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা মহাব্যগ্রতা সহকারে অতি সত্বরই আপনাদের চিরবাস্তিত দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং সেই সময়ে তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন বলিয়া ইহার নাম “কোর্ট উইলিয়ম” রাখিলেন।

চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের সাহায্যে নবাব পুনর্বার ভগলী অধিকার করিলেন। শোঁতাসিংহ বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ রহিম খাঁ কর্তৃক অধিনীত হইয়া নদীয়া ও মুরশিদাবাদ লুণ্ঠন করিতে যাত্রা করিল। শোঁতাসিংহের মৃত্যুসময়ে নিম্ন লিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে;—বর্ধমান নগর লুণ্ঠন এবং তথাকার রাজার প্রাণবধপূর্বক নরাদম্য শোঁতাসিংহ তাঁহার একটা পরমরূপবতী ও ধর্মপরায়ণা কন্যাকে হস্তগত করিয়া স্ত্রীয় ছুটাতলাষ চরিতার্থ করিবার মানসে তাঁহাকে কাগাগারে বন্ধ করিয়া রাখে। কিছু কাল পরে বর্ধমানে পুনরাগমন করিয়া বলপূর্বক ঐ কন্যাটির ধর্মনাশ করিতে উদ্যত হয়। ইহাতে ঐ বীরাজ্ঞা আপনার পরিধেয় বস্ত্র-মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া ঐ পাণ্ডার বক্ষ বিদারণপূর্বক তদ্বারা আপনিও প্রাণত্যাগ করেন।

শোঁতাসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহীরা রহিম খাঁকে আপনাদের অধ্যক্ষ মনোনীত করিল এবং নবাব ইব্রাহিম খাঁকে নিশ্চেষ্ট জানিতে পারিয়া তাহারা

* মুসলমানদিগের শাসনকালে জেলার প্রধান পুলিশ ও সৈনিক কর্মচারীকে ফৌজদার বলিত।

রাজমহল হইতে মেদিনীপুরপর্যন্ত সমুদায় পশ্চিম বাঙ্গালা অধিকার করিয়া লইল। পরিশেষে অরংজেব বাদশাহ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইত্রাহিমের পরিবর্তে আপন পৌত্র রাজ-কুমার আজিম-উদ্-শানকে বাঙ্গালার স্ববাদারীপদে নিযুক্ত করিলেন। (ইনি স্থলতান মুয়াজিমের পুত্র ছিলেন; মুয়াজিম পরে বাহাদুর সাহ বা প্রথম সাহ আলম নাম ধারণ করেন)। আজিমের বাঙ্গালায় পৌত্রিবার পূর্বে জবরদস্ত খাঁ নামক ইত্রাহিমের জনৈক সাহসী পুত্র ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজমহলে বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া পিতার নিষেজতা-জনিত-কলঙ্ক ফালন করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহানল ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয় নাই। ঐ বৎসরে রহিম খাঁ বিশ্বাস-যাতকতা দ্বারা রাজকুমার আজিমের প্রেরিত এক জন দূতকে বধ করে; কিন্তু পরে বর্জমানের নিকট যুদ্ধে পরাহত ও বিনষ্ট হয়। তাহার অমুচরবর্গের মধ্যে কেহ নিহত, কেহ বা রাজকুমারের অধীনে সৈনিককার্যে নিযুক্ত হয়।

§ ১৯। স্থলতান আজিম উদ্-শান; ইংরাজদিগের কলিকাতায় জমিদারী ক্রয় করিবার অনুমতিপ্রাপ্তি। — অরংজেবের পৌত্র এবং সম্রাট বহাদুর সাহের পুত্র রাজকুমার আজিম উদ্-শান ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নামমাত্র বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার পিতা বহাদুর সাহের দিল্লীর সিংহাসনলাভে সহায়তা করিবার মানসে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই বৎসরেই তাঁহার রাজত্ব শেষ হয়। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ইংরাজ বণিকগণকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা আজিমের শাসন-কালের একটা প্রধান ঘটনা। ইংরাজেরা রাজকুমারকে প্রভূতঅর্থ প্রদানপূর্বক একজন জমিদারের নিকট হইতে সূতানটী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূম্যধিকারের এই প্রথম সূত্রপাত। এই সময়ে তাঁহাদিগকে নবাবের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে হইত।

§ ২০। পুরাতন ও নূতন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির মিলন। — যে বৎসর পুরাতন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতার জমিদারী ক্রয় করেন, ইংলণ্ডেধ্বংয়ের অনুগ্রহে সেই বৎসর আর একটা নূতন কোম্পানি সংস্থাপিত হয়। এই হেতু ইংরাজ বণিকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও মনান্তর ঘটিতে লাগিল। ১৭০১-২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা সার উইলিয়ম নরিসকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়া অরংজেব বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু অত্রত্য ইংরাজ বণিকদিগের মধ্যে পরস্পর সম্ভাব না থাকাতে তদ্বারা কিছুমাত্র ফলোৎপত্তি হয় নাই। সার উইলিয়ম নরিস দক্ষিণবর্তে বাদশাহ অরংজেবের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে সম্রাট শুনিতে পাইলেন যে ইংরাজ জলদস্যুরা মোগলদিগের

কতকগুলি জাহাজ বলপূর্বক অধিকার করিয়াছে। ইহাতে বাদশাহ এমন ঘটনা আর যাহাতে না হয় নরিসের নিকট তাহার প্রাত্যয়িক চাহিলেন। নরিস তাহাতে অস্বীকার প্রকাশ করিলেন এবং সান্ত্বনয় বিরক্ত হইয়া এদেশ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে অরংজেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সাম্রাজ্যস্থ ইউরোপীয়দিগকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু ইংরাজদিগের কলিকাতার কুটীর অধ্যক্ষ বেরার্ড সাহেব তত্রত্য দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইহা দেখিয়া কিয়ৎকাল পরে বাদশাহ ইংরাজদিগকে পূর্বমত বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ১৭০৬-১৭০৮ খৃষ্টাব্দে এই দুই ইংরাজ কোম্পানি সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়া ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নাম ধারণ করিল। এক্ষণে উভয় কোম্পানির সম্পত্তি ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের ভিতর অনীত হইল বলিয়া সেনাসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিতে হইল। দুর্গে এখন সর্বশুদ্ধ ১৩০ জন ইউরোপীয় সেনা ও কতকগুলি কামান ছিল। ইহা দেখিয়া দেশীয় বণিকদের মনে ইংরাজ বণিকদিগের প্রতি ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল এবং তাহারা অনেকেই কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে কলিকাতা ক্রমশঃ বাঙ্গালার মধ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর এবং বহুসংখ্যক লোকের আবাসস্থান হইয়া উঠিল।

§ ২১। মুরশিদ কুলী খাঁ। — কথিত আছে মুরশিদ কুলী খাঁ (জফর খাঁ ইহার অন্যতর নাম) এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গুরসে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক জন পারসীক বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। বণিক তাঁহাকে মুশলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করে। মুরশিদ উৎসাহ ও ধৈর্য্যগুণে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া পরিশেষে সম্রাট অরংজেবের অধীনে হাইজাবাদের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু নাজিমী পদ রাজকুমার আজিম উদ্-শানেরই রছিল।

[টীকা।—সাম্রাজ্যের রহৎ ২ প্রদেশের দেওয়ানী ও নাজিমী এই উভয় পদে একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে পাঁচ ছে সে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় অরংজেব সতর্কতার সহিত ঐ দুইটা পদ পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রধান সৈনিক কর্মচারীর নাম নাজিম। ইহাকে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ ও স্বদেশীয় বিদ্রোহী-দিগের উপদ্রব হইতে দেশ রক্ষা এবং শান্তিকার্যের অধ্যক্ষতা করিতে হইত। যাহাতে কেহ কোন আইনবিরুদ্ধ কার্য না করিতে পারে তৎপক্ষেও তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। জেলার ফৌজদারেরা ইহার অধীনে থাকিত। (৬৪ পৃষ্ঠা দেখ)। দেওয়ান রাজ্যের আয় ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। কোন ২ বিষয়ে দেওয়ানকে নাজিমের আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইত। রাজকার্য্য নিরূপার্থে যত টাকার আবশ্যক হইত, তাহা নাজিম লিখিয়া পাঠাইলে দেওয়ানকে প্রদান করিতে হইত। কিন্তু ঐ টাকার

যথোচিত ব্যয়ের নিয়িত নাজিম সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন। মোগল সম্রাটগণের এই আদেশ ছিল যে, গুরুতরকার্য উপস্থিত হইলে এই দুই জন প্রধান কর্মচারী পরস্পর পরামর্শ করিয়া কার্য করিবেন।]

মুরশিদ কুলী খাঁ দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইলে পর তাঁহার পরামর্শানুসারে সম্রাট বাঙ্গালার সকল জায়গীরদারদিগের ভূমি (৪৩ পৃষ্ঠা দেখ) খাস করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে তৎপরিবর্তে উড়িষ্যা ও অন্যান্য বেঙ্গলবস্তী প্রদেশে নূতন জায়গীর প্রদান করিলেন। এইরূপ বিবিধউপায়দ্বারা তিনি বাঙ্গালার রাজস্ব বিস্তার রুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ বাদশাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু আজিম-উদ্-শানের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। মুরশিদকে হত্যা করিবার জন্য আজিম বিস্তার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই রক্তকার্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে দুই জনের মনে দ্বৈতাব এতদূর বদ্ধিত হইয়া উঠিল যে, অবশেষে উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদ উপস্থিত হইল। তাহাতে সম্রাট মুরশিদের পক্ষ হইয়া রাজকুমারকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। এই অবধি মুরশিদ আজিমের সহিত এক রাজধানীতে আর বাস করিতেন না। তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মক্শুসাবাদে আপনার বাসস্থান স্থির করেন এবং কয়েক বৎসর পরে আপনার নামানুসারে উহার মুরশিদাবাদ নাম রাখেন। এই সময়ে অরংজেব আজিমকে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া বিহারে যাইতে আদেশ করেন। পর বৎসরে দেওয়ান দক্ষিণবর্তে গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং এতদ্বৈশের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সম্রাটকে অনেক গুলি উপঢৌকন প্রদান করেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে কেবল তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদে পুনর্বার নিযুক্ত করিলেন এমন নহে, রাজকুমার আজিমের অধীনে বাঙ্গালার সহকারী নাজিমের পদও প্রদান করিলেন।

§ ২২। মুরশিদ কুলী খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্তা। — ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার আজিম-উদ্-শান বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করেন। ইহারই যত্নে ইহার পিতা বহাদুর সাহ ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আজিম বাঙ্গালা হইতে কতকগুলি সৈন্য ও বিপুল অর্থ লইয়া যান; এই অর্থদ্বারা তিনি আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদেরই সাহায্যে তাঁহার পিতা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোধ করেন।

[টিকা।—ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে এই সময়ে উপযুক্ত বেতন দিতে পারিলে উত্তর ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ইচ্ছামত সৈন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারিত। সৈনিকগণ নিজ ২ অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব সঙ্গে লইয়া আসিত। তাহারা নির্দিষ্ট বেতন ব্যতীত

শত্রুপক্ষের দেশ লুণ্ঠন করিতে পাইবে এরূপ আশাও করিত। এই সকল অর্থ-বশ্য সৈনিকদিগকে দমন করিয়া ইংরাজেরা ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন।]

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে আজিম এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর নবাব মুরশিদ কুলী খাঁ প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন। যে ৫ বৎসরকাল বহাদুর সাহ দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার পুত্র রাজকুমার আজিম নামমাত্র বাঙ্গালার নাজিম থাকেন। তিনি স্বীয় পুত্র ফেরক সিয়াকে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। ফেরক সিয়ার মুরশিদাবাদের রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাজ্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সকল কার্যের ভার দেওয়ান মুরশিদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

[টিকা।—১৭১২ খৃষ্টাব্দে বহাদুর সাহের মৃত্যুর পর, রাজকুমার আজিম দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবার মানসে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিহত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা আপনার জাতিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া জহান্দর সাহ উপাধি ধারণপূর্বক পিতৃসিংহাসনে অধিরোধ করেন। ফেরক সিয়ার বাঙ্গালায় ছিলেন বলিয়া নিষ্ঠুর জ্যোত্বাতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। জহান্দরকে বধ করিবার জন্য ফেরক মুরশিদ কুলীর সহায়তা চাহিয়া পাঠান, কিন্তু মুরশিদ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ফেরক বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।* বিহারের শাসনকর্তা হোসেন আলী এবং তাঁহার সহোদর আলাহাবাদের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ (ইহার সৈয়দমতাবলম্বী ছিলেন) নিকট বিস্তার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ফেরক আগ্রার যুদ্ধে জহান্দরকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করেন। তদনন্তর তিনি সম্রাট ফেরকসিয়ার নাম ধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।]

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য লইয়া যে সময়ে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল, তৎকালে মুরশিদ স্থস্থির হইয়া আপনার রাজ্যের বল রুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে ক্রমান্বয়ে যিনি ২ সম্রাট হইয়াছিলেন তিনি যথাসময়ে তাঁহাদিগকে প্রচুর রাজস্ব দিয়া তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে মুরশিদ ১৬ বৎসরের মধ্যে দিল্লীতে ১৬০ কোটি টাকা প্রেরণ করেন।

একবিংশতি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে মুরশিদ দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইলে পর তাঁহার পরামর্শানুসারে বাদশাহ বাঙ্গালার অনেকগুলি জাইগীর খাস করিয়া লন। মুরশিদ এইরূপে সমুদায় রাজস্ব আদায়ের ভার নিজ হস্তে প্রাপ্ত হইয়া একখানি নূতন ভৌজী জমাবন্দী প্রস্তুত করেন। মোগলদিগের শাসনকালের মধ্যে এইটী তৃতীয় ভৌজী। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা তোডরমল প্রথম, ও ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে স্থলতান হুজা

দ্বিতীয়, তৌজী প্রস্তুত করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুরশিদের তৌজী সম্পূর্ণ হয়। ইহার নাম “কামিল জমা তুমারী” অর্থাৎ নির্দোষ তৌজী। এতদ্বারা বাঙ্গালা ৩৪ সরকারে বিভক্ত হয়। এই ৩৪ টা সরকার লইয়া সমুদায়ে ১৩টা চাকলা এবং ১৬৬০ পরগণা হয়। সমুদায় হইতে ১৪,২৮৮,১৮৬ (১ কোটি ৪২ লক্ষের অধিক) টাকা রাজস্ব আদায় হইত। স্বজার সময়ে যে রাজস্ব আদায় হইত তদপেক্ষা মুরশিদ ১১ লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন।

এই রাজস্ব জমিদারগণের নিকট হইতে দেওয়ান এবং তাঁহার অধীন দেওয়ানী-বিভাগস্থ কর্মচারীগণ আদায় করিতেন। জমিদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিতেন। জমিদারদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিবার পূর্বে মুরশিদ বাঙ্গালার সকল ভূমির পুনর্ব্বার জরিপ করাইয়াছিলেন। তিনি বিস্তারিত ভূমি প্রজাদ্বারা আবাদ করিয়া লইয়াছিলেন। পতিত ভূমি সকল প্রজারা রাজার নিকট হইতে পাইত, জমিদারের সহিত তাহাদের কোন সংশ্লিষ্ট ছিল না। মুরশিদ ন্যায়পরবশ এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু রাজস্ব-সংগ্রহ-কালে অত্যন্ত কঠোরতা ও বল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অধীনস্থ দেওয়ানী কর্মচারীগণ তাঁহার আদেশমতে হিন্দু প্রজাদিগকে এমন পীড়ন করিত যে অদ্যাপি হিন্দুরা তাঁহাকে ঘৃণা করে। তথাপি তিনি দেওয়ানী-বিভাগের সামান্য ২ পদ গুলিতে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিতেন। কারণ তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা শান্তপ্রকৃতি এবং হিসাবের কার্য্যে অধিকতর নিপুণ।

রাজস্ব-সংগ্রহ-সময়ে মুরশিদ কুলী খাঁ হিন্দু প্রজাগণের প্রতি যে প্রকার নির্দয় ব্যবহার করিতেন তৎপরিচায়ক অনেক গুলি গল্প প্রচলিত আছে। নাজির আহমদ এই সকল পীড়ন-কার্য্যের প্রধান কর্মচারী ছিল। যে সকল জমিদারের নিকট রাজস্ব বাকী থাকিত, তাহারা নাজির আহমদের হস্তে সমর্পিত হইত। এই ছুরাখা তাহাদিগকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিত। কাহারও পদদ্বয় বন্ধন করিয়া উল্টে টাঙ্গাইয়া রাখিত। কাহাকেও গ্রীষ্ম-কালের প্রচণ্ড রৌদ্রে স্থাপন করিয়া পদতলে অথবা উদরে বংশদণ্ডের আঘাত করিত। শীতকালে উলঙ্গ করিয়া কাহারও প্রাণে শীতল জল সেচন করিত। কিন্তু ঈদূশ নৃশংসচরণ অপেক্ষাও বাঙ্গালার নায়েব দেওয়ান এবং নবাবের দৌহিত্রী-পতি ছদ্ম্বৃত সৈয়দ রেজা খাঁর উৎপীড়ন অধিকতর ভয়ানক ছিল। রেজা খাঁ একটা পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা পুতিগন্ধ পুরীষাদি কদম্ব্য দ্রব্য দ্বারা পূরণ করিতে আজ্ঞা দেন। যে সকল জমিদার নাজিরের নিকট নানাবিধ কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াও বাকী রাজস্ব দিতে অনিচ্ছুক অথবা অসমর্থ হইত তাহারা রেজা খাঁর নিকট আনীত হইত। এই স্থানে তাহাদের ছদ্ম্বার আর পরিসীমা থাকিত না।

রেজার আদেশানুসারে তাহাদিগকে উলঙ্গ করতঃ ঐ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া রজ্জুদ্বারা বারম্বার আকর্ষণ করা হইত। রেজা এই পুষ্করিণীর নাম বিজ্রপচ্ছলে বৈকুণ্ঠ রাখিয়া ছিলেন।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফেরক শিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে পর মুরশিদ দেওয়ানী ও নাজিমী উভয় পদ প্রাপ্ত হন। এই দুইটি পদে আকবরের সময় অবধি পৃথক্ পৃথক্ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেছিল। মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রতিপালনে মুরশিদ অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন এবং সপ্তাহে দুই দিনমাত্র স্বয়ং বিচারাসনে উপবেশন করিতেন। তিনি এরূপ নিরপেক্ষ হইয়া বিচারকার্য্য সমাধা করিতেন যে একদা তিনি আপনার পুত্রের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তিনি যতক্ষণ বিচারালয়ে থাকিতেন, সকলকে শঙ্কিতভাবে তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইত। তাঁহার সম্মুখে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিত না। তাঁহার আজ্ঞামতে হিন্দু জমিদারেরা ডুলী ব্যতীত পাল্কী চড়িতে পারিত না। ত্রিপুরা, কুচবিহার ও আসামের রাজাদিগকে সকলে স্বাধীন বলিয়া জানিত, কিন্তু তাঁহারাও নবাবের বলবিক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। ইহাকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বৎসর ২ বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন এবং তৎপরিবর্তে খেলাত বা সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা এই সকল কার্য্যদ্বারা নবাবের ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

§ ১৩। অন্তর্চিকিৎসাবিৎ হামিল্টন সাহেব এবং দিল্লীতে ইংরাজদিগের দূত-প্রেরণ।— নবাব বাঙ্গালায় বিদেশীয় বিশেষতঃ আরব ও মোগল বণিকগণকে সাতিশয় উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু ইংরাজেরা বাদসাহের নিকট হইতে ফরমান (রাজাঙ্গা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতায় একটা স্বদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি নবাব অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই হেতু ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ানী ও নাজিমী পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইংরাজ বণিকদিগের বাণিজ্য দ্রবের উপর রীতিমত শুল্ক বসাইবার আদেশ দেন। এই হেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কয়েক জন কর্মচারীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বাদসাহের নিকট প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠাইয়া দিতেন বলিয়া দিল্লীর রাজ-সভায় নবাবের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল; স্বতরাং সম্রাটের নিকট ইংরাজদিগের অভীষ্টসিদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু, বেরূপ স্বযোগ দ্বারা ইংরাজেরা পূর্বে এতদেগ্রে বসতি ও বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন (১২ পরিচ্ছেদ দেখ) এবারও সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই মত স্বযোগ উপস্থিত হইল। একটা পরম রূপবতী রাজপুত-রাজকুমারীর সহিত বাদসাহের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে বাদসাহের কোন পীড়া উপস্থিত হওয়াতে বিবাহের বিলম্ব হইতে থাকে। বাদসাহ

ইংরাজ দূতগণের নিকট হইতে ডাক্তার হ্যামিল্টনকে আত্মসম্মানপূর্বক নিজ চিকিৎসার্থে নিযুক্ত করিলেন এবং ত্বরায় আরোগ্য লাভ করিয়া হ্যামিল্টনকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। তখন ডাক্তার হ্যামিল্টন ডাক্তার বাউটনের ন্যায় স্বার্থশূন্য হইয়া বাদসাহ যাহাতে এই দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত ইংরাজ কর্মচারীগণের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন এই যাক্রা করিলেন। অনেক বিলম্বের পর ফেরক সিয়ার নিম্ন-লিখিত প্রার্থনা গুলি গ্রাহ্য করিয়া ক্ষমতা-দান-পত্র স্বাক্ষর করেন :—কোম্পানি বিনা শুষ্ক বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে এবং কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থ ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিতে পাইবেন; মুর্শিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন কোম্পানির টাকা মুদ্রিত হইবে; এবং যে সকল লোক কোম্পানির নিকট ঋণগ্রস্ত, নবাবের লোকে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া কোম্পানির কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিবে। ইংরাজ কর্মচারীগণ ক্ষমতাপত্র গ্রহণ পূর্বক উল্লিখিত হইয়া বাঙ্গালায় পুনরাগমন করিলেন। এখানে নবাব তাঁহাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি কোম্পানিকে ভূমি বিক্রয় করিতে জমিদারদিগকে নিষেধ করিয়া দেন; সুতরাং ইংরাজেরা সত্রাটের অমুমত্যসূত্রে পূর্বোক্ত ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিতে কৃতকাৰ্য্য হইলেন না। কিন্তু আর ২ সকল ক্ষমতা ইংরাজেরা নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তদ্বারা বণিকগণের বিশেষরূপে উপকার হইতে লাগিল। কলিকাতা নগর দিন ২ ধন ও আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

§ ২৪ নবাব সজাউদ্দীন। — ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসন-কর্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত হন। ফেরক সিয়ারের হত্যা ও তাঁহার দুই জন উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর পর ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মুর্শিদ কুলী খাঁর পদগুলি বজায় রাখিলেন।

সজাউদ্দীন একজন সামান্য আফগানদেশীয় সৈনিক পুরুষ ছিলেন; কিন্তু নিজ সাহস ও ক্ষমতা গুণে উচ্চপদ লাভ করেন। তিনি মুর্শিদ কুলী খাঁর একমাত্র ছুঁতার পাণি গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে ঐ কন্যার গর্ভে তাঁহার একটা পুত্র সন্তান জন্মে। তাহার নাম সর্ফরাজ খাঁ রাখিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ সেই দৌহিত্রকে নিজ উত্তরাধিকারী করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সজাউদ্দীন তৎকালে উড়িষ্যার ডেপুটি গবর্নরের কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি উক্ত পদে স্থায়ী হইবার নিমিত্ত গোপনে মহম্মদ সাহের নিকট হইতে এক সনন্দ বাহির করিয়া লন। মহম্মদ সাহের জনৈক সভাসদ সেই সময়ে নামমাত্র গবর্নর ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পর সজাউদ্দীন অবাধে তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র সর্ফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদ দিয়া শান্ত করিয়া রাখিলেন।

সজাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই একটা কার্য্যগুণে হিন্দু প্রজাদিগের নিতান্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। অনাদায়ী রাজস্বের জন্য যে সকল ভূম্যধিকারী-দিগকে মুর্শিদ কুলী খাঁ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি তাহাদিগকে এখন মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি রায় আলম চাঁদ নামক জনৈক হিন্দুকে সর্ফরাজ খাঁর সহযোগী দেওয়ান স্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে “রায় রায়ান” এই উচ্চ উপাধি প্রদান করিলেন। তিনি চারি জনকে মন্ত্রী-সভার সভ্য করিয়া তাঁহাদের মতেই সমস্ত গুরুতর রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম হাজি আহম্মদ ও আলীবর্দী খাঁ। ইঁহারা দুই সহোদর ও তাঁহার আত্মীয়। তৃতীয় সভ্য, রায় রায়ান এবং চতুর্থ, সজাউদ্দীন বণিক জগৎশেট।

এই রূপে সজাউদ্দীন স্বীয় রাজত্বের প্রারম্ভে প্রজাবর্গের সান্ত্বনায় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন তাহা সকলেরই বোধ হইয়াছিল। তাঁহার বিচারকার্য্যে ন্যায়পরতা ও অপক্ষপাতিতা সমধিক জাজ্বল্যমান ছিল। তিনি বদান্য, উদার ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু শেষে সান্ত্বনায় অলস ও বিলাসপরবশ হইয়া উঠেন। সমুদায় প্রজা যাহাতে কোন-রূপ উৎপীড়ন সহ্য না করিয়া কেবল সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজ্যে বাস করিতে পারে, তিনি প্রথমে তাহার বিশেষ চেষ্টা করেন। এমন কি তাঁহার পূর্বাধিকারীর কর্মচারী নসিরআহম্মদ (§ ২৩ দেখ) উৎপীড়ন করিয়া কর গ্রহণ করিত বলিয়া তিনি তাহার প্রাণ বধ করেন। কিন্তু আবার করস্বরূপ প্রভূত অর্থ নিয়মিত রূপে দিল্লীতে প্রেরণ করিতেও তিনি ক্রটি করিতেন না। সজা প্রচুর পরিমাণে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর চারি কি পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য ছিল; কিন্তু এখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র হইয়াছিল। তাহাদের ব্যয়ের জন্য ও নিজের মুক্ত-হস্ততা ও বিলাসিতা নিবন্ধন অনতিবিলম্বেই তাঁহার অর্থের অভাব হইতে লাগিল। সেই জন্য তাঁহার রাজত্বকালে ভূমির সাধারণ কর ব্যতীত আর একটা অতিরিক্ত নুতন কর প্রথম সংস্থাপিত হয়। এই করের নাম ‘আবওআব’। অনেক কাল পূর্বে এবিধ স্বত্রে প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গৃহীত হইত, কিন্তু সকলে মনে করিত যে সে সকল অর্থ নবাবের অধীনস্থ কর্মচারীদিগের বেতমতিরিক্ত লাভস্বরূপ প্রদত্ত হইত। কেবল ইঁহার রাজত্বকালেই ইহা করস্বরূপ প্রকাশ্য ভাবে আদায় হইতে প্রথম আরম্ভ হইল। ভূমির নিয়মিত কর ব্যতীত এই রূপ প্রায় বাৎসরিক ২২ লক্ষ টাকা রাজকোষে সংগৃহীত হইত।

[টিকা।—ভূম্যধিকারীদিগের পাট্টা নুতন করিবার সময় নবাবকে যে সকল টাকা নজর স্বরূপ দেওয়া হইত, নবাবের হস্তী রাখিবার ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত

প্রজাদিগের নিকট হইতে যে সকল অর্থ গৃহীত হইত, এবং বলপূর্বক তজ্ঞাপ অপরাপার যে সকল কর আদায় হইত, তৎসমুদায়ের সাধারণ নাম “আবওআব”। আলীবর্দী খাঁ এবং কাশিম খাঁর সময়ে এই আবওআব-গ্রহণ সমধিক প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বঙ্গদেশের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, তখন কেবল বঙ্গদেশেরই রাজস্ব সর্বসমেত দুই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা ছিল।]

§ ২৫। আলীবর্দী খাঁ। — ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে নবাব আপনার মন্ত্রিসভার সভ্য সুবিখ্যাত আলীবর্দী খাঁকে বিহারের ডেপুটী গবর্নরী পদে নিয়োজিত করিলেন। আলীবর্দী খাঁ দেখিলেন, সমুদায় বিহারদেশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে; তত্রস্থ প্রজারা নিতান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; এবং চাম্পারণ জেলার অন্তর্গত ভিটিয়ার এবং সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ভোজপুরের ভূম্যধিকারীগণ প্রকাশ্যরূপে রাজবিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি তখন প্রসিদ্ধ সেনানী রহিম খাঁর অধীনস্থ আফগান সৈন্যগণকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে সমুদায় দখলদলের উপদ্রব প্রশমিত করিলেন। তিনি ক্রমে ২ বিদ্রোহী ভূম্যধিকারীদিগকে করায়ত্ত করিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অনাদায়ী কর ব্যতীত আরও প্রভূত অর্থ বলপূর্বক আদায় করিলেন। এই রূপে সমুদায় রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইলে পর আলীবর্দী খাঁ দেখিলেন অধীনস্থ আফগান সৈন্যেরা ক্রমে উদ্বৃগু ও অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন তিনি আবছুল রহিম খাঁকে নিহত করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত বা অন্ততপ্তহৃদয় হইলেন না। এই নিষ্ঠুর কার্যদ্বারা রাজ্যমধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব বদ্ধমূল হইয়া গেল সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার নাম চিরকাল ছুরপনয় কলঙ্কে কলঙ্কিত রহিল।

§ ২৬। সূজা উদ্দীনের অবশিষ্ট রত্ন ও তাঁহার পুত্র সর্ফরাজ খাঁ। — সূজাউদ্দীনের রাজত্বকালে দুইটি স্মরণীয় ঘটনা উপস্থিত হয়। (১ম) ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ঢাকার দেওয়ান মীর হবিব কর্তৃক ত্রিপুরাদেশ জয়। এই দেশ এই সময়েই সম্পূর্ণরূপে মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (২য়) ১৭৩০—৩৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টেও কোম্পানি নামক এক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত জর্মণেরা বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা বিফল হয়।

যখন আলীবর্দী খাঁ বিহারের শাসন-কর্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত হন তখন সূজা সে কর্ম্ম তাঁহার পুত্র সর্ফরাজ খাঁকে দিবেন এরূপ মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ফরাজ খাঁর মাতা কোনমতেই স্বীয় পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি যুর্শিদকুলী খাঁর উত্তরাধিকারিণী বলিয়া রাজ্যের প্রায় সকল কার্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন। যাহা হউক, সর্ফরাজ খাঁ ঢাকার শাসন-কর্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সতত তাঁহার মাতার নিকট যুর্শিদাবাদেই থাকিতে পাইবেন বলিয়া তাঁহার

একজন সহকারীও নিযুক্ত হইল এবং যশবন্ত রায় নামক লোকপ্রিয় কার্যদক্ষ জনৈক হিন্দুকে দেওয়ানী পদ প্রদত্ত হইল। ফলে, শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যই যশবন্ত নির্বাহ করিতেন। ইহার দয়া, প্রজাবাসল্য ও কার্যদক্ষতা গুণে রাজ্যশাসনসম্বন্ধে সর্ফরাজ খাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল। তৎপ্রদেশে এতদূর অভ্যুদয়শালী হইয়াছিল যে, শায়েস্তা খাঁর সময়ের মত টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। শায়েস্তা খাঁ যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন [§ ১৭র শেষভাগ দেখ] তাহা ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে যশবন্ত রায় পুনরুদ্ধারিত করিতে অসম্মতি দেন। কিন্তু এই সূক্ষ্ম ক্ষণকালস্থায়ী হইয়াছিল। কারণ সর্ফরাজ খাঁ স্বীয় জামাতাকে ঢাকার শাসন-কর্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে যশবন্ত রায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে সমুদায় দেশ উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হইল।

সূজার রাজত্বের শেষ কালে সর্ফরাজ খাঁ রাজ্যের প্রায় সমুদায় ভারই স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সমুদায় প্রধান ২ লোককে অপ্রীত করিতে ক্রটি করেন নাই। আলীবর্দী খাঁর জ্ঞাতা মন্ত্রিবর হাজি আহমদকে তিনি সর্বাপেক্ষা অপমানিত করেন। সূজা মৃত্যুকালে নিজপুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া এই আদেশ করিয়া যান যে, প্রত্যেক রাজকার্যে তিনি হাজি আহমদ, রায়রায়ান এবং জগৎশেঠ এই তিন জনের পরামর্শ লইয়া চলিবেন; কিন্তু সর্ফরাজ খাঁ সিংহাসনে অধিরোধ করিবার অনতিবিলম্বকালপরে জগৎশেঠকে সাতিশয় অপমানিত করেন ও তাঁহার রূপবতী জ্যেষ্ঠ পুত্রবধুর মুখ দেখিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কুলমর্যাদা নষ্ট করেন। হাজি আহমদ যে কন্যার পানিগ্রহণ করিতে স্থির করেন তিনি নিজ পুত্রের সহিত সেই কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। ইহাতে জগৎশেঠ ও হাজি আহমদ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য স্থিরসংকল্প হইলেন। তাঁহারা বিহারের শাসনকর্ত্তা আলীবর্দী খাঁকে সিংহাসন প্রদান করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

বিহার ও বাঙ্গালা উভয়েরই শাসন-কর্তৃত্ব-পদ আলীবর্দী খাঁকে দিবার জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে সনন্দ বাহির করা তাঁহাদের উক্ত ষড়যন্ত্রের প্রথম উদ্যম। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ সাহ এই সময়ে নিতান্ত বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পারস্যাদিপতি নাদির সাহের দিল্লী জয়ের পরে তিনি সবে মাত্র সিংহাসনে অধিরোধ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা সনন্দ অতি সহজেই বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে অনেকগুলি সৈন্যকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য তাঁহারা উক্ত নবাবকে পরামর্শ দেন। কর্ম্মচ্যুত হইয়া সৈন্যগণ অবিলম্বে পার্টনার প্রেরিত হইল, তথায় তাহারা আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক নিযুক্ত হইল। অবশেষে সময়-সজ্জা প্রস্তুত হইলে পর আলীবর্দী সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ কোন একজন অবশ্য ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে

যাত্রা করিবার ছলে পাটনা হইতে বাহির হইলেন। সর্ফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে আগমন করিবার অব্যবহিত পূর্বেও আলীবর্দী খাঁ তাঁহার সহিত সন্ধ্যা দেখাইয়া ছিলেন; কিন্তু যখন হাজি আহমদ নিজ ভ্রাতার সহিত কোন বিষয়কার্যের বন্দোবস্ত করিবার ছলে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, তাঁহার অব্যবহিত পরেই আলীবর্দী সহসা নবাবের সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। সর্ফরাজ খাঁ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ হতবিস্তৃত হইল; পরিশেষে তিনিও যত্নমুখে নিপতিত হইলেন। এই সংগ্রাম ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদের প্রায় বাইশ মাইল উত্তর ঘেরিয়া নামক স্থানের নিকট সংঘটিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

বাঙ্গালার মুসলমান-শাসন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার নবাবগণ নামমাত্র দিল্লীর সম্রাটের অধীন
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন।

§ ১—আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক বাঙ্গালার বন্দোবস্ত। § ২—উড়িষ্যার বন্দোবস্ত। § ৩—মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাঙ্গালা আক্রমণ। § ৪—আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালের অন্যান্য ঘটনা। § ৫—সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহণ। § ৬—অন্ধকূপ-হত্যা। § ৭—শকুন্তলের পরাজয় ও মৃত্যু। § ৮—সিরাজ উদ্দৌলার পরিণাম।

§ ১। আলীবর্দী খাঁ কর্তৃক বাঙ্গালার বন্দোবস্ত। — আলীবর্দী খাঁ অসাধারণ বীর, কার্যকুশল ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চতুর ছিলেন এবং আবশ্যক হইলে কপটতাচরণ করিতেও সক্ষম হইতেন না। ঘেরিয়ার যুদ্ধের পর তিনি ক্ষতান্ত শান্ত ও ধীর ভাবে কার্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন বেগম জৈনৎ উল্ নিসাকে সাতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিতেন (ইনি মুরশিদ কুলীখাঁর ছুঁহিতা এবং সর্ফরাজ খাঁর মাতা ছিলেন)। আলীবর্দী দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ ও তাঁহার সভাসদগণকে প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সম্রাট এই সকল উপঢৌকনে অসন্তুষ্ট হইয়া বাকি রাজস্বের আদায়ের জন্য মরীদ খাঁকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু আলীবর্দী খাঁ মরীদকে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিলেন এবং রাজস্ব সম্বন্ধে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না করিয়া সম্রাটের জন্য আরও কতকগুলি উপঢৌকন প্রদান করিলেন। মরীদ

তাঁহা লইয়াই দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। হাজি আহমদের তিনটি পুত্রের সহিত আলীবর্দী খাঁর তিন কন্যার বিবাহ হয়। আলীবর্দী খাঁ ইহাদিগকে বাঙ্গালার প্রধান ২ কর্মে নিযুক্ত করেন। কনিষ্ঠ জামাতা জৈয়ুদ্দীনের পুত্রকে তিনি দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন। “সিরাজ উদ্দৌলা” এই সম্রাট-দত্ত উপাধি দ্বারা এই যুবক সকলের নিকট বিশেষ পরিচিত।

§ ২। উড়িষ্যার বন্দোবস্ত। — ভূতপূর্ব নবাব সর্ফরাজ খাঁর ভগিনীপতি মুরশিদ কুলীখাঁকে তাঁহার শ্বশুর নবাব জজাউদ্দীন উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া যান। কার্যকুশল দেওয়ান মীরহবীব মুরশিদকুলীর সহকারী ছিলেন। ইনি যখন ঢাকার দেওয়ান ছিলেন (৬ অধ্যায়, ২৬ পরিচ্ছেদ দেখ) তখন ত্রিপুরা দেশকে বাঙ্গালার অধীনস্থ করেন। ঘেরিয়ার যুদ্ধকালে তিনি উড়িষ্যার সমুদায় সৈন্য সমভি-ব্যাচারে তথায় উপস্থিত ছিলেন বটে কিন্তু সেই যুদ্ধে কোন যোগ দেন নাই, পরে আলীবর্দী খাঁর জয় হইল শুনিবামাত্র নিজ প্রভু মুরশিদ কুলী খাঁর নিকট উড়িষ্যার প্রত্যাভর্তন করেন। মুরশিদ কুলী আলীবর্দী খাঁর হস্তে উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে আলীবর্দী তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তাঁহাকে দেশবহিস্কৃত করিয়া হাজি আহমদের দ্বিতীয় পুত্র সাইদ আহমদকে উড়িষ্যার শাসন-কর্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত করিয়া আলীবর্দী ফিরিয়া আসিলেন। এই যুবার নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বৃত্ততা নিবন্ধন অনতিবিলম্বে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে পরাজিত হইয়া বন্দীকৃত হইল। এই সুযোগে মুরশিদ কুলীর জামাতা কটকে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু আলীবর্দী প্রবলপরাক্রান্ত ও স্থিরসংকল্প ছিলেন। তিনি এই বিদ্রোহানল প্রশমিত করিয়া আপনার আত্মপুত্র সাইদ আহমদকে সাতিশয় ভয়ানক বন্দীদশা হইতে উন্মোচিত করিতে কৃতকার্য হন।

§ ৩। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাঙ্গালা আক্রমণ। — আলীবর্দী খাঁ উড়িষ্যা জয়ের উপলক্ষে মহোৎসব আরম্ভ করিয়া আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন ছিলেন এমন সময়ে চতুর্বিংশ শতাব্দীর মহাবলপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বরার (বিদভ) হইতে বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছে এই অশুভ বার্তা শ্রবণ পূর্বক চমকিত হইলেন। এবং যুদ্ধ প্রতಿದানার্থে প্রস্তুত হইবার অবকাশ না পাইতে পাইতেই আবার শুনিলেন বিপক্ষ দল ভয়ানক বেগে আসিয়া তাঁহার শিবিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়াছে।

[টীকা। মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য প্রদেশস্থ একটা হিন্দু জাতি। এই সময়ে ইহারা ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লীর তদানীন্তন দুর্বল মোগল সম্রাটদিগের হস্তে সাম্রাজ্য খণ্ডণ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে যদি সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা একত্রে সম্মিলিত হইত তাহা

হইলে বোধ হয় তাহারা ভারতসাম্রাজ্য অবলীলাক্রমে হস্তগত করিতে পারিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা নানা দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের একজন দলপতি ছিল। সাধারণ শত্রুর প্রতি যত না হউক তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ভয়ানক বিদ্বেষভাব লক্ষিত হইত। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহাদের মধ্যে ২টি দলপতিরই বিশেষ উল্লেখ আছে। পেশওয়া-গোষ্ঠী-সম্ভূত পুনাধিপতি বালাজী বাজিরাও এবং ভৌসলা-বংশ-সম্ভূত বিদভাধিপতি রঘুজী ভৌসলা। এই দুয়ের মধ্যে বালাজীই সমুদায় মহারাষ্ট্রীয় দলপতিগণের অধ্যক্ষস্বরূপ পরিগণিত হইতেন। সমুদায় ভারতবর্ষে ও দক্ষিণবর্তে তাহাদের দস্যুরাতি ও অশ্বচালন-বৈচিত্র্য নিবন্ধন সকলেই তাহাদিগকে ভয় করিত। কোন বিপক্ষদেশে সহসা আপতিত হইয়া তাহারা যৎপরোনাস্তি লুণ্ঠন ও ক্ষতি করিত। সম্মুখ-যুদ্ধ-দানে তাহাদিগকে প্রবর্তিত করিবার পূর্বেই তাহারা অপসৃত হইত। কখন ২ তাহারা পররাষ্ট্রে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিত। বঙ্গদেশেও তাহারা সেই রূপ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এক দেশের মধ্যে একস্থানে বহুদিন থাকিত না; মধ্যে ২ আবাস পরিবর্তন করিত; স্বতরাং শত্রুরা তাহাদিগের অনুসরণ করিতে পারিত না। শত্রুদিগকে তাহারা উদ্বেজিত করিত; কখনই সম্মুখ-যুদ্ধ-দানে প্রবৃত্ত হইত না।]

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালা প্রথম আক্রমণ করে। তদনন্তর দশবৎসর কাল ক্রমান্বয়ে ইহাদিগের উপদ্রবনিবন্ধন হতভাগ্য বঙ্গবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই সকল নিষ্ফল অর্থগৃহস্থ শত্রুরা অন্ততঃ পাঁচ বার আক্রমণ করিয়া বঙ্গদেশকে উৎসন্নপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা এতদ্দেশকে বহুকাল বিশ্রামস্থল ভোগ করিতে দেয় নাই। তাহারা যে যে দেশবিভাগে যাইত সে সে স্থলে একমুষ্টি ধান্য পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না। কোথাও একটা গৃহপালিত পশু এমনকি একটা জীবিত প্রাণীও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

এই প্রথম আক্রমণ কালে ভাস্কর রাও নামক রঘুজীর জনৈক প্রধান সেনানী মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়রা প্রথমে বর্ধমানের নিকটবর্তী আলীবর্দীর শিবির পরিবেষ্টন পূর্বক তাহার সমুদায় ধনসম্পত্তি হস্তগত করিয়া তাহাকে বন্দী করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মীরহবীব (ইনি পূর্বে মুরশিদ কুলীখাঁর অধীনে উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন পরে আলীবর্দীর অধীনে কর্তৃ স্বীকার করেন) এই সময় মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্তৃক বন্দী হওয়াতে তিনি তাহাদের দলভুক্ত হইলেন এবং আলীবর্দীর বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি তাহাকে একদল অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। মীরহবীব তৎসম্মতি-ব্যাঘারে সত্তর মুরশিদাবাদে গিয়া তন্নগর লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই নবাবের সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে তাহাকে পলায়ন করিতে হইল। এই সময়ে সমস্ত পশ্চিম বাঙ্গালা কিছু দিনের নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ অধিকারে থাকে। কিন্তু অবশেষে নবাব তাহাদিগকে কাটোয়ায় এক মহা

যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশকে মহারাষ্ট্রীয়শূন্য করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণকালে পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে পলায়ন পূর্বক অনেক গুলি লোক হুগলী নদী পার হইয়া কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার মানসে তন্নগরস্থ ইংরাজেরা নগরের চতুর্দিকে খাত খনন করিবার জন্য নবাবের নিকট হইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবাবের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য আরম্ভ করেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের আর আশঙ্কা নাই ভাবিয়া ইংরাজেরা তাহার অর্দ্ধেক সমাপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। এই খাত অদ্যাপি মহারাষ্ট্রীয়-খাত নামে প্রসিদ্ধ।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভৌসলা ও বালাজী পেশওয়ারা উভয়েই যুগপৎ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু পুনাধিপতিকে নবাব উৎকোচ স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান পূর্বক বিদর্ভ-সৈন্য-দলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে এবং তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে তাহাকে প্রবর্তিত করেন। পর বৎসর (১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে) বরারদেশীয় মহারাষ্ট্রীয়েরা সেনাপতি ভাস্কর রাও কর্তৃক অধিনীত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন। এই বার আলীবর্দী ঈ। ছুরপনেনয়-কলঙ্ক-জনক বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। সেনাপতি ও তাহার প্রধান ২ কর্মচারীদিগকে মুরশিদাবাদে এক সভায় আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করেন। তদনন্তর তিনি অবলীলাক্রমে অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন।

তাহার পর এই সকল অসমসাহস দৃঢ়নিরুদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় দস্যুরা বারম্বার এই দেশে আসিত, এবং অত্রতা অধিবাসীদিগকে উৎপীড়িত ও নিহত করিয়া উর্বরা ক্ষেত্র সকল মরুভূমিবৎ করিয়া চলিয়া যাইত। অবশেষে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কটক দেশ অধিকার করিতে দিলেন এবং বঙ্গদেশের চৌথ্ স্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। মীরহবীবকে নামমাত্র নবাবের অধীন করিয়া উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রদত্ত হইল, কিন্তু তাহার প্রতি আদেশ ছিল বৎসর ২ তিনি বিদভাধিপতির নিকট রাজস্ব প্রেরণ করিবেন। মীরহবীব কিছু কাল পরে নিহত হইলে কটক সম্পূর্ণরূপে মহারাষ্ট্রীয়-দের হস্তগত হইল। উড়িষ্যার উক্তভাগের কিয়দংশ মাত্র বাঙ্গালার অন্তর্গত শ্রহিল।

সন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হয় তখন উড়িষ্যার কেবল এই অত্যাপ্ত ভাগ মাত্রের উল্লেখ ছিল (৮ অধ্যায় § ৩ অধ্যক্ষীকা; এবং ৯ অধ্যায় § ৩ দেখ।)

[টিকা।—দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ সাহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে রাজস্বের চতুর্থাংশ (চৌথ্) করস্বরূপ প্রদান করিতেন; সেই জন্য তাহারা সাম্রাজ্যের অন্যান্য বিভাগেও চৌথের দাওয়া করিত।]

§ ৪। আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালের অন্যান্য ঘটনা।— বঙ্গদেশে প্রায় দশ বৎসর কাল অবিচলিত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছিল; পুরোক্ত সন্ধিদ্বারা এখন তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্তি স্থখ অনুভব করিতে লাগিল। এখন নবাব রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত করিতে অবসর পাইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ সময়ে প্রায়শ্চ য়ে সকল গৃহাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাদের পুনর্নির্মাণ এবং যে সকল ভূমি পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হইয়াছিল সেই সকল ভূমির কর্ণের জন্য প্রজাদিগকে প্রবর্তিত করিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষকালে দেশে সমৃদ্ধি ও উন্নতি বিরাজিত ছিল, কেবল সময়ে ২ নবাবের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার দৌরাভ্যার জন্যই স্থানে ২ শান্তিভঙ্গ হইত।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ কালে আলীবর্দী খাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে তিনটি ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটয়াছিল। নবাবের প্রধান সেনানী মন্তকা খাঁ প্রথম বিদ্রোহের মূল। তিনি রাজমহল লুণ্ঠন ও মুন্সেরের হুগ্গ আক্রমণ করিতে কৃতকাৰ্য্য হন, কিন্তু অবশেষে বিহারের শাসনকর্তা (ইনি নবাবের অন্যতম জামাতা এবং সিরাজউদ্দৌলার পিতা) জৈনউদ্দীন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। শামশের খাঁর অধীনে নবাবের আফগান সৈন্যেরা আর একটা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে। তাহাতে বিদ্রোহীরা জৈনউদ্দীনকে একটা সভায় আহ্বান করিয়া নিহত করে। জৈনউদ্দীনের বৃদ্ধ পিতা হাজি আহম্মদ নিজলুক্কায়িত সম্পত্তি বাহির করিয়া দিবেন বলিয়া তাঁহাকেও তাহার নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেয় ও অবশেষে নিহত করে। জৈনউদ্দীনের সমুদয় পরিজন, ধন, সম্পত্তি, এমন কি তাঁহার স্ত্রীকেও (অর্থাৎ নবাবের ছুহিতা) পর্যন্ত শামশের হস্তগত করে। কিন্তু নবাব স্বীয় অভ্যন্তর সাহসিকতা ও নিপুণতা সহকারে অনতিবিলম্বেই পাটনার নিকটবর্তী বার নামক স্থানে উক্ত বিদ্রোহীগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যদিও সেই সময় বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য তাঁহার নিতান্ত সমিহিত ছিল তথাপি তিনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, তাহাদের প্রধান ২ লোকদিগকে নিহত ও নিজ ছুহিতাকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিলেন।

তৃতীয় বিদ্রোহের মূল সিরাজউদ্দৌল। ইনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মানসে ক্ষণকালের জন্য চেষ্টা করেন। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে নির্বোধ নবাব আপনাদের হৃদয় দৌহিত্রের প্রতি অসাধারণ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ-দমনের বিষয় যত না ভাবিতেন, সিরাজ নির্বিশেষে ও নিরাপদে আছেন কি না তাহার জন্য ততোধিক উদ্বিগ্ন হইতেন। সিরাজ আলীবর্দীকে যে সকল অসমুদাচার-পূর্ণ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া সকলেরই মনে নবাব-দৌহিত্রের অকর্মণ্যতা ও ঘোর কৃতযুতার বিষয়ে প্রতীতি জন্মিত; কিন্তু তথাপি নবাব বিবিধপ্রকারে মেহপ্রকাশপূর্বক সিরাজকে অনতিবিলম্বে ক্ষমা করিলেন। এই ক্ষণ হইতে আলীবর্দী যত দিন জীবিত ছিলেন সিরাজউদ্দৌল।

যদুচ্ছ্রামতে নিষ্ঠুর ও কামপ্রধান প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিয়াছিলেন। একদা তিনি পিতৃব্যের (ইনি ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন) নিতান্ত অনুগৃহীত পাত্র হোসেন ফুলী খাঁ ও তাঁহার জাতা এবং অপরাপর বহুসংখ্যক লোকের বধ সাধন করেন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী লোকান্তর গমন করেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ও জামাতা (অর্থাৎ সিরাজের মাতৃস্বপতি) পরলোক প্রাপ্ত হন। ইহাদের এক জনের নাম সৈয়দ আহম্মদ। ইনি পুণ্ড্রিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। ইহার সঙ্কল্প নামে সিরাজের সমবয়স্ক এক পুত্র ছিল। ইনিই কেবল আমার সিংহাসনপ্রাপ্তির বিষয় উৎপাদন করিতে পারেন সিরাজ মনে ২ এইরূপ আশঙ্কা করিতেন।

আলীবর্দী খাঁ সকল কার্যেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। যে বিষয়ে যাহাকে উপযুক্ত দেখিতেন তাহাকে সেই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি সকলের সহিত অমায়িক ভাবে ব্যবহার করিতেন। তিনি রাজনীতি-বিশারদ এবং সাহসী ও নিপুণ সেনানী ছিলেন। কলিকাতা হুগ্গ ইংরাজদিগকে তিনি সমধিক সমাদর করিতেন। তাহাদিগকে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত যখন তাঁহাকে কোন ২ কর্মচারী অমুরোধ করেন তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন “ইংরাজেরা আমার কি অপকার করিয়াছে যে তাহাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিব? ভূমিহীন অগ্নিকে নির্বাণ করা তত কঠিন নহে, কিন্তু বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহাকে নির্বাণ করিতে পারে?” ইংরাজদিগের সামুদ্রিক বল আছে, তিনি ইহা বিলক্ষণ জানিতেন বলিয়াই উক্ত কথা বলিয়াছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়া ইংরাজদের বাণিজ্যসম্পর্কীয় কোন কার্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। যদিও সময়ে ২ মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাভ্যাবশতঃ বাণিজ্যের কতকটা ক্ষতি হইয়াছিল, তথাপি কলিকাতা তাঁহার রাজত্বকালে সমধিক অভ্যুদয়শালী ও বিস্তৃত-পরিমার হয়।

§ ৫। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহণ।— আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দৌহিত্রবৎসল আলীবর্দী খাঁ তাঁহার এই অপরিণতবয়স্ক উত্তরাধিকারীকে সাতিশয় আদর দিয়াছিলেন। সিরাজ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার অসং প্রবৃত্তি সকল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বয়স যতই বাড়িতে লাগিল ততই হৃদয় ও য়ণিতচরিত্র সঙ্গীদের সহিত সহবাস করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গীগণের সহিত তিনি মুরশিদাবাদের পথে ২ ভ্রমণ করিতেন; এবং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকল ভদ্র লোককেই অপমান করিতেন।

সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই সিরাজ ভয়ানক নিষ্ঠুরতার সহিত হিন্দুপ্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় লাম্পাট্যদোষে বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ততম পরিবারবর্গকে কলঙ্কিত, বলপূর্বক অর্থগ্রহণ দ্বারা তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং নিষ্ঠুর পশুবৎ আচরণ দ্বারা তাহাদিগকে সশঙ্কিত করিলেন।

সর্বপ্রথমে তিনি নিজ মাতামহ ভূতপূর্ব নবাবের বন্ধু ও যনিষ্ট আত্মীয়বর্গেরই প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ আরম্ভ করেন। তিনি নিজ পিতৃব্য ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার পত্নীর সমুদায় অপহরণ করিয়া লইয়া তাঁহাকে যুরশিদাবাদের নিকটবর্তী মুতি খীল নামক রমনীয় প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তদনন্তর বেতনাধ্যক্ষ মীরজাফর প্রভৃতি তাঁহার মাতামহের প্রধান ২ কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাদের পদে নিজ নীচমনা ও লম্পট সহচরদিগকে নিযুক্ত করিলেন। সিরাজ ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভের সমুদায় ধনসম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজবল্লভ কৌশলক্রমে স্বীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের সমভিব্যাহারে সমুদায় পরিবার ও ধনসম্পত্তি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

যে সকল ব্যক্তিদিগকে নবাব অপমানিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন তাহারাই তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে অতি সত্বর একটা চক্রান্ত করিল। ইহার পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৈয়দ আহমদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সকাংজঙ্গকে নবাবী পদ প্রদান করিবে স্থির করে। সিরাজ এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া সকাংজঙ্গকে শাস্তি দিবার জন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কিয়দূর অগ্রসর হইয়াই কলিকাতা হইতে কতকগুলি পত্র প্রাপ্ত হইলেন; এই সকল পত্র পাঠ করিয়া তিনি এতদূর ক্রুদ্ধ হইলেন যে, পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগকে এতদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

§ ৬। অন্ধকূপহত্যা।— আলীবর্দী খাঁর রাজত্বের সময় কলিকাতা হইংরাজেরা সমধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। সিরাজের সিংহাসনে আরোহণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্বে ক্লাইভ নামক জৈনিক তরুণবয়স্ক সৈনিক কর্মচারী কণাট-উপকূল-প্রদেশে সামরিক বিক্রম সহকারে যে সকল জয় লাভ করিয়াছিলেন তদ্বারা ইংরাজ নাম সমুদয় ভারতবর্ষে সম্মানিত ও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতা হইংরাজ বণিকদিগের স্বাধীন ভাব দেখিয়া সিরাজ তাঁহাদের প্রতি স্নেহশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে প্রত্যাগণ এবং কলিকাতার দুর্গ ভগ্ন করিবার নিমিত্ত তিনি ডেক সাহেবকে যে পত্র লিখিয়া পাঠান তাহার প্রত্যুত্তর পাইয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ডেক সাহেব স্পষ্টাঙ্গরে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে নবাব সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে অনতিবিলম্বে যুরশিদাবাদের নিকটবর্তী কাশিমবাজারস্থ কোম্পানির কুঠী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তরুণবয়স্ক ওয়ারেন্ হেস্টিংস প্রভৃতি (ইহার বয়স এখন চতুবিংশ বর্ষ মাত্র) সমুদায় ইংরাজ কর্মচারীদিগকে বন্দী করিলেন; তদনন্তর নবাব কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতা হইংরাজ কার্ডিনাল এই আক্রমণের প্রতিবিধানার্থে কৌশলে প্রস্তুত ছিলেন না। তাহার

নবাবকে শাস্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবাব কিছুতেই শাস্ত হইলেন না। ইংরাজেরা এই বিপদকালে চুঁচুড়া ও লক্ষ্মীদিগের ও চন্দননগরস্থ ফরাসিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইহার সফলভাবে উত্তর দিল “তোমরা চন্দননগরে পলাইয়া আসিলে আশ্রয় পাইতে পারিবে”। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন নবাব কলিকাতার সম্মুখীন হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় খাতের নিকট তিনি অসম্মত প্রতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার পর ইংরাজদিগের ভঙ্গপ্রবণ-দুর্গোপরি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগকে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। ১৮ই জুন তাঁহার বাস্তবসম্মত হইয়া যত্নগত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্ত্রীপুত্রদিগকে ছই জন প্রধান কর্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নদীমধ্যস্থিত একখানি জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। গবর্ণর নিরুৎসাহ হইয়া রজনীযোগে শেষ নৌকায় চড়িয়া জাহাজে পলায়ন করিলেন। তদনন্তর তাঁহার জাহাজগুলিকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া গিয়া পল্টায় উপস্থিত হইলেন। দুর্গস্থিত হতভাগ্য সৈনিক ও কর্মচারীগণ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন।

ইহার হুগোয়েল সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ মনোনীত করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে হুগোয়েল সাহেব অনন্যোপায় ভাবিয়া নবাবের সহিত বন্দো-বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। নবাবের সৈন্য সেই দিন অপরাহ্নে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। নবাব হুগোয়েল সাহেবকে আপনাদের সম্মুখে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন “তুমি ইংরাজ কুঠীর সমুদায় সম্পত্তি গোপন করিয়া রাখিয়াছ এবং আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ”। সে যাহা হউক তিনি বন্দীদের উপর কোন অত্যাচার করিবেন না স্বীকার করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার আদেশানুসারে দুর্গস্থ সমুদায় লোককে (ইহাদের সংখ্যা ১৪৬ জন মাত্র ছিল) দ্বাদশ-হস্ত-পরিমিত একটা সামান্য ক্ষুদ্রগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই গৃহ একে স্থাপত্যতন তাহাতে আবার আলোক ও বায়ু প্রবেশের জন্য অত্যন্তপরিমিত গবাক্ষ ব্যতীত আর অন্য কোন পথই ছিল না। এই জঘন্য কারাগার ইতিহাসে অন্ধকূপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্বে এই অন্ধকূপে একজনমাত্র বন্দীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত; কিন্তু এখন তথায় ১৪৬ জন ইংরাজকে রুদ্ধ করা হইল। সেই যোর গ্রীষ্মকালের রজনীতে তাহার! যে কিরূপ যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাহার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কারাগাররক্ষকদিগকে কখন বা ভয় দেখাইতে লাগিল, কখন বা উৎকোচ দিয়া বিবিধপ্রকারে অল্পনয় বিনয় করিতে লাগিল। তাহার বারম্বার বলিতে লাগিল হয় তোমরা আমাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া এই ভয়াবহ যন্ত্রণার অবসান কর, না হয় নবাবের অনুমতি লইয়া আমাদিগকে স্থানান্তরিত কর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সিরাজ তখন নিদ্রিত ছিলেন,

রক্ষকেরা সত্য সত্যই হউক অথবা ভাণ করিয়াই হউক তাঁহাকে জাগরিত করিতে সাহস করিল না। অনন্তর এই ছুর্ভাগারা প্রথমতঃ সকলেই গবাক্ষের নিকট আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রক্ষকদিগকে বারবার প্রার্থনা করিয়া যে অস্পষ্টপরিমাণ জল পাইয়াছিল তাহা পান করিবার জন্য সকলেই তুমুল বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে যখন তাহার। অবসন্ন হইয়া পড়িল, এই সকল উন্মাদ-কোলাহল যুদ্ধ আত্মনাদ ও কাতরোক্তিতে পরিণত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইল যে ১৪৬ জনের মধ্যে মরণাপন্ন কণ্ঠাগতস্থান দীনদশাগ্রস্ত ২৩শ জনমাত্র জীবিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে সেই পুতি-গন্ধ যত-নরদেহ-সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে হইতে অতি কষ্টে বাহির করিয়া আনা হইল। এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে নবাবের কোন যোগ ছিল কি না তাহা স্থির জানা যায় নাই। কিন্তু ইংরাজদিগের গুপ্ত ধন বাহির করিয়া লইবার জন্য সমধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন বলিয়া তিনি অন্ধরূপ-হত্যা-নিবারণের কোন চেষ্টাই পান নাই এবং এই দারুণ ব্যাপারের বিষয় অবগত হইলে পরও তাঁহার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় নাই। ফলতঃ তিনি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ধর্মতঃ দায়ী এবং পরিশেষে ইহার সমুচিত প্রতিকূল প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। বাস্তবিক ইহাতেই পরিণামে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হয়।

§ ৭। সকৎজঙ্গের পরাজয় ও মৃত্যু। — এই জয়লাভের পর নবাব নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইংরাজদিগের বেরূপ ছুর্দশা করিয়াছি, তোমাদিগেরও সেইরূপ করিব, এই ভয় দেখাইয়া তিনি চুঁচুড়াশ্চ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে সাড়ে চারি লক্ষ এবং চন্দননগরস্থ ফরাসিদিগের নিকট হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে তাঁহার মাতামহীর (অর্থাৎ আলীবর্দী খাঁর পত্নীর) অনুরোধে তিনি হলওয়েল সাহেবকে কারাগার হইতে উন্মোচিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনন্তর নিজ পিতৃব্যপুত্র সকৎজঙ্গের মনোগত ভাব বুঝিবার নিমিত্ত তিনি ইহার অধীনস্থ কোন একটা পদে জনৈক কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন এবং সকৎজঙ্গ যেন তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য করেন এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। সকৎজঙ্গও তৎক্ষণাৎ এই মর্মে একখানি স্পষ্টাঙ্গ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, সমুদায় রাজত্ব আমারই, তোমাকে পূর্ব বাঙ্গালার কেবল একটু আশ্রয়স্থান দেওয়া যাইবে; কিন্তু তথায় যাইবার সময় ধন বা কোন বহুমূল্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যাইবে কদাপি এত দূর সাহস করিও না। ঈদৃশ উদ্ধত ভাব দর্শনে সিরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ণিগতিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাবের কুব্যবহারে তাঁহার নিজ সেনাপতিগণ এত দূর অগ্রীত ছিল যে সকৎজঙ্গ একটু বিবেচনা পূর্বক চলিলেই অনায়াসে তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন। কিন্তু সকৎজঙ্গের স্বভাব সিরাজউদ্দৌলার অপেক্ষা যে

কোন রূপে ভাল ছিল তাহা বোধ হয় না। তিনি সিরাজের ন্যায় নিষ্ঠুর, ব্রথাতিমানী এবং রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার প্রাচীন বহুদর্শী ও যুদ্ধকুশল কর্মচারীদিগকে অপমানিত করিতে সর্বদাই আনন্দ বোধ করিতেন। তিনি নিজে যুদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন অথচ সৈন্যাধিপত্যভার আর কাহাকেও প্রদান করিতে ভাল বাসিতেন না, নিজের হস্তেই রাখিতে চাহিতেন; স্ততরাং সৈন্যমধ্যে কোন ব্যবস্থা বা স্বশাসন সংরক্ষিত হইত না। সিরাজউদ্দৌলার প্রতি লোকের তখন এত ষণ্ডাভাব ছিল যে, উল্লিখিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সকৎজঙ্গ জয় লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি নিরোদ্ধের ন্যায় তখন সৈনিকদিগকে নিভান্ত অহুচিত আদেশ করিতে লাগিলেন এবং যে সকল সেনাপতি তাঁহার এই অহুচিত আদেশের প্রতিবাদ করিল, তাহাদিগকে তিনি ভীকু বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত যাইতে হইল, তখন তিনি এতাদৃশ পানোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে কোন মতেই হস্তিপৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না, তাঁহাকে জনৈক ভৃত্য ধরিয়া রহিল। এই অবস্থায় তিনি কিয়দূর অগ্রসর হইতে না হইতে অমনি তাঁহার ললাটদেশে এক গোলা আসিয়া লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সমুদায় সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পূর্ণিয়ার নিকটবর্তী নবাবগঞ্জে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিরাজউদ্দৌলার জয় লাভ করিলেন। রাজা মোহনলাল তাঁহার সৈন্যগণের নেতা ছিলেন। নবাব নিজে যুদ্ধক্ষেত্রের অধিক নিকটবর্তী হইতে সাহস করেন নাই। তিনি রাজমহল পর্যন্ত আসিয়া সেখানে অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি নিজ বিক্রম-বলে জয় লাভ করিয়াছেন এই বলিয়া আত্ম-শ্লাঘা করিতে ছাড়েন নাই। অনন্তর তিনি মহাসমারোহে ও আনন্দে মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

§ ৮। সিরাজউদ্দৌলার পরিণাম। — কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়া এবং ইংরাজ সৈন্যদিগকে নষ্ট করিয়া নবাব মনে করিয়াছিলেন আদি এখন রাজ্যকে নিরাপদ এবং ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়াছি। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে ইংরাজদের প্রতি তাঁহার দুর্বৃত্ত ও নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার শত্রু শীঘ্র আসিতেছে। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁহার ঘোর লজ্জা-কর মৃত্যু এবং ইংরাজদিগের হস্তে বাঙ্গালার শাসন ভারের সংক্রমণ সেই প্রতি-শোধের পরিণাম হইবে। বাঙ্গালার ইংরাজদিগের ছুর্দশার সংবাদ অনতিবিলম্বে মাদ্রাজে পৌঁছিল এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে ভয়ে কম্পিত করিল। কিন্তু সেই সময়ে কর্ণেল ক্লাইভ ও আডামরাল ওয়াটসন ঘেরিয়া অধিকার পূর্বক উল্লাসিত

হইয়া মাস্তাজে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার এই ইত্যাকাদের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত অচিরকালমধ্যেই প্রস্তুত হইলেন এবং ১৫০০ সিপাহী আর ৯০০ ইংরাজ অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া জল-পথে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। সমুদায় সৈন্যেরা উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল এবং নিজ সেনানীগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। কিন্তু তাহাদের কলিকাতায় আসিতে অনেক বিলম্ব ঘটয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের পূর্বে তাহারা কোন মতেই হুগলীনদীতে পৌঁছিতে পারেন নাই। বজ্ বজ্ ও কলিকাতা হস্তগত হইল, তাহারা হুগলী নগরও সহসা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। যে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ পরে গবর্নর জেনারেল হইয়াছিলেন তিনি স্বেচ্ছা-সৈনিক ভাবে বজ্ বজ্ যুদ্ধ করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত ক্লাইভের প্রথম পরিচয় হয়। তরুণ-বয়স্ক কাপ্তেন আয়ের কুট, কর্তৃক হুগলী আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। (এই কুট পরে লালী ও হাইদার আলীকে পরাজিত করেন)। এই কএকটা বীর অভিজ্ঞতা মাত্র সৈন্য লইয়া ভারতের ভাবী দশা স্থির করিয়াছিলেন। নিষ্ঠুর যথেষ্টরূপে নবাব কর্ণাট-উপকূলের যুদ্ধ রত্নাশ্রমের কতক শুনিতে পাইয়াছিলেন; ঘোরায়ার জেতা ও আরকটের গোপ্তা ক্লাইভকে তিনি সমধিক ভয় করিতেন। সেই জন্য ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারিতে ক্লাইভ কলিকাতা পুনরধিকার করিলে পর নবাব আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং ইংরাজদিগকে পূর্বাবস্থায় পুনঃ সংস্থাপিত করিতে সম্মত হইলেন।

নির্মূল্যস্বভাব প্রাচীন আডমিরাল ওয়াটসন্ অন্ধকূপহত্যার বিধাতা সিরাজের সহিত কোনরূপ সন্ধি বন্ধন করিতে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে নবাবের সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ৯ ফেব্রুয়ারি গুচ-রাজনৈতিক-অভিসন্ধিবশতঃ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন।

ক্লাইভ এইক্ষণে বাঙ্গালার ফরাসিদিগের দর্পচূর্ণ করিবার সুবিধা ছাড়িলেন না। নবাব ফরাসিদিগকে বলে এবং অর্থে সাহায্য করিলেন; কিন্তু তাঁহার এই বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। আডমিরাল ওয়াটসন্ কতকগুলি রণপোত লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তিনি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে উক্ত নগর অধিকার করিলেন।

নবাব ইংরাজদিগকে মনে ২ ভয় ও অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তখন সুসিনামক ফরাসির সহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনি ইতিপূর্বে কটক ফরাসিদিগের অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরাজেরা তাহাদের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতেন, অন্ধকূপের কথাও তাঁহাদের অন্তরে বিলক্ষণ

জাগরুক ছিল; সুতরাং তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। ইতিমধ্যে হিন্দু প্রজাগণ নবাবের কঠোর উপদ্রবে উদ্বেজিত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটা ঘোর চক্রান্ত করিল। নবাবের কোষাধ্যক্ষ রাজা রায়চন্দ্র ও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান বণিক্ জগৎশেট তাঁহাদের দলপতি ছিলেন। নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজাফর ও অন্যান্য অনেক উভ্যক্ত মুসলমানেরা তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট ওয়াটসাহেব ইংরাজদিগের প্রতিনিধিরূপে আগ্রহাতিশয় সহকারে এই চক্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়া-ছিলেন। ক্লাইভ ও কলিকাতার কাউন্সিলের মেম্বরেরা এইটা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়া-ছিলেন যে, যদি ইংরাজদের কুটিল নীতি নিরাপদ ও নিরুপদ্রব করিতে হয় তাহা হইলে সিরাজউদ্দৌলার দর্পচূর্ণ করিতেই হইবে। চক্রান্তকারীরা এই পণবন্ধ করিলেন যে মীরজাফর এই নিষ্ঠুর যথেষ্টাচারীর পরিবর্তে নবাবের পদে অভিষিক্ত হইবেন; আর তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ইংরাজদিগের সমুদায় ক্ষতিপূরণ করিবেন ও তাহাদের প্রদত্ত সাহায্যের জন্য প্রচুর পুরস্কার দিবেন।

নবাব ও ইংরাজ এই উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়া কার্য করিবার জন্য উমিচাঁদ নামক জর্নৈক ধূর্ত বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হইল। সে এই ষড়যন্ত্রে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া-ছিল। কিন্তু পরিশেষে সে ভয় দেখাইল যে, তোমরা আমাকে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবে বলিয়াছ তাহার প্রতারণিকস্বরূপ যদি কিছু না দাও তাহা হইলে আমি বিশ্বাস-যাতক হইয়া নবাবকে সমুদায় বলিয়া দিব। তখন ক্লাইভ ও অন্যান্য চক্রান্তকারীরা হতাশ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা তাঁহারা এই উপস্থিত বিপদ অতিক্রম করিবার নিমিত্ত উমিচাঁদকে প্রতারণিত করিতে উদ্যত হইলেন। ইংরাজ ও মীরজাফরের মধ্যে দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল। একখানি শ্বেতবর্ণের আর একখানি লোহিতবর্ণের। যেখানি শ্বেতবর্ণের সেই খানি প্রকৃত, তাহাতে উমিচাঁদের দাবীর কোন উল্লেখ ছিল না। লোহিত পত্রেই উমিচাঁদের প্রার্থিত সমুদায় টাকার কথা লেখা রহিল। ইহাই উমিচাঁদকে প্রদর্শিত হয়। এই শঠতাচরণদ্বারা ক্লাইভের চরিত্র চিরকলঙ্কিত হইয়াছে। যে আডমিরাল ওয়াটসন্ ইতিপূর্বেই নবাবের প্রতি কোন এক স্বার্থসাধক কালানুসারী ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিয়া এক জন প্রকৃত সাধু ইংরাজ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি এই প্রতারণাঘটিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মতি প্রদান করিলেন না, সুতরাং অপরেরা তাঁহার নাম জাল করিল।

এখন ক্লাইভ নবাবকে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিলেন:—“তোমাকে ইংরাজদিগের সমুদায় ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে, আর তাহা না করিলে আমি সৈন্যসমভিব্যাহারে যাইয়া তাহা বলপূর্বক করাইব।” তাহার পর ৬৫০

ইউরোপীয় পদাতিক, ১৫০ গোলন্দাজ, ২,১০০ সিপাই, কতকগুলি পর্শুগীজ সৈন্য এবং দশটি কামান সঙ্গে লইয়া তিনি অনতিবিলম্বে চন্দননগর হইতে যাত্রা করিলেন। নবাবের সর্বসম্মত ৫০,০০০ পদাতিক, ১৮,০০০ অশ্বারোহী এবং অসংখ্য গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। ক্লাইভ কাসিমবাজারের নিকটবর্তী নবাবের শিবির-সন্নিবেশের নিকট উপস্থিত হইলে, বোধ হয় মীরজাকরের সাহস তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। কারণ তিনি ইংরাজদিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এবং সিরাজের নিকট শপথ করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি কখন বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিবেন না। এই রূপ ঘোর বিপদের সময় এত অস্পষ্ট সৈন্য লইয়া নবাবের বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা উচিত অথবা অন্য কোন অনুকূল সুযোগের প্রতীক্ষা করা কর্তব্য, এইটী নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত ক্লাইভ সমুদায় প্রধান-কর্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া এক সামরিক মন্ত্রণা-সভা করিলেন। ক্লাইভ ও আর বার জনের মত হইল যে প্রতীক্ষা করাই উচিত; কিন্তু আয়ের কুট ও আর ছয় জনের মত হইল যে অণুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। মন্ত্রণা-সভা-ভঙ্গের পর তিনি কোন এক নিকটবর্তী উদ্যানে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক ষষ্ঠী কাল কিংকর্তব্যতা ভাবিয়া স্থির করিলেন যে কুট মথার্থ বলিয়াছেন, এই ক্ষণেই আক্রমণ করা উচিত। তদনুসারে পরদিন প্রত্যুষে তিনি অস্পষ্ট সৈন্যসমভিব্যাহারে নদী পার হইলেন এবং স্বর্ঘ্যোদয়ের পর পলাশির ক্ষেত্র ও কাননে নবাবের সৈন্যদলের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত ইংরাজ সৈন্য প্রায় আত্ম-রক্ষণেই নিরত ছিল, কেবল শত্রুদিগের অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমণ নিবারণ এবং মধ্যে দুই একটী গোলা ত্যাগ করিতেছিল। কিন্তু পরিশেষে যখন ক্লাইভ দেখিলেন নবাবের প্রধান ২ সেনা-পতির কেহ ২ নিহত হওয়াতে কিং-কর্তব্য-বিমুচ মীরজাকরের সৈন্য দল নবাবের অবশিষ্ট সৈন্যসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল তখন তিনি সমুদায় সৈন্যকে শত্রুদিগের আক্রমণার্থে আদেশ প্রদান করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ নীচ্র পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া সিরাজউদ্দৌলা একটী দ্রুতগতি উদ্ভেদে আরোহণ পূর্বক অতুঃক্লষ্ট দুই সহস্র অশ্বারোহী সহ মুরশিদাবাদে পলায়ন করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩এ মে পলাশির এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে জয়ী পক্ষের ২২ জন হত ও ৫০ জন মাত্র আহত হয়। এই যুদ্ধে বঙ্গদেশের এবং পরিশেষে সমুদায় ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য প্রকৃত পক্ষে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়।

মীরজাকর যখন দেখিলেন যে ইংরাজেরা জয়ী হইল, তখন ক্লাইভের সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিলেন। ক্লাইভ মীরজাকরের এরূপ চলচিত্ততার প্রতি ক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিনন্দন

করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ছদ্মবেশে মুরশিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলে তৎক্ষণাৎ ইংরাজেরা সে নগর অধিকার করিলেন। সিরাজ পূর্বে জনৈক হিন্দুর কর্ণক্ষেদ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই লোক এখন ছদ্মবেশী নবাবকে ধরাইয়া দিল। সিরাজ নূতন নবাবের নিকট আনীত হইলেন। নবাব সত্যই হউক আর ভাণ করিয়াই হউক তাঁহার জীবন নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র মীরণ সিরাজের প্রাণ নষ্ট করাইলেন। এক্ষণে সন্ধিপত্রের নিয়মামুযায়ী কার্য হইতে আরম্ভ হইল। কোম্পানিকে ও ইংরাজ বণিকদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইল। দেশীয় ও আর্ম্যানী বণিকদিগের কলিকাতা নগর লুণ্ঠনের সময় যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণ করা হইল। স্থল-সেনা ও নৌসেনা এবং ওয়াটমন্, ক্লাইভ প্রভৃতি সেনানীগণ সকলেই প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। উমিচাঁদও ত্রিশ লক্ষ টাকা পাইবেন এরূপ মনে ২ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে আশায় বঞ্চিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ এই নিরাশায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু পরে, অনেকটা সমাশ্বস্ত হন, কারণ ক্লাইভ নবাবকে পরে এই বলিয়া অহুরোধ করেন যে উমিচাঁদ বড় কাষের লোক, তাঁহাকে একবারে বঞ্চিত করিবেন না।

অষ্টম অধ্যায়।

বাঙ্গালার ইংরাজ-শাসন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পলাশির যুদ্ধ হইতে (১৭৫৭) রেগুলেটিং এক্ট (নিয়ামক বিধি) পর্যন্ত (১৭৭৪)।

§ ১। ক্লাইভের প্রথম শাসন। § ২। ভ্যান্টিগার্ট ও স্পেনসর ক্রমাগত বাঙ্গালার গবর্নর। § ৩। ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসন। § ৪। ডেরেলট্ট, ক্রাট্টিয়ার এবং হেষ্টিংস ক্রমাগত বাঙ্গালার গবর্নর। § ৫। রেগুলেটিং এক্ট (নিয়ামক বিধি) ১৭৭৩-৪।

§ ১। ক্লাইভের প্রথম শাসন। — ক্লাইভ প্রকৃতপক্ষে এক্ষণে বাঙ্গালার শাসন-কর্তা হইলেন; মীরজাকর ক্লাইভের সম্পূর্ণ হস্তগত রহিলেন। ক্লাইভ কোম্পানির অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ ও জর্গের গবর্নর হইলেন। তিনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

যে সকল ব্যক্তির চক্রান্ত করিয়া নুতন নবাবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহাদিগের প্রতি তিনি অতি অস্পষ্ট দিনের মধ্যেই অকৃতজ্ঞতা ও দিগ্ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু ছিল তাহারা তাঁহার বিশেষ বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠিল। কোষাধ্যক্ষ রাজারায় চুল্লভ, রাজা রাম নারায়ণ (ইনি বহুকাল পর্যন্ত পাটনার সহকারী-গবর্ণর ছিলেন), মেদিনীপুরের শাসনকর্তারাজা রাম সিংহ এবং রাজা আদিং সিংহ (ইনি সকলজঙ্গের পরে পুর্ণিয়ার গবর্ণরী পদ প্রাপ্ত হন) ইঁহারা সকলেই মীরজাকরের ঘণাভাজন হইয়া উঠিলেন। অনেক সময়ে ক্লাইভের মধ্যস্থতাতেই কেবল ইঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন হইত।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আলী গোঁহরের আক্রমণে নুতন নবাব অতিশয় ভীত হইলেন। আলীগোঁহর এক্ষণে সম্রাট ২য় শাহআলম উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ২য় আলমগীর গাজিউদ্দীন নামক রাজ্যাপহারী আমীরের ক্ষমতাসীম হইলে আলী গোঁহর দিল্লী পরিত্যাগ করেন। আলমগীর তাঁহাকে পূর্ব প্রদেশে সকলের স্ববাদের উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি স্বীয় স্বত্বলাভের জন্য অযোধ্যা ও বিহারের মধ্যবর্তী কোন স্থলে কর্যনাশা নদী পার হইলেন। এই সময় গাজিউদ্দীন আলমগীরের বধ সাধন করে। তিনি এক মাস কাল পর্যন্ত পিতার হত্যাসম্বাদ প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে পিতার হত্যাবার্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সম্রাট উপাধি ধারণপূর্বক অযোধ্যার নবাবকে উজীরীপদে নিযুক্ত করিলেন। বিহারের গবর্ণর রাম নারায়ণ বাদশাহের সৈন্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পাটনা নগরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন।

ক্লাইভ মীরজাকর ও রাম নারায়ণকে সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে অবিলম্বে কর্ণেল কলিয়াডকে সৈন্যে প্রেরণ করিলেন। ইনি সম্রাট এবং অযোধ্যার নবাবের সৈন্যগণকে পাটনার (প্রথম) যুদ্ধে পরাভূত করিলেন (১৭৬০)। সম্রাট এক্ষণে ক্লাইভের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইভ বলিলেন সম্রাট যদি অবিলম্বে বিহার প্রদেশ পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিব। সম্রাট ইচ্ছাতে সন্মত হইলেন। মীরজাকর এক্ষণে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। কোম্পানির নিকট হইতে তিনি যে সকল রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসে তিনি তাহা ক্লাইভকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিলেন।

প্রায় সেই সময়েই ইংরাজেরা জানিতে পারিলেন যে চুঁচুড়ার ওলন্দাজেরা বিশ্বাসঘাতক মীরজাকরের সহিত যড়যন্ত্র করিতেছে; মীরজাকর তাহাদের সাহায্যে তাঁহার পরাক্রমশালী ইংরাজ প্রভুদিগকে দূর করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ক্লাইভ অবিলম্বে ওলন্দাজদিগকে স্থলে ও জলে উভয়ত্রই আক্রমণ করিলেন এবং চুঁচুড়া

অবরোধপূর্বক তাহাদিগকে অপমানসূচক পণে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন। ক্লাইভ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন; ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি ভারত-বর্ষে প্রত্যাগমন করেন নাই। ইংলণ্ডেস্থর, তাঁহার প্রধান সচিব পিট্ এবং সমস্ত ইংরাজ জাতি ক্লাইভের প্রতি সমধিক সমাদর প্রকাশ করিলেন। তিনি “লর্ড ক্লাইভ” এই নামে আইরিশ সম্রাট-পদে উন্নীত হইলেন।

§ ২। ভ্যান্সিটার্ট ও স্পেন্সার সাহেব ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার গবর্ণর। — ভ্যান্সিটার্ট সাহেব ক্লাইভের পর বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। তিনি নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন। নবাব, তাঁহার আশ্রয়দাতা ইংরাজদিগকে যত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই পরিশোধ করেন নাই এবং তাহার পরিশোধ করিবার কোন অশাও ছিল না। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বড় একটা সম্ভাব ছিল না। তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া অপরিমিত ব্যয় করিতেন। পাটনার যুদ্ধে বজ্রাঘাতে তাঁহার পুত্র মীরনের মৃত্যু হইলে পর রাজকার্যে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। অবশেষে নবাব তাঁহার জামাতা মীর কাসিমকে ভ্যান্সিটার্ট সাহেব ও তাঁহার কাউন্সিলের সহিত বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা মীরকাসিমের ক্ষমতাদর্শনে বিস্মিত হইয়া নবাবকে পদ-চ্যুত করিয়া তৎপদে তাঁহার জামাতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করিলেন। ইঁহাদের সংকল্পও কার্যে পরিণত হইল। ইংরাজদিগের প্ররোচনায় মীরজাকর নবাবীপদ পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় বাস করিতে সম্মত হইলেন। মীরকাসিম নবাবীপদপ্রাপ্তির মূল্যস্বরূপ ইংরাজদিগকে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম প্রদেশ প্রদান করিলেন (১৭৬০ খৃঃ অঃ)।

মীরকাসিম উৎসাহের সহিত রাজকার্যের সংস্কার সাধনে প্ররত হইলেন। তিনি ব্যয়* সংক্ষেপ করিয়া আনিলেন এবং তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদিগের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিলেন। কিন্তু তিনি নিজ অবস্থায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজদিগের অধীনতা-শৃঙ্খল ভেদ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন। ঐ স্থানে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে গোপনে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশল ও নিপুণতা সহকারে তিনি এই সকল কার্য সম্পন্ন করিলেন। মীরকাসিম সাধারণতঃ তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; কিন্তু তিনি পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণের সর্বশ্রম অপহরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। ভ্যান্সিটার্ট

* আবওয়াব রাজস্বের বৃদ্ধি করিয়া তিনি সমুদায় রাজস্ব ২৫,৬২৪,২২৩ টাকা করিয়া তুলেন।

সাহেব সর্দারাই নিজ কাউন্সিলের সহিত বিবাদে ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি বাঙ্গালা শাসন কালে অনেক গুলি ন্যায়বিগর্হিত ও ধর্মবিরুদ্ধ কার্য করেন; রামনারায়ণকে মীরকাসিমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারা তাহার অন্যতম।

দ্বিতীয় শাহ আলম স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে সাহসী না হইয়া বহুসংখ্যক ছুর্দান্ত সৈন্য লইয়া বিহারের পর্য্যন্তদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কণেল কাণিক পাটনা আক্রমণপূর্বক তাহাদিগকে (দ্বিতীয় বার) পরাজিত করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন এবং ল নামক ফরাসি ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদলকে বন্দী করিলেন। ইহার প্রতি সৌজন্যব্যবহার করাতে দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সম্রাট স্বয়ং কাণিকের সমভিব্যাহারে পাটনায় আগমন করিতে সম্মত হইলেন। এই স্থানে মীরকাসিম ইংরাজদিগের কর্তৃক অল্পরুদ্ধ হইয়া সম্রাটকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার স্ববাদারী প্রদান করিলেন।

ইহার অভ্যুপকাল পরে নবাব ও কলিকাতার কাউন্সিলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। কোম্পানির কর্মচারীদিগের বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার-প্রার্থনাই ইহার মূল। সম্রাটের ফরমান (অধ্যায় ৬, § ১৭ দেখ) অনুসারে এই অধিকারটী কেবল কোম্পানির নিজের বাণিজ্য বিষয়েই ছিল। কিন্তু এই অধিকারটীর নিত্য অপব্যবহার হইতে আরম্ভ হইল। কোম্পানির যাবতীয় কর্মচারীরাই নিজ ২ বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন এবং বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রার্থনা করিলেন। বস্তুতঃ দেশীয়েরাও ইংরাজদিগের নিশান তুলিয়া বিনাশুল্কে বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া মাইতে পারিত। এইরূপে শুল্কবঞ্চন দ্বারা নবাবের রাজস্বের হানি হইতে লাগিল। নবাবের কর্মচারীরা অপমানিত হইতে লাগিলেন এবং দেশের বাণিজ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ইংরাজদিগের সহিত কোন বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া নবাব অবশেষে দেশীয় ও ইংরাজ উভয় জাতিকেই সমান করিবার অভিলাষে শাসনের প্রথা একবারে দেশ হইতে উঠাইয়া দিলেন। তৎপরের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাটনার নবাবের কর্মচারীরা ইংরাজদিগের কতকগুলি নৌকা রুদ্ধ করিয়া ঔষ্মধ্যস্থিত দ্রব্যাদির বিশেষ পরীক্ষা করেন। পাটনার কুটীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ ও পাটনা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসকল সুরাপানে মত্ত হওয়াতে দেশীয় সেনাপতি পুনর্বার নগর অধিকার করিলেন। এলিস ও অন্যান্য ইংরাজেরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। নবাব তাঁহার রাজ্যে সমস্ত সাহেবদিগকে রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কলিকাতার কাউন্সিল মীরকাসিমকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনর্বার নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। যোর বিরোধ উপস্থিত

হইল। যেরিয়া নামক স্থানে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে এক যুদ্ধ হয়। ইহা চারি ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এ যুদ্ধে নবাবের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ অবিচলিত সাহস প্রদর্শন করে। তাহাদিগকে পরাজিত করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। মুঙ্গের ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। কেবল পাটনা নবাবের অধিকারে রহিল।

যদিও মীরকাসিমের পক্ষে জয় লাভ করা ছাড়াশা মাত্র ছিল তথাপি এপর্যন্ত তিনি ভেজবিতার সহিত কার্য করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহার আচরণে প্রায় কোন দোষই দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু পাটনার হত্যাকাণ্ড (১৭৬৩) তাঁহাকে চিরকলঙ্কভাজন করিয়াছে। ইংরাজেরা সম্বিহিত হইলে মীরকাসিম হতাশ হইয়া দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন। রামনারায়ণের গলদেশে গুরুভার দ্রব্য সকল বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ইংরাজদিগের বহু শেটবংশীয় ধনবান্ বণিকদিগকেও গড়ের বুরুজ হইতে নদীতে প্রক্ষেপ করিলেন। ইংরাজেরা নগর আক্রমণার্থে অগ্রসর হইলেই তিনি ইংরাজবন্দীদের প্রাণবধ করিবেন এই অতিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইংরাজ সৈন্যাদ্যক্ষ বন্দীদেরকে পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মুক্তির কোন উপায় আছে কি না? তাহারা মহানুভাবতার সহিত প্রত্যুত্তর লিখিল — “মুক্তির কোন আশাই নাই। আপনি আমাদের বিষয় চিন্তা না করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতে একদণ্ডও বিলম্ব করিবেন না।” ইংরাজ সৈন্য নগর আক্রমণার্থে অগ্রসর হইলে নৃশংস নবাব যেদ্রুপ তয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কার্যতঃ তাহাই করিলেন। তিনি ইউরোপীয় বন্দীদের কারাগারে প্রাণবধ করিতে আপন সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাঁহারা মহানুভাবতার সহিত উত্তর করিলেন “বন্দীদেরকে কারাগার হইতে বহির্গত করুন, আমরা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু বিনাযুদ্ধে আমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিব না।” মীরকাসিম এক জন যাক্ক প্রাপ্ত হইলেন। এই ব্যক্তি জার্মানবংশীয় ও পূর্বের ফরাসিদিগের এক জন সার্জন ছিল। পরে সমু বা সম্বর নামে সে নবাবের সেনামধ্যে কোন অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই ছুরায়া সেই নিষ্ঠুর ব্যাপার সমাধানের ভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিল। এক দল সৈন্যের সহিত কারাগৃহে গমন করিয়া সে গবাক্ষ দ্বার দিয়া নিরস্ত্র ব্যক্তিদিগের উপর গুলী করিতে লাগিল। অতি অপক্ষণ মধ্যে আটচল্লিশজন ভদ্র ইংরাজ (এলিস সাহেবও ইহার মধ্যে ছিলেন) ও একশতজন গোরা রক্তাক্তকলেবর হইয়া ধরাশায়ী হইল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরমাসে ইংরাজ সৈন্য অগ্রসর হইয়া যোরতর যুদ্ধের পর পাটনা অধিকার করিল। মীরকাসিম অবোধায় নবাব সজাউদ্দৌলার নিকট পলায়ন করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম অবোধায় নবাবের সহিত বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে ইহার তিনজনেই পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু

ইংরাজসৈন্যকর্তৃক পরাহত হইয়া ইঁহারা সোননদীর তীরে বক্সার নগরে শিবির সম্মিবেশিত করিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে মেজর মন্রো সাহেব স্বীয় দৃঢ়নির্ভরতার স্বপ্নের পরিচয় দেন। এক দল সৈন্য স্বপক্ষ পরিত্যাগপূর্বক বিপক্ষদিগের সহিত যোগ দিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যাদ্যক্ষেরা তাহাদিগকে পুনরানয়ন করিয়া তাহাদের মধ্যে ২০ জনকে তোপদ্বারা উড়াইয়া দিলেন। এই দৃঢ়তা ও প্রত্যুৎপন্নতা দ্বারা বিদ্রোহের আশু শান্তি হইল। নবাব উজীর ৫০ সহস্র সৈন্য লইয়া বক্সারে শিবির সম্মিবেশিত করিয়াছিলেন। মন্রো সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে ১৬০ টা কামান ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। অযোধ্যার নবাব এতকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যে একাধিপত্য করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার দর্পচূর্ণ হইল এবং তারতবর্ষে ইংরাজদিগের ক্ষমতা সর্বপ্রধান হইল। সম্রাট স্বয়ং ইংরাজদিগের শিবিরে আগমনপূর্বক স্বীয় সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির সহক্ষে কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইভ প্রত্যাগত হইয়া এই জয়ের সমুদায় ফললাভ করেন (§ ৩ দেখ)।

ক্লাইভের ৫ বৎসর অস্থপস্থিতিকাল মধ্যে ভ্যাঙ্গিটাট ও স্পেন্সার সাহেবের শাসন-কালে কলিকাতার কাউন্সিলের মেম্বরেরা অনেক অন্যায ও সাধুবিগর্হিত কার্য করিয়া-ছিলেন। কি উপায়ে আপনারা ধনশালী হইবেন এই চিন্তায় তাঁহারা সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মীরজাকর প্রাণত্যাগ করেন। কাউন্সিলের সাহেবদিগের নিরন্তর অর্থযাজায় বিরক্ত হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু আসন্নতর হয়। তাঁহার পুত্র নাজিম উদ্দৌলা (ইহার বয়ঃক্রম এই সময়ে বিংশতি বৎসর ছিল) নবাবীপদে অভিষিক্ত হইলেন। কাউন্সিলের মেম্বরেরা ইঁহার নিকট হইতে অনেক অর্থ প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদেরই হস্তে দেশ-শাসনের ভার থাকে। কাউন্সিলের মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে ক্লাইভ তারতবর্ষে আসিতে অস্বীকার করিতে ডাইরেক্টরেরা প্রথমে তাঁহাকে এতদ্দেশে পুনঃপ্রেরণ করিতে সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারা দেখিলেন যে যোর বিপদ উপস্থিত; ক্লাইভের ন্যায় তেজস্বী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন রাজকার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইবে না। সুতরাং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ক্লাইভকে তাঁহারা পুনর্বার তারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন।

§ ৩। ক্লাইভের দ্বিতীয়বার রাজ্য শাসন। — কোম্পানির কর্মচারীরা কোনরূপ উপচৌকন লইতে পারিবে না, ডাইরেক্টরদের এই আদেশটা সকল কর্মচারীরা প্রতিপালন করিবেন এই মর্মে ক্লাইভ সর্বপ্রথমে তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়মপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া লইলেন।

তদনন্তর ক্লাইভ আলাহাবাদস্থিত ইংরাজ সৈন্য সকাশে উপনীত হইলেন। সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব স্বজাউদ্দৌলা জেনারেল কার্ণকের শিবিরে সন্ধিপ্রার্থী-ভাবে উপস্থিত ছিলেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত এই নিয়মে সন্ধি হইল যে তিনি অযোধ্যা প্রদেশ পুনর্বার প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু তাঁহাকে ইংরাজদিগের মিত্র হইয়া থাকিতে হইবে; সম্রাটকে কোরা ও আলাহাবাদ প্রদেশদ্বয় প্রদত্ত হইল। তিনি ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা* দেওয়ানী পদ প্রদান করিলেন। ইহার পরিবর্তে ইংরাজেরা সম্রাটকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। ইংরাজেরা ইহার পূর্বে এই সকল প্রদেশে বাস্তবিক আধিপত্য করিতেন বটে, কিন্তু এই বাদশাহী দান দ্বারা তদ্বিষয়ে এক্ষণে তাঁহাদের বৈধিক স্বত্ব জন্মিল। অনতিবিলম্বেই ইংরাজেরা বাঙ্গালার নবাবের রুতি স্বরূপ অনেক গুলি টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে রাজকার্য হইতে অপসারিত করিলেন।

সৈনিকেরা যতদিন যুদ্ধ কার্যে ব্যাপ্ত থাকিত ততদিন তাহারা নির্দিষ্ট বেতন ব্যতীত কিঞ্চিৎ ২ অর্থ পাইত। ইহার নাম “ডবল ভাতা”। ইহা নামে মাত্র ভাতা (অর্থার্থ তরণার্থ) ছিল, কিন্তু সৈনিকগণ এই বাবতে অন্যায রূপে বিস্তর অর্থ প্রাপ্ত হইত। ক্লাইভ এই অনিয়ম উঠাইয়া দিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইউরোপীয় সেনানায়কেরা একত্র হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ফল, ইহারা একটা সৈন্যবিদ্রোহ উপস্থিত করিল। ২০০ জন সেনানী এক দিনে স্বীয় ২ কর্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ে মহা-রাষ্ট্রিয়েরা বাঙ্গালাভিমুখে আসিতেছিল; সুতরাং তাঁহারা মনে করিলেন যে এই সময়ে আমরা না থাকিলে গবর্ণমেন্টের কার্য চলিবে না। ক্লাইভ সাহেব প্রত্যেকের পদ-পরিত্যাগ-প্রার্থনা গ্রাহ করিয়া তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আব্রজ করিলেন ও মাস্ত্রাজ হইতে সেনা আনয়নের আদেশ প্রদান করিলেন। ক্লাইভের দৃঢ়তাবশতঃ ছই সপ্তাহের মধ্যে এই বিদ্রোহের শান্তি হইল। তদনন্তর কোম্পানির যাবতীয় কর্মচারী-দিগের সহিত ক্লাইভের বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই নিজ ২ বাণিজ্য করিতেন এবং তাঁহাদের উচ্চপদনিবন্ধন উহা বিলক্ষণ লাভজনক হইত। স্বীয় ২ বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহারা কর্তব্য সরকারী কার্য সকল সমাধা করিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের চরিত্রও অসাধু হইয়া পড়িত। এক্ষণে ক্লাইভ তাঁহাদিগকে আদেশ

* যখন আলীবর্দী মহারাজ্যীয়দিগকে কটক প্রদেশ দান করেন তখন বালেশ্বর-পার্শ্ববাহিনী শুনায়ুখী নদী (বরহাবলং ইহার আধুনিক নাম) যোগল এবং মহারাজ্যীয়-দিগের অধিকারের তেদ-সীমা নির্দিষ্ট হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা দ্বিতীয় মহারাজ্যীয় যুদ্ধে সমুদায় প্রদেশ অধিকৃত ও আপনাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলে উক্ত সীমা বিলুপ্ত হয়।

করিলেন যে, তোমরা কোন প্রকার বাণিজ্য কার্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবে না; কিন্তু তোমাদের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আমি কিঞ্চিৎ অর্থগণের উপায় করিয়া দিব।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর তিনি আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আইসেন নাই। যখন তিনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন তখনকার অপেক্ষা প্রস্থান কালে তিনি অধিক দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ক্লাইভ সমুচিত আদর প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু রাজস্বার্থের সংস্কারসাধনবশতঃ তাঁহার অনেক শত্রু হইয়াছিল। যে সকল লোককে ক্লাইভ শান্তি প্রদান করেন, অথবা যাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পক্ষে প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন তাহারা সকলেই ইহার বিরুদ্ধে মিলিত হইল। ডাইরেক্টরেরা ক্লাইভকে সমুচিত সাহায্য প্রদান করিলেন না; কিন্তু তাঁহারা একমতে স্বীকার করিলেন “ইনি স্বদেশের বিস্তার উপকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্য ইনি বিশেষ প্রশংসার পাত্র”। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের মৃত্যু হয়।

§ ৪। ভেরিলেট, কার্টিয়ার এবং হেষ্টিংস সাহেব ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার গবর্ণর। — ১৭৬৬ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভেরিলেট এবং কার্টিয়ার সাহেব বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন। দেওয়ানিপ্রাপ্তির সময় (১৭৬৫) হইতে হেষ্টিংস সাহেবের গবর্ণরীপদে প্রাপ্তি (১৭৭২) পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় দ্বিবিধ শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ দেশশাসনের ভার বাস্তবিক নবাবের কর্মচারীদিগের হস্তে ছিল; কিন্তু ইউরোপীয় কর্মকর্তারা বিবিধ অসং উপায়ে নবাবের কর্মচারীদিগের ন্যায় আপনাদিগকে ধনশালী করিতে চেষ্টা করিতেন। গবর্ণরের এতদ্বিবারণচেষ্টা বিফল হয়। মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদ হইয়াছিল; কিন্তু তৎপরিবর্তে ইংরাজদিগের স্বদুর্ভাগ্য শাসন প্রবর্তিত হয় নাই। বিলাতে কর্তৃপক্ষীয়দিগের মধ্যেও অনেক দোষ দৃষ্ট হইত। বৎসর ২ ডাইরেক্টর সকল মনোনীত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা দেশের হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সাধামত আপনাদের অমুখ্যত ও পোষ্য ব্যক্তিদিগকে সরকারী কার্যে নিযুক্ত করিতে ক্রটি করিতেন না। এই সময়ে কোম্পানির কর্মচারীরা ন্যায় অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নীচ ও ঘৃণিত উপায় দ্বারা স্বার্থ সাধন করিতেন।

ইংরাজ কর্মচারীদিগের দোষাচ্ছাদনার্থে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের বেতন নিতান্ত অল্প ছিল—তাহাতে তাঁহাদের নির্বাহ হইত না; সুতরাং তাঁহারা নিজ ২ বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। আপনাদের বাণিজ্য কার্যে তাঁহারা এতদূর ব্যস্ত থাকিতেন যে, ভূমি-রাজস্ব আদায়ের প্রণালীবিশয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালার এবং রাজা শিতাব রায় বিহারের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রেজা খাঁ মুরশিদাবাদে, শিতাব রায় পাটনায় বাস করিতেন। তাঁহারা রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কথাই কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধে যে সকল দোষ দৃষ্ট হইত, বিচার-বিধান সম্বন্ধেও সেই সকল দোষ বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইত। এখন পর্য্যন্ত বিচার কার্যের ভার নামমাত্র নবাব নাজিমের হস্তে ছিল। ইংরাজ কর্মচারীরা শুদ্ধ দেওয়ানী সম্বন্ধে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ফৌজদারী বা শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের অধিকার কলিকাতার সীমা অতিক্রম করিতে পারিত না। কিন্তু অপরাধের সংখ্যা ভয়ানক বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে কঠোর ও নিষ্ঠুর আইন সকল বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। যে দিন অবধি (১৭৭২) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দ্বিবিধ শাসন-প্রণালী উঠাইয়া দিয়া আপনাদের কর্মচারীদ্বারা দেশ শাসন করিতে সক্ষম করিলেন সেই দিন অবধি বাঙ্গালার অবস্থার উন্নতি হইতেছে।

[টিকা।—অনার্য্য বশতঃ ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে এক ভয়ানক ছুতিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে হতভাগ্য বঙ্গবাসিগণকে বিস্তর কষ্ট সহ করিতে হইয়াছিল। অনেক প্রদেশ উৎসন্নপ্রায় হইয়া যায় — বহুসংখ্যক গ্রাম একবারে জনশূন্য হয়। খাদ্য সামগ্রীর অভাব বশতঃ অনাহারে ও পীড়ায় বাঙ্গালার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ লোক প্রাণত্যাগ করে।]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবকে বাঙ্গালার গবর্ণরীপদে নিযুক্ত করিলেন এবং দ্বিবিধ শাসন-প্রণালী উঠাইয়া দিবার, নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস সাহেবের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। ইহার পর ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত লিখিলেই ইংরাজাধিকৃত সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইবে। ইহার পূর্বে তিনি বাঙ্গালার সিবিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত অনেক গুলি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মহাসভাসমক্ষে ভারতবর্ষের কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি চমৎকার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি মাস্ট্রাজের কাউন্সিলের এক জন মেম্বর নিযুক্ত হন। এক্ষণে তিনি গবর্ণরীপদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। পূর্বে মুরশিদাবাদে দেওয়ানীর কার্যালয় ছিল; এখন তাহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল।

হেষ্টিংস অবিলম্বে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, এখন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানস্বরূপ রাজস্ব বন্দোবস্তের ভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কালেক্টর নামক কর্মচারীদ্বারা কার্য নির্বাহ করিবেন। সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জমিদারদিগের সহিত ৫ বৎসরের নিমিত্ত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে কাউন্সিলের ৪ জন মেম্বর প্রেরিত হইলেন। বাঙ্গালার দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ ও বিহারের দেওয়ান শিতাব রায়ের হুশ্চরিত্রের নিমিত্ত বিচার হইল। রেজা খাঁ নিন্দুতি পাইলেন বটে

কিন্তু তিনি সরকারী কার্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন না। রাজা শিতাব রায়ের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন হইল। এই বিচার দ্বারা তাঁহার যে অমর্যাদা হইয়াছিল তৎ-পরিণোদার্থে কাউন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকে এক মর্যাদাসূচক পরিচ্ছদ ও বিহারের রায়রায়ী উপাধি প্রদান করিলেন; কিন্তু এই মর্যাদা যথাসময়ে প্রদর্শিত হয় নাই। এই প্রাচীন তেজস্বী পুরুষ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না; অচিরকাল-মধ্যেই মনঃপীড়িতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস অবিলম্বে বিচার-বিধান সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। প্রতি জেলায় একটা দেওয়ানী ও একটা ফৌজদারী আদালত এবং কলিকাতায় দুইটা আপিল আদালত সংস্থাপিত হইল। দেওয়ানী মকদ্দমার আপিল সদর দেওয়ানী আদালতে ও ফৌজদারী মকদ্দমার আপিল সদর নিজামত আদালতে হইত। হেস্টিংস সাহেব কতকগুলি আইন এই সময়ে বিধিবদ্ধ করেন।

[টীকা।—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সদর নিজামত আদালত মুরশিদাবাদে পুনর্গঠিত হইল। ইহার কর্তৃত্বভার পুনর্বার দেশীয়দিগের হস্তে সমর্পিত হইল। মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়ের নাজিম অর্থাৎ নবাবের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া ইহার অধ্যক্ষ করা হইল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ইহার শেষ পরিবর্তন করেন। তৎকালে সদর নিজামত আদালত পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয় এবং গবর্নর জেনারেল ও সূপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বরেরা ইহার বিচারপতি নিযুক্ত হন। আদালতে আইনজ্ঞ দেশীয় কর্মচারীরা ইহাদের সাহায্য করিতেন। অবশেষে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন যে গবর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের মেম্বরদিগের পক্ষে এই আদালতের কার্য সকল স্বচািরূপে সমাধা করা দুষ্কর, সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহার সদর দেওয়ানী (ওয়ারেন্ হেস্টিংস সাহেব এই আদালতের কার্য পরিত্যাগ করেন; ৯ অধ্যায়, ১ পরিচ্ছেদ দেখ) এবং সদর নিজামত এই উভয় আদালতের কার্য পরিত্যাগ করিবেন। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী কার্যের অধিকার তিনজন জজের হস্তে অর্পিত হইল। ইহাদের আদালতকে সদর আদালত বলিত। ১৮৬২ শাল পর্যন্ত সদরকোর্ট উচ্চতম আপিল আদালত ছিল। এই বৎসর সদরকোর্ট এবং সূপ্রীম কোর্ট একত্র সম্মিলিত হইয়া বর্তমান হাই কোর্ট হয়।]

§ ৫। রেগুলেটিং এক্ট ১৭৭৩-১৭৭৪।— ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয়-কর্ম পূর্ববৎ ভয়ানক বিশৃঙ্খল ভাবেই থাকে। ক্লাইভের জয়পরম্পরায় এবং অধিকারের সমধিক বিস্তারে ইংরাজদিগের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে এত অধিক ব্যয় হয় যে তদ্বারা কোন লাভ জন্মে নাই। ভারতবর্ষের যে কুশাসনের কথা পূর্ব-পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে তাহার এবং কোম্পানির রাজস্বের হ্রাসবশত রত্নাত ইংলণ্ডে পৌঁছিলে পার্লামেন্ট ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজ প্রজাদিগের আচারণ সবিশেষ

অনুসন্ধান ও ভারতবর্ষের সমুদায় শাসনপ্রণালী পর্যালোচনা করিতে প্রবর্তিত হইলেন। ফল এই হইল যে পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত ও সুব্যবস্থিত করিতে একটা বিধি বন্ধন করিলেন। ইহাকে রেগুলেটিং এক্ট (নিয়ামক বিধি) বলে। ইহা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয় এবং পর বৎসর হইতে ইহার কার্য আরম্ভ হয়। ইহাতে লওনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদিগের নিয়োগসম্বন্ধে কতক-গুলি উত্তম নিয়ম সন্নিবেশিত হয়। ইহার নিম্ন লিখিত প্রধান নিয়মগুলির সহিত ভারতবর্ষের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে।

১। এখন হইতে বাঙ্গালার গবর্নর গবর্নর জেনারেল নামে খ্যাত হইবেন। ভারতবর্ষীয় সমুদায় ইংরাজাধিকারে সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব চলিবে।

২। কলিকাতা নগরে সূপ্রীম কোর্ট নামে একটা বিচারালয় সংস্থাপিত হইবে। ইহাতে একজন চীফ জুস্টিস্ অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি এবং অপর দুই জন জজ নিযুক্ত হইবেন। ব্যারিষ্টার ব্যতীত কেহ এই আদালতের বিচারপতি হইতে পারিবেন না। ইহার ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীগণ কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন এবং ইহাদের কার্য সম্বন্ধে কোম্পানির কোন সম্পর্ক থাকিবে না। কেবল সমুদায় কলিকাতানগরেই সূপ্রীম কোর্টের অধিকার থাকিবে। যে ২ মকদ্দমার এক পক্ষীয় অথবা উভয় পক্ষীয় লোক ইংরাজ হইবে, সেই ২ মকদ্দমার বিচার কার্যেই ইহাদের অধিকার থাকিবে।

এই বিধির নিয়মানুসারে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হেস্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলী এবং বাঙ্গালার গবর্নরী এই উভয় পদে নিযুক্ত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

বাঙ্গালার ইংরাজশাসন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলদিগের
বাঙ্গালা শাসন।

§ ১। ওয়ারেন্ হেস্টিংস। § ২। লর্ড কর্ণওয়ালিস্। § ৩। লর্ড ওয়েলেসলি। § ৪। ইংরাজদিগের কর্তৃক উড়িষ্যা জয়। § ৫। লর্ড কর্ণওয়ালিস্, দ্বিতীয়বার গবর্নর জেনারেল; সার জর্জ বার্লো; লর্ড মিল্টো। § ৬। মারকুইস্ অফ হেস্টিংস। § ৭। লর্ড আমহার্স্ট। § ৮। লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিনক্। § ৯। লর্ড অক্‌ল্যান্ড। § ১০। লর্ড এলেনবরা। § ১১। লর্ড হার্ডিঞ্জ। § ১২। লর্ড ড্যালহৌসী। § ১৩। উপসংহার।

§ ১। ওয়ারেন্ হেস্টিংস। — রেগুলেটিং এক্টের নিয়মামুসারে ওয়ারেন্ হেস্টিংস সর্বপ্রথম বাঙ্গালার গবর্ণরী ও ইংরাজাধিকৃত সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলী এই উভয় পদ এক কালে প্রাপ্ত হন। এই অধ্যায়-পাঠিকালে স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে গবর্ণর জেনারেলের অধিকারমধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যে সকল গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহাদের বিষয় এ স্থলে উল্লেখ করা যাইবে না, কারণ তাহাদিগের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের কোন সংশ্লিষ্টতা নাই। গবর্ণর জেনারেলেরা সমুদায় ভারতবর্ষের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁহারা অনেক তুমুল সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ ও দেশাধিকারপূর্বক সান্তিস্থিতি প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার পলাশির যুদ্ধের পর তাঁহাদিগকে প্রায়ই কোন সময়ে প্ররক্ত হইতে হয় নাই। তথায় শান্তি বিরাজিত ছিল এবং গবর্ণর-জেনারেলেরা শান্তি-রক্ষা, বিচার-কার্য, রাজস্ব-সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের সংস্কার-সাধনেই ব্যাপৃত ছিলেন। বাঙ্গালার শাসনসম্বন্ধীয় এই সকল কার্য দ্বারা ইংরাজ নামের যেরূপ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সেরূপ আর কিছুতেই হয় নাই। সমর-বিজয়ী বীরদিগের অপেক্ষা শান্তিসংস্থাপক মহাপুরুষদিগের কীর্তি প্রকৃত মনুষ্যত্বের সমীচীনতর পরিচয় প্রদান করে; এবং স্থপতিত স্থখভোগী ও অভ্যুদয়শালী প্রজাদিগের কৃতজ্ঞতা দূরপ্রসারি-দেশজয়-লব্ধ অকিঞ্চিৎকর গৌরব অপেক্ষা শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়ারেন্ হেস্টিংস গবর্ণর জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। গবর্ণর জেনারেলের সাহায্যার্থে যে কাউন্সিল (মন্ত্রি-সভা) সংস্থাপিত হয় তাহার চারি জন সদস্য নিযুক্ত হইল। রেগুলেটিং এক্টের নিয়মামুসারে কাউন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেলের সহিত সমান হওয়াতে স্থপতিত মূলোচ্ছেদ হইল। কর্ণেল মন্সন্, সার্ জন্ ক্লেভারিং ফ্রান্সিস্ (পরে ইনি সার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ উপাধি প্রাপ্ত হন) ও বার্ডয়েল্ সাহেব কাউন্সিলের প্রথম মেম্বর হইলেন। ফ্রান্সিস্ অতি শীঘ্রই হেস্টিংস সাহেবের ও তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য সকলের প্রতি বিরোধভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং মন্সন্ ও ক্লেভারিং সাহেব ফ্রান্সিসের পোষকতা আরম্ভ করিলেন। ইহারা তিনজন এক পক্ষে থাকিতে কাউন্সিলে ইহাদের মতই প্রবল হইতে লাগিল। বার্ডয়েল সাহেব বহুকালাবধি এ দেশে ছিলেন, তিনি হেস্টিংসের স্বপক্ষ হইলেন। মনসনের মৃত্যুর (১৭৭৬) পূর্বে হেস্টিংস সাহেব বিপক্ষ মেম্বরদিগের সহিত বিবাদে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

এক্ষণে দেশীয় লোকেরা দেখিলেন যে হেস্টিংসের ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং কাউন্সিলের বলবত্তর পক্ষের তুষ্টির নিমিত্ত অনেকে হেস্টিংসের নামে

অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল অভিযোগের মধ্যে নন্দকুমারের অভিযোগ সর্বাপেক্ষা গুরুতর। নন্দকুমারের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় কাহারও অবদিত ছিল না। তথাপি ফ্রান্সিস্ ও তৎপক্ষীয় মেম্বররা নন্দকুমারকে আশ্রয় দিয়া গবর্ণর-জেনারেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে উৎসাহ প্রদান করিলেন। এক জন প্রসিদ্ধ দেশীয় সওদাগর নন্দকুমারের নামে জালের অভিযোগ করিতে তিনি হঠাৎ ধৃত হইলেন। সুপ্রীম কোর্টে সার্ ইলাইজা ইম্পি তাঁহার বিচার করেন। জুরীরা তাঁহাকে দোষী নির্দ্ধারিত করিতে তাঁহার ফাঁদি হইল। তৎকালে ফাঁসিই জালের সাধারণ দণ্ড ছিল। এক জন ব্রাহ্মণের এইরূপে ফাঁসি হওয়াতে দেশে ছলছল পড়িয়া গেল। অনেকেই হেস্টিংসের নামে অপবাদ দেন যে, তিনি আত্মরক্ষার্থে অন্যায় কারিয়া নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড করাইয়াছিলেন। কিন্তু ন্যায়ামুসারে যে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। কাউন্সিলের মেম্বররা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে এবং উহা ইংলণ্ডে জানাইতে পারিতেন, কিন্তু এমুপ করিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে নন্দকুমারের দোষ-সাব্যস্তে এবং তাঁহার প্রাণদণ্ড বিষয়ে হেস্টিংসের কোন হস্তই ছিল না।

কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা এতদেশীয়দিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা এবং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় আইনের শুভফল বিধানের চেষ্টা করিতে গিয়া অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জমিদার এবং রাইয়তদিগের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তদ্বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের এটর্নিরা সর্বত্র বিবাদ উত্তেজিত করিতে লাগিল। হেস্টিংস সাহেব জমিদারদিগকে সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এই কুরীতির পরিবর্তনের নিমিত্ত পার্লামেন্টে আবেদন প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে হেস্টিংস সাহেব ইহার এক প্রতিকার উদ্ভাবন করিলেন। গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল সদর দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্ব-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উক্ত কার্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। হেস্টিংস সাহেব সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস্ সার্ ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ দিতে চাহিলেন। ইহাতে সকল পক্ষই সন্তুষ্ট হইলেন। যাহাতে দেশীয়লোক-দিগের সরল আচার ও ব্যবহারের উপযোগী পদ্ধতি অনুসারে বিচার কার্য সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সার্ ইলাইজা ইম্পি এক্ষণে মনোভিনিবেশ করিতে পারিলেন। ডাইরেক্টরেরা তৎকালে এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কিন্তু এক্ষণে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে সুপ্রীম কোর্ট ও কোম্পানির পূর্বতন আপিল আদালত একত্রিত হইয়া একটি বিচারালয় হইয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে সকলেই জানিতে পারিলেন যে, জমিদারদিগের উপর কর-নির্ধারণ দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় নাই। যদিও গবর্ণমেন্ট বিস্তর টাকা রেহাই করিলেন তথাপি বিস্তর খাজনা বাকী পড়িল। অনেক ক্ষমতাসালী জমিদার একবারে নিঃশ্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যে কখন শুধরিয়া উঠিবেন তাহারও সম্ভাবনা রহিল না। অতএব ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের নূতন বন্দোবস্তের সময়ে স্থির হইল যে, প্রতি বৎসর নূতন ২ বন্দোবস্ত হইবে এবং প্রত্যেক নূতন বন্দোবস্তের সময় জমিদারদের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। এরূপ প্রথাই অস্থবিধা এই যে (১) গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রতিবৎসর পরিবর্তিত হওয়াতে কোন জমিদারই আপনার জমিদারীর যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিতেন না; (২) জমিদারীর উন্নতি করিলে পরবৎসর গবর্ণমেন্টকে অধিক রাজস্ব দিতে হইবে এই ভয়ে জমিদারেরা স্বীয় ২ জমিদারীর উন্নতিসাধনে পরাধীন হইতেন। কতিপয় বৎসর পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এইরূপ বন্দোবস্তের নিয়ম পরিবর্তিত করিয়াছিলেন।

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ স্থলে অনেক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের ব্যয় সংকুলনার্থে অর্থের অনটন হয়। অর্থ সংগ্রহার্থে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার শাসনকালের শেষভাগে অনেক নিষ্ঠুর কার্যের অনুষ্ঠান করেন। হেষ্টিংস সাহেবের এই রূপ অনেক কার্য—বিশেষতঃ কাশীর রাজা চৈত সিংহ এবং অযোধ্যার বেগমদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা গুরুতর দোষ আরোপিত করেন। ইহাতে হেষ্টিংস সাহেব স্বীয় পদ পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অধিরাজ ও সর্দারদিগের নিকট হইতে পত্র দ্বারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রথমে বাঙ্গালার গবর্ণর ও তৎপরে ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল স্বরূপ যে গুরুভার ১৩ বৎসর কাল তাঁহার হস্তে সম্ভ্রান্ত ছিল তাহা তিনি মানপূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তথায় রাজা, মন্ত্রীগণ, ডাইরেক্টরেরা সকলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। পিট্ তাঁহার প্রশংসা করিয়া নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু হেষ্টিংস অসংলোক বলিয়া তাঁহার মনে ২ সংস্কার ছিল। তাঁহার চিরশত্রু ক্লান্সিস্ এক্ষণে পার্লামেন্টে ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক সাহেব এবং ছইগু পক্ষের প্রায় সকলেই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়া ভারতবর্ষে তদন্তীত অসদাচরণের নিমিত্ত তাঁহার নামে পার্লামেন্টে অভিযোগ করিতে স্থির করিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারিতে হাউস অফ লর্ডসে (সম্ভ্রান্ত-সভা) তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিলে বিচার শেষ হয়। হেষ্টিংস সম্মানের সহিত নিষ্কৃতি পাইলেন। এই বিচারে তাঁহার

১,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। হেষ্টিংস অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু যত্ন পর্য্যন্ত (১৮১৯) তিনি ডেলস্কোর্ডে নির্বন্ধাটে জীবনযাপন করেন। কেবল ভারত-বর্ষের কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে একবার ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ-সভার সমক্ষে উপস্থিত হইতে হয়। এই উপলক্ষে উক্ত সভার সভ্যেরা সকলেই হেষ্টিংস সাহেবের সম্মানার্থে গাঁজোখান করিয়াছিলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহাসভা ভারতবর্ষীয় রাজ-কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই, কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তন করেন। ইংরাজদিগের ভারত-সাম্রাজ্য-সম্পর্কীয় গুরুতর বিষয় সকলের পর্য্যালোচনার ভার ইংলণ্ডে স্থায়ের জর্নিক মন্ত্রীর হস্তে সমর্পিত হইল। ইহাকে বোর্ড অফ কন্ট্রোলার অধ্যক্ষ বলিত। ইহার গবর্ণর-জেনারেল মনোনীত করিবার ক্ষমতা ছিল। পার্লামেন্ট মহাসভার যে বিধি অনুসারে এই সকল পরিবর্তন হয় তাহাকে পিট্ ইণ্ডিয়া বিল বলে।

হেষ্টিংসের শাসনকালে বাঙ্গালার ছই জন সুযোগ্য ইংরাজ কর্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা উচিত। ক্লীভল্যান্ড সাহেব ভাগলপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ঐ জেলায় বিস্তর আদিমজাতীয় দরিদ্র লোক বাস করিত, তাহাদিগকে সুসভ্য ও তাহাদের অবস্থা উন্নত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ত্রুত ছিল। পরহিতানুরোধে তাঁহাকে জঙ্গল ও পর্বতে থাকিতে হইত। তত্রত্য অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে তিনি রুগ্ন হইয়া পড়েন এবং ইংলণ্ডে যাইতে ২ পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। সার্ উইলিয়ম জোন্স্ এদেশীয় লোকদিগের উন্নতি-সাধনে সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় বিবিধ-শাস্ত্র-দীলনে বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষাধ্যয়নে ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিয়াই তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য-সাহিত্য-বিজ্ঞানাদ্যয়ন-ত্রুতী দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতদিগের বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি নামে যে সভা আছে, জোন্স্ ইহার সৃষ্টি করেন।

হেষ্টিংসের পর কাউন্সিলের প্রধান মেম্বর সার্ জন্ ম্যাক্কারসন সাহেব ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রায় ২০ মাস বাঙ্গালার গবর্ণর এবং ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলের কার্য করেন। অবশেষে ইংলণ্ডে স্থায়ের ভারতবর্ষীয় মন্ত্রী লর্ড কর্ণওয়ালিসকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিলেন।

§ ২। লর্ড কর্ণওয়ালিস্। — ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতায় উপনীত হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এদেশে অবস্থিতি করেন। তিনি দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা সহকারে দেশ শাসন করিয়া ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয়

সাম্রাজ্য অনেকটা সুসম্বদ্ধ করিয়া যান। ব্রাইড্ ও হেষ্টিংস সাহেব এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—কর্ণওয়ালিস্ ইহাকে দৃঢ়বদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করিলেন। সর্ব প্রথমে ইনি সরকারী কর্মচারীদিগের কুব্যবহার সকল দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদিগের বেতন অতি অল্প ছিল; স্ত্রতরাং সুবিধা থাকা বশতঃ তাহারা উৎকোচ গ্রহণ, বেনামী বাণিজ্যকরণ প্রভৃতি বিবিধ অসদুপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিতে সহজেই প্রলোভিত হইত। এই কুপ্রথাটির সংস্কার-সাধন-মানসে কর্ণওয়ালিস্ প্রত্যেক রাজকীয় কর্মচারীর বেতন এত অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, তাঁহাদের বাণিজ্য বা অন্যান্য অসদুপায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিবার কোন প্রকার ন্যায়াভুগত কারণ রহিল না। কর্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি, অল্পগত প্রতিপালন ও সর্বপ্রকার কুব্যবহার-নিবারণ এবং প্রতারকদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া তিনি কর্মচারীদিগের স্বভাব বিশুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। ইহারা পূর্বে যেমন কুব্যবহারের জন্য ঘৃণিত ছিল, তেমনই এক্ষণে আবার বিশুদ্ধ স্বভাবের নিমিত্ত বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অনেক যুদ্ধে জয়ী হইয়া যশ ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালার রাজ্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই তাঁহার খ্যাতির মূল কারণ। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা লিখিয়া পাঠান যে রাজ্য আদায়ের বন্দোবস্ত জমিদারদিগেরই সহিত করিতে হইবে। রাজ্য বিষয়ের নিগূঢ় অমুসন্ধান পাইবার অভিলাষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ চতুর্দিকে কতকগুলি প্রশ্ন প্রেরণ করিলেন। অবশেষে জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে, যদি এই বন্দোবস্ত সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে ইহাই চিরস্থায়ী করা যাইবেক। বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা উচিত কি না এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ উপস্থিত হয়; কিন্তু অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ডাইরেক্টরদিগের অভিযুক্তিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইল। এক্ষণে জমিদারেরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা গবর্ণমেন্টকে প্রতি বৎসর নিয়মপূর্বক নির্দ্ধারিত কর প্রদান করিলে স্বীয় ২ ভূমির অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবেন না। তাঁহারা এখন নিজ ২ জমিদারীর উৎকর্ষ সাধনে প্রোৎসাহিত হইলেন, কেন না তাঁহারা দেখিলেন যে এই সকল উৎকর্ষের ফলভোগ তাঁহারাই করিতে পারিবেন। ইংরাজ কর্মচারীরা প্রজাদিগের স্বত্ব সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া ভূম্যবিকারীদিগের অত্যাচার হইতে কোন ২ শ্রেণীর প্রজাদিগের স্বত্ব রক্ষার্থে কোন বিশিষ্ট উপায় নির্দিষ্ট হয় নাই।

তদনন্তর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাঙ্গালার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় সমূহের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে সার ইলাইজা ইম্পি

সদর দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া বিচারকার্যের সৌকর্য্যার্থে ভারতবর্ষবাসীদিগের আচার ব্যবহারের উপযোগী কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করেন। এক্ষণে সার জর্জ বালোঁ সেই নিয়মগুলিকে একত্র সংকলিত ও পরিবর্তিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রচার করিলেন। তৎকালে দেওয়ানী আদালত সমূহের যেরূপ শৃঙ্খলা ও কার্যপ্রণালী নিরূপিত হয়, তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া আদ্যপি প্রচলিত রহিয়াছে। এই প্রণালীতে একটা মহৎ দোষ লক্ষিত হয়; ইহাতে পুলিশ কর্মচারীদিগের এত দূর ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহারা এক্ষণে অনায়াসে প্রজাদিগের উপর উৎপীড়ন করিতে পারিত। দেশীয় লোকেরা বিচার সম্পর্কীয় কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না—অধিক কি, অতি সামান্য কর্ম ভিন্ন অন্য কোন সরকারী কর্মই প্রাপ্ত হইবেন না এই রূপ নির্দ্ধারিত হইল। পরে এই নিয়ম সংশোধিত হইয়াছে।

প্রায় সাত বৎসর কাল স্বচারুরূপে রাজ্য-শাসন করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর সার জন্ শোর (পরে ইনি লর্ড টীনমথ উপাধি প্রাপ্ত হন) গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি এক জন সিবিল কর্মচারী ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাগজপত্র প্রস্তুত করিবার সময় তাঁহার কার্যকোশল দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী ছিলেন। শোর সাহেব পাঁচ বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। তাঁহার শাসনকালে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

§ ৩। লর্ড ওয়েলেসলি।—মার্কুইস্ অফ ওয়েলেসলি গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই দেশ পরিত্যাগ করেন। তিনি সুপাণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও অসাধারণধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে কোন গবর্ণর-জেনারেল তাঁহা অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য ও যশোভাগী হইতে পারেন নাই।

বহুকাল হইতে ফরাসিদের সহিত ইংরাজদিগের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। ওয়েলেসলি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ফরাসিদিগের বল ও অর্থ-সাহায্যে প্রোৎসাহিত হইয়া অনেক দেশীয় অধিরাজ একত্র যোগে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং ইহাতে ইংরাজদিগের ভারত-সাম্রাজ্যের বিশেষ বিপদ সন্ভাবনা। মহীশূরের পরাক্রমশালী সুলতান টেপু, হাইদ্রাবাদের নিজাম, মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সেনাক্ষী—সকলেরই উপর ফরাসিদের প্রাচুর্ভাব বিস্তৃত—সকলেরই সেনা ফরাসিসেনাপতিগণকর্তৃক অধিনীত। এই সময়ে আবার আফগানিস্থান ও

পঞ্জাবের হুসাইনশাহী সত্রাট জমান শাহ টেপু জলতানের সাহায্যার্থে উত্তর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন। যে ভীষণ আহমদ শাহ আবদালী ভারতবর্ষ বারবার আক্রমণ করিয়াছিলেন, জমান শাহ তাঁহারই পৌত্র। কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি অসাধারণ নিপুণতা ও তেজস্বিতা সহকারে এই সকল বিপদ দূর করিলেন। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে করাসি সেনাপতিদিগকে বিদূরিত করিলেন। নিজাম ও সেক্কিয়া তাঁহার ভয়ে স্তম্ভিত হইলেন। অবশেষে তিনি মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের মহাভূগ্ন অধিকার করিলেন। টেপু যুদ্ধে নিহত হইলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহীশূরজয়ের পর দক্ষিণাবর্তে ইংরাজদিগের ক্ষমতা সর্বপ্রধান হইয়া উঠিল।

তদনন্তর কিছু কাল শান্তি বিরাজিত রহিল। গবর্নর-জেনারেল এক্ষণে কতকগুলি আভ্যন্তরীণ সংস্কার (সদর আদালতের ইতিহাস সম্বন্ধে টীকা দেখ; ৯৬ পৃষ্ঠা) ও সদনুষ্ঠান সাধনের অবসর পাইলেন। তিনি কলিকাতায় কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামে এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। তরুণবয়স্ক সিবিল কর্মচারীদিগকে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ভাষা সকল শিখাইবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে বাঙ্গালা ভাষার সমধিক চর্চা আরম্ভ হইল; দেশীয় লোকদিগের মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার তৃষা প্রবল হইয়া উঠিল। কতিপয় বৎসর পরে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংসের শাসন কালে এই বিদ্যোৎসাহের স্রব্দর ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণ লোকদিগকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদত্ত হইবে কি না, এই বিষয় লইয়া ওয়েলেসলির শাসনকালে বিস্তর বাদানুবাদ হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি সাধারণের বাণিজ্যার্থে বার্ষিক ৩,০০০ টন জ্বা নিষ্কারিত করিয়া দেন। কিন্তু অতি অল্প কাল মধ্যেই সাধারণ-বাণিজ্য এই নিষ্কারিত নীমা অতিক্রম করিল। লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় উচ্চািহা দিখণ্ড ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; ইহাতে ডাইরেক্টরেরা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গবর্নর-জেনারেল ভিন্ন ২ বিষয়ে যে সকল ব্যয় মঞ্জুর করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ডাইরেক্টরেরা তাঁহার অনেক কমাইয়া দিলেন। মাস্ত্রাজ গবর্ন-মেণ্টের স্বযোগ্য সেক্রেটারি ওয়েব সাহেবকে ডাইরেক্টরেরা পদচ্যুত করিলেন। ডাইরেক্টরেরা গবর্নর-জেনারেলের ক্ষমতার উপর এতদূর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তিনি বিরক্ত হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে প্রসিদ্ধ ক্লাইভের পুত্র লর্ড ক্লাইভও মাস্ত্রাজের গবর্নরী পদ পরিত্যাগ করিলেন। লর্ড বেষ্টিক্ তাঁহার পর মাস্ত্রাজের গবর্নরী পদ প্রাপ্ত হইলেন। কর্তৃপক্ষদের অহুরোধে ওয়েলেসলি আরও এক বৎসর কাল ভারতবর্ষে থাকেন।

এই বৎসরে দ্বিতীয় মহারাত্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত ও তাহার সঙ্গে ২ ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষের ভাবী দশা স্থিরীকৃত হয়।

এই যুদ্ধে ইংরাজেরা মহারাত্রীয়দিগের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিলেন। গবর্নর জেনারেলের ভ্রাতা জেনারেল ওয়েলেসলির রণনৈপুণ্যবশতঃ ইংরাজেরা এই যুদ্ধে এতাদৃশ কৃতকার্য হন। এই মহাযুদ্ধে পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আসায়ের যুদ্ধে জেনারেল ওয়েলেসলি সেক্কিয়া ও বরার-রাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। তাঁহার রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই বৎসর শেষ হইবার পূর্বে মহারাত্রীয় রাজ্য সকল এবং আগ্রা ও দিল্লী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। মোগল সত্রাট ইংরাজ-দিগের হস্তে পতিত হইলেন।

§ ৪। ইংরাজদিগের উড়িয়া জয়। — বাঙ্গালার সম্বন্ধিত মহারাত্রীয় প্রদেশ-গুলি বরার-রাজের অধিকারে ছিল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ ও মহারাত্রীয়-দিগের মধ্যে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয় (৭ অধ্যায়, § ৩ দেখ) তাহার পর হইতে উত্তর বালেশ্বর ব্যতীত সমুদায় উড়িয়া প্রদেশ বরাররাজের শাসনাধীন ছিল।

[টীকা।—মহারাত্রীয়েরা উড়িয়া জয় করিয়া হতভাগ্য উড়িয়াদিগের উপর যে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদিগের নিম্নলিখিত কর-নিষ্কার-প্রণালী হইতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। গবর্নমেন্ট অথবা করসংগৃহীতা-দিগের প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ২ স্থলে ভিন্ন ২ কর আদায় হইত। প্রজাদিগকে বাসগৃহের নিমিত্ত—এবং বাসগৃহের অভাবে অচিরস্থায়ী কুটির ও চালার নিমিত্ত—কর প্রদান করিতে হইত। শস্যাদি সকল আমদানী করিতে হইলে পদে ২ শুল্ক প্রদান করিতে হইত; বিনা শুল্কে কেহ মাংস বিক্রয় করিতে পারিত না। বিবাহকালে পটমণ্ডপসংস্থাপন ও ঢকাবাদনের নিমিত্ত শুল্ক প্রদান করিতে হইত। শাসনকর্তাদিগকে অর্থ প্রদান না করিলে কেহই নিষ্কারিত হিন্দু-পুরুষপলক্ষে উৎসব করিতে পারিত না। হোলির সময় আবিরের উপর ও ‘পল’ পর্বের সময় গোমহিষাদির শৃঙ্গে যে সকল অলঙ্কার সংলগ্ন করা হইত তাহাদের উপর শুল্ক নিষ্কারিত হইত। সুরাপায়ীদিগকে আবকারী কর প্রদান করিতে হইত। তাম্র-কুটের উপরও শুল্ক নিষ্কারিত হইত। তন্তুবাঁয়, তৈলকার, ধীবর পুত্ৰী নীচ শ্রমব্যবসায়ীদিগকেও স্বীয় ২ ব্যবসায়ের জন্য কর প্রদান করিতে হইত। গৃহ, দাস বা গোমেষাদি বিক্রয় করিতে, বস্ত্র রঙ্গাইতে বা টাকা ভাঙ্গাইতে হইলে—এমন কি ঈশ্বরের নিকট রুপ্তি প্রার্থনা করিতে হইলেও—শাসনকর্তাদিগকে করস্বরূপ নিষ্কারিত অর্থ প্রদান করিতে হইত। অধিক কি, প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তিকেই গৃহে বাস, বস্ত্র পরিধান, ব্যবসায় বা অর্থার্জনের অন্য উপায় অবলম্বন, আহার, বিবাহ, উৎসব বা দেবতাদিগের নিকট স্তুতি প্রার্থনা করিতে হইলে রাজভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করিতে হইত। এই সকল কর নিয়মিত রূপে আদায়ও হইত। আপাততঃ বোধ হয় রাজকোষে অর্থার্জনের নিমিত্ত কোন শুল্কই পরিত্যক্ত হয় নাই।

কিন্তু তৎকালের রাজস্বহিসাব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই সকল নিয়মিত কর ব্যতীত মধ্যে ২ অতিরিক্ত করও নির্ধারিত হইত; অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত নিয়মিত করসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইত তাহাকে এক্ষণে রাজভাণ্ডারে অর্থপ্রদান করিতে হইত।]

জেনারেল ওয়েলেসলি এবং মহারাজার অধিরাজদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর, গবর্নর-জেনারেল মালদ্বাজ হইতে উড়িষ্যা প্রদেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কর্ণেল হারকোর্ট এই সৈন্য দলের অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন। তিনি অবাধে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কতকগুলি ইংরাজ সৈনিককে জগন্নাথ দেবের মন্দির রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া কটকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১০ই অক্টোবর কটক নগর তাঁহার হস্তগত হইল; ইহার তিন দিবস পরে তিনি তত্রস্থ দুর্গ বলপূর্বক অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে, কলিকাতা হইতে আর এক দল সৈন্য আসিয়া বালেশ্বর ও উড়িষ্যার উত্তর প্রদেশ জয় করিল এবং এই উভয় সৈন্যদল কর্ণেল হারকোর্টের অধীনে একত্রিত হইয়া অবিলম্বে সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিল। ১৮০৩-১৮০৪।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে উড়িষ্যাদিগের মধ্যেই একটি বিষম বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। খরদার রাজা উড়িষ্যাদিগের প্রধান রাজা ছিলেন। ইনি ঐ দেশের প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ হইতে সন্তৃত। মোগল এবং আফগানদিগের শাসনকালে ইহার পূর্বপুরুষেরা উড়িষ্যার সাতশতাব্দীমতশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার নামমাত্র মুসলমান শাসনকর্তাদিগের অধীন ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রায় স্বাধীনরাজ্যরূপে পরিগণিত হইতেন। খরদারাজের সমতল-প্রদেশীয় সমুদায় ভূমি-ভাগ মহারাজার অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় পার্শ্ববর্তী দুর্গসমূহ মধ্যে একপ্রকার স্বাধীনভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা মহারাজার-দিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিলেই তিনি তাঁহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন; কিন্তু মহারাজার পূর্বে তাঁহার যে সকল ভূমি অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহা কর্ণেল হারকোর্ট প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করাত, তিনি পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নিরুদ্ভূতাবশতঃ বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইলেন। তিনি অনতিকালমধ্যে পরাজিত, ধৃত এবং বন্দিভাবে কটকের দুর্গে রুদ্ধ হইলেন।

মহাপ্রতাপশালী লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকার সমধিক বিস্তৃত

করেন, এবং স্বচাকরূপে রাজ্যশাসন করিয়া যশঃ ও গৌরব লাভ করেন। তাঁহার শাসনপ্রণালী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদিগের অভিমত ছিল না; কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের স্বত্ববর্দ্ধনসাধনে একান্ত যত্নবান ছিলেন এবং ইংরাজ-সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ডাইরেক্টরেরা তাঁহার স্বখ্যাতি করিয়াছিলেন। তাঁহার ওয়েলেসলিকে ২ লক্ষ টাকা দান ও ইণ্ডিয়া হাউসে তাঁহার প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন।

§ ৫। লর্ড কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয়বার গবর্নর-জেনারেল। সার্ জর্জ বার্লো; লড মিণ্টো। — ইংলণ্ডে যে পক্ষ মার্কুইস ওয়েলেসলির নির্ভীক রাজনীতির বিরোধী ছিলেন তাঁহাদেরই যত্নে লর্ড কর্ণওয়ালিস ওয়েলেসলির পদে নিযুক্ত হইলেন। কর্ণওয়ালিস ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্টে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হন। “যত ক্ষতি হউক না কেন, আমি লর্ড ওয়েলেসলির রাজনীতি পরিত্যাগপূর্বক মহারাজার অধিরাজ্য সেক্ষিয়া ও জলকারের সহিত আশু সন্ধি সংস্থাপন করিব” কর্ণওয়ালিস এইরূপ প্রতিশ্রুতি হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বেসিনের সন্ধিতে দোষোদ্দেশ্যবোধ করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লর্ড লেকের সহিত সম্মিলিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিবেন এই মানসে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

কার্ডিনালের প্রধান মেঘর সার্ জর্জ বার্লো গবর্নর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের শান্তি-নীতির অমুসরণ করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু অতি সন্মুখেই তাঁহার পরিবর্তে লর্ড মিণ্টো গবর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইলেন। মিণ্টো পূর্বে কসিকার ভাইসরয় (অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি) ছিলেন, তদনন্তর তিনি বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হন। সার্ জর্জ বার্লো মালদ্বাজের গবর্নর হইলেন।

মিণ্টোর শাসনকালে বাঙ্গালায় কোন গুরুতর ঘটনার সমাবর্তন হয় নাই। কিন্তু তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, দেশীয় রাজাদিগের কার্যপ্রণালীর উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহাকে মহারাজার ও অন্যান্য জাতিদিগের ব্যাপারে বারম্বার হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রতিনিয়ম করেন ও আরল্ অফ মিণ্টো উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি সেই বৎসরেই পরলোক গমন করেন। তিনি ইংরাজাধিকৃত ভারত-বর্ষ শাসনকালে সাতাশ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাপ্রদ হইয়াছেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ২০ বৎসরের জন্য পুনর্বার সনন্দ প্রদত্ত হইল। এই বিষয়ের পুনর্বিচারকালে ডাইরেক্টরেরা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য উঠাইয়া দিলেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স ইহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা

করিয়াছিলেন। চীনদেশের বাণিজ্য এখনও পর্যন্ত তাঁহাদের হস্তে রহিল, কিন্তু ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে সকল লোকেরই অধিকার জন্মিল।

§ ৬। মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস ১৮১৩-১৮২৩। — আরল্ অব্ ময়রা (ইনি পরে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস উপাধি প্রাপ্ত হন) লর্ড মিণ্টোর পরে গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি কলিকাতায় উত্তীর্ণ হন। তিনি আসিয়া দেখিলেন রাজস্বসম্বন্ধে অনেক গোলযোগ ঘটয়াছে এবং দেশীয় রাজাদিগের সহিত অনেক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। নয় বৎসর কাল পর্যন্ত তিনি দৃঢ়তা ও কৃতকার্যতা সহকারে রাজ্যশাসনপূর্ণক ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার উন্নতি সাধন করিয়া এতদ্দেশে পরিচ্যাগ করেন। তিনি স্থপতিত, বুদ্ধদী, রাজনীতিজ্ঞ ও মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারও অমায়িক ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। লর্ড হেষ্টিংস প্রথমে নেপালীদিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং তৎপরে মহারাত্রীদিগের ব্যাপার নিষ্পত্তি করেন। মহারাত্রী ও পিণ্ডারীরা* এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এক দল পিণ্ডারী উড়িষ্যা আক্রমণে উদ্যত হয়; কিন্তু মান্দাজের কতকগুলি ইংরাজ সৈন্য তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়।

পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় একটা ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। জগ-বন্ধু নামক এক জন সাহসী ও হুচতুর উড়িয়া বিদ্রোহীদিগের নেতা হন। ইহার পূর্বপুরুষেরা খরদার রাজাদিগের বন্ধু (অর্থাৎ সৈন্যদিগের বেতনদাতা) ছিলেন। ইনিও সেই কথ্য প্রাপ্ত হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা যখন উড়িষ্যা জয় করেন তখন ইংরাজ কর্মচারীরা এই ব্যক্তির উপর অন্যায় ব্যবহার করেন। এক্ষণে তিনি এই অত্যাচারের জন্য বিধিপূর্বক কোম্পানির আদালতে নালিস না করিয়া এক দল উচ্ছৃঙ্খল পাইকের† নেতা হইয়া বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিলেন। পুরী তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই এই বিদ্রোহের শান্তি হইল;

* পিণ্ডারীরা লুণ্ঠনপ্রিয় দস্য ছিল। তাহারা কোন নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলিত না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া শৃংগলের ন্যায় মহারাত্রী অধিরাজদিগের সেনার অনুসরণ করিত। অধিরাজেরা তাহাদিগকে নর্থদাতারে জায়গীরস্বরূপ ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

† পাইকেরা (অর্থাৎ উড়িষ্যার জমিদারী সিপাহী) স্মী ২ প্রভুর নিকট হইতে জাইগীরস্বরূপ ভূমি প্রাপ্ত হইত এবং তৎপরিবর্তে সৈনিককাৰ্য্য করিত। (জাইগীর সম্বন্ধে টকা দেখ, পৃঃ ৪২)। যুদ্ধকালে পাইকেরা মাথায় টুপি পরিত এবং দেহ ও উরুস্থল রক্ষার্থে কপুক ধারণ করিত। ইহাদের পরিচ্ছদ ব্যাত্র বা তরঙ্গুর চর্মে নির্মিত হইত। এক প্রকার বন্যপশুর লাজ্জুলে তাহারা কটদেশ

জগবন্ধু মধ্য-ভারতবর্ষের বনে ভ্রমিত হইলেন। ইনি রহৎকায় ও মহাবল ছিলেন; খরদার মন্দিরে অদ্যাপিও একটা রহৎ শিলাখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়; লোকে বলিয়া থাকে যে ঐ শিলাখণ্ডে পৃষ্ঠদেশে যর্ষণ কালে জগবন্ধু তাহার কিয়দংশকে ভূমি হইতে উত্তোলিত করিয়াছিলেন। উহার আয়তন ২২৫ কিউবিক্ ফিট। এই বিদ্রোহানল প্রশমিত হইলে পর পাইকদল কিয়ৎকাল পর্যন্ত খরদার বনদেশে বাস করিয়া নিরাহ প্রজাদিগের অর্থাপহারণ ও প্রাণবধ করিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সিপাহি সৈন্যগণ সেই সকল পাইকদলের উচ্ছেদ সাধন করে। ইহার পর হইতে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রগাঢ় শান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে।

লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষের সর্বত্র যুদ্ধে জয় লাভ করেন। তাঁহার সময়ে এই রহৎদেশের অধিকাংশ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। আপনার অধীনস্থ প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও অবস্থার উন্নতিসাধন বিষয়েও এই মহাত্ম্যব শাসনকর্তা সাধ্যমত যত্ন করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার উৎসাহে কলিকাতায় হিন্দুকলেজ নামে একটা মহাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়; ইহাই পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস দেশীয় সাহিত্যের প্রচার ও অনুশীলনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার শাসনসময়েই এতদ্দেশে প্রথম বাঙ্গালা সবাদপত্র প্রচারিত হয়। তিনি এই সবাদপত্রপ্রচারের সুবিধার নিমিত্ত উহার ডাকমাশুল নিতান্ত কম করিয়া দেন।

মার্কুইস্ অফ্ হেষ্টিংস ভূমী প্রশংসা লাভ করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্ত হন।

§ ৭। লর্ড আমহাষ্ট (১৮২৩-২৮)। — লর্ড হেষ্টিংসের পর ক্যানিং সাহেবকে গবর্নর জেনারেলী পদ প্রদত্ত হয়; কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণে অস্বীকার করিতে লর্ড আমহাষ্ট গবর্নরী পদে অভিযুক্ত হন। আমহাষ্ট ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার আগমনের পূর্বে এডাম্ সাহেব গবর্নরের কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি মুদ্রাঘন্ত্রের স্বাধীনতা উচ্ছেদ করিয়া সকলেরই অগ্রিয় হইয়া উঠেন।

বন্ধন করিত। আপনাদের ভীষণভাব রুক্ষি করিবার মানসে তাহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পীত যন্ত্রিকার ও মুখমণ্ডল সিন্দূরে রঞ্জিত করিত। পাইকেরা আপনাদের জমিদারের পক্ষ হইয়া অনেক বার মোগল ও মহারাত্রীদিগের বিপক্ষে সাহস-সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল।

মঘেরা আরাকান ও আসাম জয় করিয়া বাঙ্গালার সীমা পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। ইহাতে তাহারা নিতান্ত গর্ভিত হইয়া উঠে; সুতরাং ইংরাজ ও মঘদিগের মধ্যে বিবাদ ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আভাধিপতি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাঙ্গালার পূর্বদিকের কতকগুলি জেলা প্রাচীন আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত; সুতরাং ঐ জেলাগুলি আমাকে প্রদান করিতে হইবে। ইংরাজেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। প্রজারক্ষার্থে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শাহপুরী দ্বীপে ইংরাজদিগের ১৩ জন সিপাহি ছিল। ১,০০০ জন মঘ তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া উক্ত দ্বীপ অধিকার করে। তদনন্তর মঘেরা কাছাড় আক্রমণ করিল। ইংরাজেরা তত্ৰত্য পলাতক রাজার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। গবর্ণর জেনারেল এক্ষণে ব্রহ্মদেশ আক্রমণপূর্বক ব্রহ্মাধিপের চৈতন্যদায় করিতে স্থির করিলেন।

এই যুদ্ধার্থে বাঙ্গালা ও মাদ্রাজের সৈন্য সকল সমবেত হইল এবং সার্ আর্চিবল্ড ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহাদের সেনাপতি মনোনীত হইলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজসৈন্য রেঙ্গুন নদীর মোহানায় উপস্থিত হইল। অতিরুষ্টি ও দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনাভাব বশতঃ তাহাদিগকে অনেক কষ্ট সহ করিতে হইয়াছিল। তথাপি তাহারা অনেকগুলি যুদ্ধে জয় লাভ করিল। দোনাবু অধিকার কালে মঘদিগের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মহাবন্দুল ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিহত হইলেন। ইংরাজেরা নগরের পর নগর অধিকার করিতে লাগিলেন। পর বৎসর (১৮২৬) পগহনের যুদ্ধে ২,০০০ ইংরাজ সৈন্য ১৮,০০০ মঘ সৈন্যকে পরাস্ত করিল। এই যুদ্ধের পর মঘেরা ইংরাজবন্দীদিগকে কারায়ুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধিপ্রস্তাব আরম্ভ করিল। ইহার পূর্বে ব্রহ্মরাজ গর্বেদ্বিত হইয়া দুই বার সন্ধি প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

অবশেষে যখন ইংরাজ সৈন্য রাজধানী হইতে চারি ক্রোশ দূরে ইয়াণ্ডাবুতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ব্রহ্মরাজ সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি-পত্রে ব্রহ্মাধিপতি আসাম, কাছাড় ও জৈন্তীয়া সম্বন্ধে আপনার সকল স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন; এবং আরাকান ও অন্যান্য অনেক উর্ব্বরা প্রদেশ প্রদান করিয়া যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ স্বরূপ ইংরাজদিগকে এক কোটি টাকা ধরিয়া দিলেন।

এই যুদ্ধোপলক্ষে বারাকপুরস্থ সিপাহিদিগের মধ্যে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দেশীয় পদাতিকদিগের ৪৭ রেজিমেন্টকে কতকগুলি সামান্য কষ্ট সহ করিতে হয়; ইহাতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করে। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সার ই প্যাগেট অবিলম্বে বারাকপুরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে অবরোধ

করিলেন এবং তাহারা বশীভূত হইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের উপর গোলা-বর্ষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন। এই রেজিমেন্টের সংখ্যা সেনাতালিকা হইতে এক বারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রের মর্মানুসারে আসাম ও কাছাড় ইংরাজাধিকার ভুক্ত হইলে পর, উত্তর-পূর্ব সীমা-প্রদেশের কমিসনর আসামের কমিসনরী পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি বাঙ্গালার গবর্ণরের অধীন হইলেন। কিন্তু এই প্রদেশে নিয়মিত শাসনপ্রণালী একবারে প্রচলিত না হইয়া ক্রমশঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা পুরন্দরকে উত্তর আসাম প্রদত্ত হইল। তিনি করদ রাজার নায় রহিলেন। অন্যান্য অনেক জাতির দলপতির সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রদেশটি ইংরাজশাসনাধীন হইয়া স্বশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের অমুমতানুসারে সদর আদালত আসামের শাসন কার্য নিরীহার্থে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড কসরমিয়ার ভরতপুরের দুর্গ অধিকার করেন। ইহাতে একটা বিশেষ ফললাভ হয়। ইংরাজদিগের শত্রুপক্ষেরা বিশ্বাস করিতেন যে, দুর্জের ভরতপুর দুর্গ অধিকার করা ইংরাজদিগের পক্ষেও অসাধ্য। এক্ষণে তাঁহাদের এই অতিমান-মূলক বিশ্বাস তিরোহিত হইল।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া প্রাচীন মোগল সম্রাটদিগের উত্তরাধিকারী ইংরাজ গবর্ণমেন্টের রুত্তিভোগী দিল্লীরাজকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে ইংরাজেরা এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্বেশ্বর হইয়াছেন। যদিও বহুকাল পূর্বে হইতেই দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতা বাস্তবিক ইংরাজদিগের হস্তে সংক্রমিত হইয়াছিল তথাপি এতদিন পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাটকেই লোকে ভারতবর্ষের সর্বেশ্বর বলিয়া জানিত।

লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। ইনি ভাদ্রা বিখ্যাত শাসনকর্তা ছিলেন না। লর্ড আমহার্স্টের পদে অন্য কোন লোক নিযুক্ত হইয়া আসিবার পূর্বপর্যন্ত বটরওঅর্থ বেলি সাহেব গবর্ণর জেনারেলের কার্য নিরীহ করিয়াছিলেন। যে সকল প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞেরা মার্কুইন্স অব ওয়েলেসলির অধীনে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, বেলি সাহেব তাঁহাদিগের অন্যতম।

§ ৮। লর্ড উইলিয়ম্ ক্যাতেগিশ্ বেক্টর (১৮২৮-৩৫)। — লর্ড উইলিয়ম্ বেক্টর পূর্বে মাদ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। কার্যদোষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে পুনরাহৃত হন; সুতরাং তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া

আপনার দুর্নাম পরিহার করিতে নিতাণ্ড ইচ্ছুক হইলেন। তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে শাসনভার গ্রহণ করেন, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাহা পরিভাগ করেন। তদীয় শাসনকালে উজ্জ্বল রণকীর্তিচয় লক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে এতদেশের শাসনকর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যত দিন এদেশের গবর্নর ছিলেন ততদিন সর্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। সমাজ, বিচারকার্য ও রাজকীয় আয়-ব্যয়াদিসম্বন্ধে বিবিধ সংস্কার-সাধনপূর্বক উন্নতিপ্রাপ্তির পথ যুক্ত করিয়া তিনি প্রজাদিগের যে কি পর্যন্ত উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে যেরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেনাবিভাগের ব্যয়সম্বন্ধেও তিনি সেইরূপ করিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট বেতন ব্যতীত সৈনিকদিগকে “ডবল ভাতা” নামক যে টাকা দেওয়া হইত তাহা এখন বেণ্টিক সাহেব অনেক বিরোধের পর উঠাইয়া দিলেন। বিচারকার্য সম্বন্ধে তিনি যে সকল সংস্কার সাধন করেন তাহাতে এদেশীয়-দিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। তিনি নিয়ম করেন যে, দেশীয় বিচারকদিগের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইবে এবং তাঁহারা উচ্চতর পদ সকল প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু সতীদাহ (অর্থাৎ পতির চিতার স্ত্রীর দেহ ত্যাগ) উঠাইয়া দিয়াই লর্ড বেণ্টিক চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কোন ২ পণ্ডিতদিগের মতে এই ভয়ানক দেশাচার শাস্ত্রানু-মোদিত নহে, কিন্তু তথাপি ইহা ভারতবর্ষে বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছিল। বটর-ওআর্থ বেলি এবং সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ নামক কাউন্সিলের মেম্বরদের সহযোগে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেণ্টিক এই বিধি করিলেন যে, কোন ব্যক্তি সতীদাহের সহায়তা করিলে তাহাকে আইনমতে যথোচিত দণ্ড দেওয়া হইবে। অধুনা ভারতবর্ষের প্রায় কোন স্থানেই এই জঘন্য প্রথা লক্ষিত হয় না।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্নর জেনারেল ঠগী নিবারণার্থে মেজর স্লিম্যানকে (ইনি পক্ষে সার্ উইলিয়ম্ স্লিম্যান্ নাম প্রাপ্ত হন) কমিসনর করিয়া পাঠাইলেন। বহুকাল হইতে এতদেশে ঠগনামে এক প্রকার ভয়ানক ধর্মোন্মত্ত দস্য ছিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে, বিশেষতঃ মধ্য-ভারতবর্ষের অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিত এবং নিরাশ্রয় পথিকদিগকে ধূর্ততাদ্বারা বিপথে লইয়া গিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিত। ঈদৃশ হত্যাদ্বারা তাহাদের যেমন জীবিকা নিরূহ হইত, তেমনি আবার তাহাদের অন্ধ-ধর্ম-প্ররতি সকলও চরিতার্থ হইত। মেজর স্লিম্যান্ ও তাঁহার সহযোগীদিগের চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে এই দস্যুরতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টমাস্ ব্যাবিংটন মেকলে (ইনি পরে লর্ড মেকলে নামে বিখ্যাত হন) কলিকাতার কাউন্সিলের ব্যবস্থাপক সভা ছিলেন। ইহারই

উৎসাহ ও প্রভাবে গবর্নমেন্ট বিদ্যালয় সমূহে দেশীয় শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তে ইউরোপীয়বিদ্যা শিক্ষার অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। পরে লর্ড অক্লেণ্ডের সময়ে ইংরাজী ভাষার নিরবচ্ছিন্ন প্রচলন ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষেরা দেখিলেন যে ইংরাজী ভাষাতেই দেশীয় লোকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত; কারণ ইংরাজী ভাষাই সমুদায় আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বার-স্বরূপ। ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য দেশীয় লোকমাত্রেরই উচিত যে, তাঁহারা দেশীয় সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতিসাধন করেন এবং তদ্বারা ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের শিক্ষালাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন।

প্রায় এই সময়ে মিসর এবং লোহিত সাগর দিয়া বাঙ্গালীপোতদ্বারা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত হইতে আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক, সুপণ্ডিত রামমোহন রায় দিল্লীর নামমাত্র রাজার প্রতিপুঙ্খস্বরূপ ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিষ্টলনামক নগরে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

কোম্পানির সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে একখানি সনন্দ দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে কোম্পানির কেবল চীনদেশে এক-চেটিয়া বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা ছিল, এই সনন্দে উহাও রহিত করা হইল। এইরূপে একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষমতা একবারে রহিত হওয়াতে, কোম্পানি আপনাদের বাণিজ্য ব্যবসায় এককালে বিসর্জন দিয়া আপনাদের এতদেশীয় রাজ্যের শাসনাদি কার্যে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। এই অবধি তাঁহারা কেবল শাসনকার্য্যেই ব্যাপ্ত রহিলেন। এই সময়ে আর একটা প্রেসিডেন্সির সৃষ্টি হইল; আগ্রা তাহার রাজধানী হইল এবং সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ তাহার প্রথম গবর্নর নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পরিবর্তন হইল; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সকল সেই অবধি একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের শাসনাধীন রহিয়াছে। সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেল সমুদায় ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল হইলেন; কিন্তু বাঙ্গালার রাজকীয় কার্য সকল তিনি কাউন্সিলের বিনা সাহায্যে নিরূহ করিতে লাগিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বেণ্টিক ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। পুর বৎসর মার্চ মাসে আর একজন গবর্নর জেনারেলের আগমন পর্যন্ত সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ সমুদায় রাজকীয় কার্য নিরূহ করেন। সম্মাদপত্রাদির স্বাধীনতাথরকারী যে সকল কঠোর নিয়ম ছিল, তাহা মেটকাফ্ সাহেব মেকলের পরামর্শানুসারে উঠাইয়া দেন।

§ ৯। লর্ড অক্লেণ্ড, ১৮৩৬-১৮৪২।— ভারতবর্ষের গবর্নরী পদে অভি-ষিক্ত হইয়া লর্ড অক্লেণ্ড ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় উপনীত হন

এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত এই দেশের শাসনকার্য সম্পাদন করেন। তাঁহার শাসনকাল, আফগান-যুদ্ধের শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যেই প্রধানতঃ বিখ্যাত। এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য বিনষ্ট হয়। ইহাতে ভারতবর্ষস্থিত সমুদায় ইংরাজগণ বিবাদাচ্ছন্ন হয়েন। যত দিন পর্যন্ত পরবর্তী গবর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরার সময়ে, জেনারেল পলকের যশস্কর জয়পরম্পরায় এবং কাবুল অধিকারে ইংরাজ সেনার গৌরব পুনরুদ্ধৃত না হইয়াছিল ততদিন তাহাদের সেই বিবাদের অপনয়ন হয় নাই। ইহার শাসনকালে, লর্ড হেষ্টিংস ও লর্ড উইলিয়ম বেন্টিনের অশুভ্রাণ্য কার্য সকলের শুভ ফল এতদ্দেশে ফলিতে লাগিল। এই সময়ে এই প্রদেশে কোন গুরুতর রাজকীয় ঘটনা উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু সর্বত্রই শান্তি বিরাজিত ছিল এবং দেশের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোক অশিক্ষার শুভ ফল ভোগ করিতে লাগিলেন। ইহার সেই সময় হইতে স্বদেশীয় লোকদিগকে অশিক্ষিত ও অসভ্য করিয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সিকিমের রাজা স্বাস্থ্যশীল দার্জিলিং প্রদেশ ইংরাজদিগকে প্রদান করেন।

[টিকা।—সিকিমরাজ ইংরাজদিগের এক জন কর্মচারীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শাস্তিস্বরূপ ইংরাজেরা তাঁহার নিকট হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আরও কতকটা দেশ বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ভুটান-বাসীদের অসদাচরণের প্রতিফল দিবার জন্য ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে “ভুটান দ্বার” নামক অবিভক্ত ভূমি-বিভাগ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত করিলেন।]

লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তিনি যদি দুর্ঘটনাপূর্ণ আফগান যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নির্মল যশে কলঙ্ক পড়িত না। তিনি অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। যুদ্ধান্তের পূর্বে তাঁহার স্বন্দর বন্দোবস্তে রাজ্যের আয় সমধিক পরিবদ্ধিত হইয়াছিল।

§ ১০। লর্ড এলেনবরা, ১৮৪২-১৮৪৪। — লর্ড এলেনবরা লড অকল্যাণ্ডের পরে গবর্ণর জেনারেলী পদ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি পূর্বে বোর্ড অফ কন্ট্রোলার সভাপতি ছিলেন (§ ১ দেখ)। তাঁহার ভারতবর্ষ-শাসন নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলির নিমিত্ত

বিখ্যাত:—(১) কাবুল অধিকার; জেনারেল পলক সৈন্যে আফগানিস্থানে প্রবেশ-পূর্বক কাবুল অধিকার করিলেন এবং পূর্ব-বৈরাচরণ নিমিত্ত তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সমুচিত শান্তি প্রদান করিলেন। ইংরাজদিগের প্রতিবিধিংসা প্রবৃত্তি এক্ষণে চরিতার্থ হইল। তদনন্তর তিনি কাবুল পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া আসিলেন। (২) সিন্ধু প্রদেশ জয়। (৩) গোয়ালিয়ার রাজ্যের সহিত অসংকলঙ্কারী যুদ্ধ; এই যুদ্ধদ্বারা উক্ত রাজ্যের গোপযোগ ও বিশৃঙ্খলতা নিবারিত হয়। লর্ড এলেনবরা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরদের মধ্যে অনেকবার কলহ উপস্থিত হয়; অবশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এলেনবরা ডাইরেক্টরদিগের কর্তৃক সহসা কর্মচ্যুত হইলেন।

§ ১১। লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪-৪৭। — লর্ড এলেনবরার পর সার্ হেম্রি হার্ডিঞ্জ (পরে ইনি ভাইকাউন্ট হার্ডিঞ্জ উপাধি প্রাপ্ত হন) ভারতবর্ষের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আইসেন এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই মহানগর পরিত্যাগ করেন। তিনি পেনিন্সুলার (ঔপদ্বীপিক) সমরে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের অধীনে অতিশয় স্বখ্যাতির সহিত কার্য করেন; ওয়াটার্লু সংগ্রামেও তিনি মহাশূরত্ব প্রকাশ করেন; এই সংগ্রামে আহত হওয়ায় তাঁহার একটা হাত কাটিতে হয়। প্রথম শীথ-যুদ্ধেই তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা। কিন্তু তিনি শিশুহত্যা এবং আদিম অসভ্য জাতিদিগের নরবলি প্রথা নিবারণ প্রভৃতি যে সকল গুরুতর সামাজিক সংস্কার সাধন করেন তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যিক।

ভূমূল ও ভীষণ সমরে সিন্ধু, গোয়ালিয়ার এবং পঞ্জাবের দুই সেনা-নিচয় বিধ্বংসিত হইলে পর ভারতবর্ষে প্রায় দুই বৎসর কাল শান্তি বিরাজিত ছিল। এই অবসরে সফদর হার্ডিঞ্জ সাহেব এতদ্দেশীয় নিষ্ঠুর প্রথা ও আচার সকলের উচ্ছেদসাধনে যনোতিনিবেশ করিলেন। এই সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। ঠগী, শিশুহত্যা, সতীদাহ এবং নরবলি প্রভৃতি য়োর পাপপ্রথা সকল এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। উড়িয়া, গন্ধওয়ান এবং মধ্য-ভারতবর্ষের বন ও উপপর্বত নিবাসী খন্দ ও অন্যান্য আদিম অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে গুম্বারে মেরিয়ানামক যে নরবলি হইত তাহা সর্বাপেক্ষা জঘন্য। কাপ্তেন ম্যাকফার্সন এবং কর্নেল ক্যামেল সাহেবের বিশেষ যত্নে এই সকল জঘন্য প্রথা এই সময়ে নিবারিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রধান ২ নগরীতে যে সকল খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী হইত তাহার উপর শুল্ক উঠাইয়া দিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ বাণিজ্যের বিশেষ অবিধা করিয়া দেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। তিনি এতদেশ দীর্ঘকাল শাসন করেন নাই, কিন্তু অঙ্গিকালের মধ্যে সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গেরই অমুরাগভাজন হইয়া উঠেন। তিনি যেমন নিপুণ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, তেমনি আবার স্বযোগ্য, দয়ালু ও রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্তা ছিলেন। লোকে তাঁহার নাম চিরকাল স্মরণ করিবে।

§ ১২। আরল্ অর্ডালহাউসী ১৮৪৮—১৮৫৬। — লর্ড হার্ডিঞ্জের পর আরল্ অর্ডালহাউসী গবর্নর জেনারেল পদে মনোনীত হইলেন। ড্যালহাউসী ভারতবর্ষের ত্রয়োদশ গবর্নর জেনারেল। ইনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতায় উপনীত হন এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই মহানগর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনাগুলি:—(১) শীখদিগের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ; (২) বর্মায় দ্বিতীয়বার যুদ্ধ; (৩) অযোধ্যা প্রদেশকে ইংরাজাধিকারভুক্তকরণ; (৪) তাজপুুর ও নাগপুরের রাজবংশ লুপ্ত হওয়াতে ইংরাজদিগের তত্ত্ব প্রদেশ গ্রহণ; (৫) লৌহবস্ত্র ও তাড়িতবাহী বহু সংস্থাপন প্রভৃতি বিবিধ উন্নতি সাধন দ্বারা দেশের সমৃদ্ধিরক্ষা।

গত ত্রীষণ যুদ্ধ সকলের পর লর্ড ড্যালহাউসী ভারতবর্ষে শান্তি সংস্থাপিত করিতে পারিবে এই আশায় ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে গবর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু শীখদিগের কলহকারিত্বনিবন্ধন শান্তিরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। পঞ্জাবের বিদ্রোহ ও গোলযোগের সম্বাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে লর্ড ড্যালহাউসী দেখিলেন যে শীখদিগের সহিত পুনর্বার যুদ্ধ অপরিহার্য। এতদুপলক্ষে লর্ড ড্যালহাউসী এই তেজঃপূর্ণ কথাগুলি বলেন:—“শান্তি সংস্থাপন করিতে আমার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল; আমি তজ্জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছি এবং বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের শত্রুগণের যদি যুদ্ধই বাঞ্ছনীয় হইল, তবে আমিও যুদ্ধ প্রতিদানে বিমুখ হইব না এবং অর্ধম শপথ করিতেছি যে তাহারা এই যুদ্ধের বিষময় ফল ভোগ করিবে।”

এই যুদ্ধের ফল ইহাই হইল যে, শীখদিগের আবাস ভূমি পঞ্জাব ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ইহার পর লর্ড ড্যালহাউসী প্রমদেহাতুগত পেণ্ড, অযোধ্যা নাগপুর ও তাজপুুর ইংরাজদিগের ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানিকে সনন্দ পুনঃপ্রদান করিবার কালে পার্লামেন্ট মহাসভা তৎসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের পর্যালোচনায় কয়েক মাস ধরিয়া ব্যস্ত ছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা অনেক গুলি পরিবর্তন করেন; বাঙ্গালাকে এক জন লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের শাসনাধীন করিবার আদেশ প্রদান তাহার অন্যতম। এত দিনের পর বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র গবর্নর নিযুক্ত হইলেন। এখন অবধি ভারতবর্ষীয় সাধারণ

গবর্নমেন্ট হইতে বাঙ্গালার গবর্নমেন্ট পৃথক্ হইল বটে, কিন্তু তথাপি লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরকে গবর্নর জেনারেলের অধীন হইয়া কার্য করিতে হইল। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় সিবিলায়ন হ্যালিডে সাহেব বাঙ্গালার প্রথম লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হইলেন। ইনি এখন সার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্বতন বাঙ্গালা গবর্নমেন্টের যতদূর পর্য্যাপ্ত অধিকার ছিল এখনও ততদূর হইল, কেবল প্রমদ-প্রদেশসমূহে বর্তমান গবর্নমেন্টের কোন অধিকার রহিল না; ইহাদিগকে গবর্নর জেনারেলের সাক্ষাৎ-শাসনাধীন করিয়া রাখা হইল। এই সময়ে কর্তৃপক্ষেরা নিয়ম করেন যে, সকল লোকেই ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত পদগুলি পাইবার জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবেন। তাঁহারা কোম্পানির সদর কোর্ট-সমূহকে প্রেসিডেন্সি নগরস্থিত ইংলণ্ডস্থরীয় স্প্রীম কোর্ট সকলের সহিত মিলিত করিয়া “হাই কোর্ট” নামে এক একটা আদালত সংস্থাপিত করিলেন।

লর্ড ড্যালহাউসীর রাজ্যশাসনরত্ন সমাপ্ত করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত। ইহার শাসনকালে এতদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল। রেলওয়ে প্রভৃতি নানা বিষয়ের সৃষ্টি হওয়াতে দেশের সমৃদ্ধিও বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম রেলওয়ের সৃষ্টি হয়। এই সময় হইতে চারিদিকে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রজাদিগকে বাহুল্যরূপে বিদ্যাশিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত স্কুলের কার্যপ্রণালী সকল অবলম্বিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে আদেশ প্রদত্ত হইল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সিকলেজ সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে প্রকাণ্ড পুস্তকালয় সকল আরম্ভ হয় এবং এই সকল সন্ম্পন্ন করিবার জন্য বিস্তর অর্থ ঋণদ্বারা সংগ্রহ করা হয়। যন্ত্রণা দিয়া সাক্ষ্য বাহির করিয়া লওয়া একবারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। লর্ড ড্যালহাউসী আট বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। তিনি অসাধারণ-তেজস্বিতাসহকারে রাজকার্য্য নির্বাহ করেন। তাঁহাকে এত চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইত যে চাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার কীর্তি সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এদেশে যত গবর্নর জেনারেল আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অতিশয় স্বযোগ্য ছিলেন। তাঁহার মরণ কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

§ ১৩। উপসংহার — ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের পদ প্রথম সৃষ্ট হয়। সার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে সেই পদে প্রথম নিযুক্ত হন। এই পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করিয়া আমরা বিরত হইলাম। তদনন্তর যে

সকল ঘটনা সংঘটিত হয় সেগুলি নিত্য নূতন, অতীত এবং পুস্তকে সন্নিবেশিত হইবার প্রকৃত উপযুক্ত নয়। তবে আমরা ছইটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সেই ছইটী ঘটনা, সম্ভাল-বিদ্রোহ ও ভুটিয়াদিগের সহিত যুদ্ধ। সম্ভাল-বিদ্রোহ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। এতদ্বিধ্বংস একটা শুভ ফল উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশের আদিম দরিদ্র অসভ্য অধিবাসীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য গবর্ণমেন্ট নানা শুভকর উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজেরা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়াদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন (১১৪ পৃঃ, টীকা দেখ) এই যুদ্ধের পর দারজিলিং প্রদেশের কিয়দংশ ইংরাজাধিকার ভুক্ত হয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সার জন পিটার্স প্রাণ্ট হ্যান্ডিডের পর বাঙ্গালার লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর হন এবং তাঁহার পর সার সিসিল্ বীডন্ সেই পদ প্রাপ্ত হন। বীডন্ অপসৃত হইলে সার উইলিয়ম্ গ্রে তৎপদে আরোহণ করেন। গ্রে সাহেবের পর সার জর্জ ক্যাশেল এবং ক্যাশেল সাহেবের পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অনরেবল্ সার রিচার্ড টেম্পেল্ কে, সি, এস, আই বঙ্গদেশের বর্তমান লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর হইয়া স্বীয় গুরু কার্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত ছয় জন প্রধান ২ রাজনীতিজ্ঞের অধিকারকালে বঙ্গদেশের সর্বাস্থান উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়াছে ও তাহার সমধিক উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। সাধারণ প্রজাদিগকে সামান্যপ্রকার শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রদান করা হইতেছে; উচ্চ-শিক্ষাও এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে তদ্বারা কতকগুলি বাঙ্গালী জগতের সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্বানগুলীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থ রচনা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে বড় সামান্য যশোলাভ করেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য দিন ২ বহুলপ্রচার ও সমধিক উন্নতিশালী হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক ও সংবাদপত্রের সংখ্যা এতদূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে যে দেখিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের অমূল্যলন যদিও সাহিত্যের ন্যায় তত ফলপ্রদায়ী হয় নাই তথাপি গত কএক বৎসর হইতে ইহার বিস্তার উন্নতি হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উইলিয়ম্ বোর্চিঙ্ক যে মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা এখন পৃথিবীর মধ্যে একটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ চিকিৎসা-বিদ্যালয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে দিন দিন লক্ষ ২ ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক ও মঙ্গলকর চিকিৎসার ফলভোগে অধিকারী হইতেছে। লৌহবস্ত্র, তাড়িতবার, স্বন্দর পথ ও পুষ্করিণী সকল দেশের চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্ট স্কুল-সমূহ হইতে বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানবিৎ লোক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া চারিদিকে প্রেরিত

হইতেছেন ও স্বেপার্জিত জ্ঞানবলে নিজ দেশের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

এদিকে যেমন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি সম্পাদিত হইতেছে, অন্যদিকে দেশের সম্পত্তিও তদ্রূপ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অশেষবিধ উপায়ে বাণিজ্যের জীৱদ্ধি সাধিত হইতেছে। কৃষিকার্য্যে, এবং পাট, তুলা ও অন্যান্য ভূমিজাত দ্রব্যের শিল্প কার্য্যে দিন ২ অতিনব ও বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বিত হইতেছে। এ সকল দেখিয়া এরূপ ভরসা হয় যে এককালে বঙ্গদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটা সমধিক সমৃদ্ধিশালী দেশ হইয়া দাঁড়াইবে। প্রজাবর্গের ধন ও প্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ করিবার নিমিত্ত দয়াশীল গবর্ণমেন্ট অশেষবিধ চেষ্টা পাইতেছেন, এবং যাহাতে অতি অল্প ব্যয়ে ও অবিলম্বে তাহার সুবিচারের ফল ভোগে সমর্থ হইতে পারে সময়ে ২ বিচার প্রণালীর সেইরূপ সংস্কার সম্পাদিত হইতেছে। প্রজাদিগের স্বর্থ বর্দ্ধন করাই যে গবর্ণমেন্টের প্রধান উদ্দেশ্য তাহা বাঙ্গালার শাসনকর্তারা সমস্ত জগতের সমক্ষে অশেষবিধ উপায়ে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সে চেষ্টাও বিফল হয় নাই। যাহাতে এই দেশের প্রজাবর্গ স্বত্বসমৃদ্ধি ভোগে অধিকারী হইতে পারে, ভারতবর্ষের মহারাজী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ইহাই একান্ত ইচ্ছা। এ ইচ্ছা কাহারও অবিরুদ্ধ নাই; ইহা অনেক সময়ে তিনি স্বয়ংই প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিধাতার বিধিবশাৎ যাঁহারা এই দেশে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের, অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল ও বাঙ্গালার লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণরের, হৃদয়েও সেই একই হিতসাধনভাব সততই জাগরুক রহিয়াছে। উপসংহার-কালে আমাদের এই মাত্র আশা যে, যে সর্বনিয়ন্তার প্রসাদাৎ আমরা এই সদয়হৃদয় ও হিতসাধক গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন হইয়াছি, তিনি যেন আমাদের শাসনকর্তৃগণকে দেশের প্রকৃত মঙ্গলকর কার্যসাধনে সতত প্রণোদিত করেন।